CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-45 ■ 19 November, 2025 ■ আগরতলা ১৯ নভেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

ক্ষুদিরাম স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু! গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের অবহেলার জেরে প্রাণ গেল দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া দ্বীপান্বিতা পালের। ঘটনাটি ঘটেছে ৯ নভেম্বর। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সেদিন স্কুলে একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীদের প্রচণ্ড রোদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। দ্বীপান্বিতা অসুস্থ অনুভব করে শিক্ষিকাকে জানালেও তাঁর অভিযোগ উপেক্ষা করা হয়। অভিভাবকদের দাবি, শারীরিক অসুস্থতার কথা জানানো সত্ত্বেও শিক্ষিকা তাকে রোদের মধ্যেই

দাঁড় করিয়ে প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করেন। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছোট্ট দ্বীপান্বিতা।খবর পেয়ে পরিবার স্কুলে পৌঁছে শিশুটিকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকেরা জানান, সে সান স্ট্রোকের শিকার হয়েছে এবং তার শরীরের একটি অংশ প্যারালাইসিস হয়ে গেছে। টানা চিকিৎসার পরও অবস্থার অবনতি হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত আজ মৃত্যু হয় দ্বীপান্বিতার। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর ক্ষুব্ধ পরিবার স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ তুলেছে। তাদের দাবি, স্কুলের চরম গাফিলতি ও দায়িত্বহীনতার কারণেই দ্বীপান্বিতাকে প্রাণ দিতে হলো। এবিষয়ে স্কুলের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

কৈলাসহরের ঠিকাদার গোষ্ঠীর সংঘর্ষে চরম উত্তেজনা, বাজার ভাঙচুর, গুলি, আহত বহু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ নভেম্বর।। ঠিকাদারী কাজকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে চলা উত্তেজনা এবার ছড়িয়ে পড়ল কৈলাসহরের উত্তরাঞ্চলের ব্যস্তস্থল টিলাবাজারে। অভিযোগ, মঙ্গলবার সন্ধ্যার পরপরই হঠাৎ দুই ঠিকাদার গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে, মুহূর্তে থমথমে হয়ে ওঠে পুরো বাজার এলাকা। মূলত ঠিকাদারি বাণিজ্যকে কেন্দ্র করেই এই সংঘর্ষ বলে অভিযোগ উঠে এসেছে।

স্থানীয় সূত্র ও প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, বর্তমানে কৈলাশহরে

ঠিকাদারী কাজকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে। দুটি টেন্ডার প্রকাশ হয়েছে। তাতে মোট ৭ জন অংশগ্রহন করেছেন। কিন্তু একটি গোষ্ঠী অন্যান্যদের টেন্ডার উঠিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। একে কেন্দ্র করেই ঘটনার সূত্রপাত। এদিন লাঠিয়াপাড়া এলাকার কয়েকজন ঠিকাদার এবং ইরানি এলাকার কিছু ঠিকাদার মুখোমুখি হলে পরিস্থিতি দ্রুত হাতের বাইরে চলে যায়। উভয় পক্ষের মধ্যে মারধর ও ধাওয়া—পাল্টাধাওয়ায় আহত হন একাধিক ব্যক্তি। স্থানীয়দের অভিযোগ, দুই গোষ্ঠী এদিন টিলাবাজার এলাকায় সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তাদের এই সংঘর্ষের জেরে আহত হয়েছেন স্থানীয় বাজারের নিরীহ ব্যবসায়ীরা। একটি লাল রঙের গাড়িতে প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। মুহূর্তেই গোটা এলাকায় ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। উত্তেজিত গোষ্ঠী বেশ কয়েকটি গাড়ি ও দোকানে ভাঙচুর চালায়। সংঘর্ষের মাঝে দুই রাউন্ড গুলির শব্দ শুনেছেন বলেও দাবি করেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। তবে এই বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

খবর পেয়ে ইরানি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং কয়েকজনকে আটক করে থানায় নেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। বাজারে ভাঙচুর হওয়া লাল গাড়িটি জব্দ করে তল্লাশি চালানো হলে অস্ত্র পাওয়া গেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, যদিও পুলিশ এ বিষয়ে তদন্ত চালাচ্ছে। জানা গেছে দুই গোষ্ঠীর আহতদের মধ্যে হান্নান মিয়া, লিটন মিয়া, শাফাত আলী রয়েছেন। এছাড়াও আরো বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। বাজার কমিটি ঘটনার তীব্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিহারে মুখ্যমন্ত্রী বাছাই কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক নিযুক্ত, শপথ ২০শে

পাটনা, ১৮ নভেম্বর।। বিহারে বিধানসভায় দলীয় নেতার নির্বাচনের জন্য উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্যকে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছে বিজেপি।

এছাড়া, কেন্দ্রীয় আইন ও বিচারমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি ---কে কেন্দ্রীয় সহ-পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিজেপির সংসদীয় বোর্ড এই নিয়োগগুলোর অনুমোদন দিয়েছে।

২০২৫ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল জয় লাভের পর, ১৯ নভেম্বর বর্তমান সরকারের পতনের পর ২০ নভেম্বর বিহারে নতুন সরকার গঠন হতে চলেছে। বুধবার, ১৯ নভেম্বর, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার পদত্যাগ করবেন এবং নতুন সরকারের গঠন প্রক্রিয়া শুরু হবে, এমনটাই জানিয়েছেন বর্তমান সরকারের মন্ত্রী ও জনতা দল ইউনাইটেড-এর নেতা বিজয় কুমার চৌধরি। নতুন মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন? এ বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও হয়নি, তবে জল্পনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বঙ্গে জঙ্গলরাজের অবসান ঘটাবে বিজেপি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ বলেছেন যে ইউপিএ সরকারের সময় দেশে ব্যাপক দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারি প্রত্যক্ষ হয়েছে। আর আগামীতে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করবে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং সেখান থেকে জঙ্গলরাজের অবসান ঘটাবে।

আজ টাকারজলায় ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে আয়োজিত এক যোগদান সভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এদিন ভারতীয় জনতা পার্টিতে ৪২ পরিবারের ১৩৫ ভোটারকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, যারা আজ এখানে যোগদান করতে এসেছেন আপনারা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর মাধ্যমে আমাদের পার্টি আরো বেশি শক্তিশালী হবে। সারা ভারতবর্ষের সব রাজ্যে এখন ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার চলে আসছে। আগে ২০টার মতো ছিল। এখন ধীরে ধীরে বাড়ছে। ভারতীয় জনতা পার্টি একটা সর্ববৃহৎ পার্টি। ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য/ সদস্যা হিসেবে আমরা গর্ববোধ করি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। জনজাতিদের জন্য সবসময় চিন্তা করছেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য আলাদাভাবে ডোনার মন্ত্রক গঠন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী রাজনীতির পরিভাষা পাল্টে দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শপথ গ্রহণ উপলক্ষে আগামীকাল আমি বিহারে যাবো। সেই বিহারে আগে গুণ্ডাগিরি, জঙ্গলরাজ, দুর্নীতি - কি ছিল না? সেই জায়গায় যখন থেকে সেখানে এনডিএ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন থেকে সুস্থিতি ফিরে এসেছে। এজন্য প্রধানমন্ত্রীর উপর মানুষের বিশ্বাস অনেক বেড়েছে। মানুষ চায় না গুণ্ডারাজ, পেশীর আস্ফালন, দুর্নীতি থাকুক। মানুষ চায় নিজেদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার। জনপ্রতিনিধিদের উপর মানুষের অনেক আস্থা। বিগত ইউপিএ সরকারের সময় শুধু দুর্নীতি আর দুর্নীতি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৮ কোটির কোকেন উদ্ধার আটক দুই পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। রাজ্যে মাদক পাচারের বিরুদ্ধে বড় সাফল্য অর্জন করলো আসাম রাইফেলস। আসাম রাইফেলস (ইস্ট) ও কাস্টমস বিভাগের যৌথ অভিযানে আগরতলা শহরের কেন্দ্রে থেকে উদ্ধার হলো উচ্চমানের ৮০০ গ্রাম কোকেন। উদ্ধারকৃত মাদকের বাজারমূল্য প্রায় ৮ কোটি টাকা বলে জানা গেছে, যা সাম্প্রতিক সময়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অন্যতম বড় কোকেন জব্দের ঘটনা। ১৭ নভেম্বর রাজধানীর বুকে এক অভিযানে এই মাদক সামগ্রীগুলি উদ্ধার হয়েছে।

বিশ্বস্ত গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত এ অভিযানে দুইজন মাদক পাচারকারীকেও আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

আসাম রাইফেলস জানিয়েছে, মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদের কঠোর অভিযান অব্যাহত থাকবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মাদক পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আসাম রাইফেলস সবসময়ই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। তারা এ-ও জানায় যে, যুব সমাজকে মাদকের করালগ্রাস থেকে রক্ষা করা এবং অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই তাদের প্রধান অঙ্গীকার।

অর্গানিক কৃষিতে বিশ্ববাজারে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলছে ত্রিপুরা ঃ রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। অর্গানিক কৃষি, বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও বিনিয়োগ সহযোগিতার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা ও আরব বিশ্বের মধ্যে সম্পর্ক আরও মজবুত করতে ত্রিপুরা সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ত্রিপুরা অর্গানিক মিশনের অনুপ্রেরণামূলক সাফল্যের গল্প তুলে ধরেন।

তিনি ১৭—১৯ নভেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে অনুষ্ঠিত মিডল ইস্ট ন্যাচারাল অ্যান্ড অর্গানিক প্রোডাক্টস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সন্তানকে নিয়ে নিখোঁজ বধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। *স্বামী-স্ত্রীর বিবাদের জেরে দেড় বছরের কন্যা সন্তানকে নিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেছেন এক গৃহবধূ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এয়ারপোর্ট থানাধীন দুর্গাবাড়ি এলাকায়। গত পাঁচ দিন ধরে তাঁর কোনো খোঁজ না পাওয়ায় পরিবার থানায় মিসিং ডায়েরি করেছে।*

পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী, প্রায় চার বছর আগে গান্ধীগ্রামের সাগরী দেবনাথ নট্ট'র সঙ্গে দুর্গাবাড়ির এক যুবকের প্রেমবিবাহ হয়। বিবাহিত জীবনে প্রথমদিকে সবকিছু স্বাভাবিক থাকলেও সম্প্রতি স্ত্রীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জল সংরক্ষণে সেরা জেলার সম্মান উত্তর ত্রিপুরার

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর ।। আবারও জাতীয় স্তরে উজ্জ্বল হলো উত্তর ত্রিপুরার নাম। বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত জল শক্তি মন্ত্রকের 'জল সঞ্চয় জন-ভাগীদারি অভিযান'-এ উত্তর-পূর্ব ও পাহাড়ি অঞ্চলগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম পারফর্মিং জেলা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে উত্তর ত্রিপুরা। এই কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জেলার প্রতিনিধিদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন।

ফেব্রুয়ারি ২০২৫ থেকে মে ২০২৫এই চার মাসে জেলার উদ্যোগে ১১,০০০-রও বেশি জল সংরক্ষণ কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। জল সম্পদ সুরক্ষায় এই উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার জন্য উত্তর ত্রিপুরা জেলা ২ কোটি টাকার পুরস্কার অর্জন করেছে। প্রশাসনের অক্লান্ত পরিশ্রম, জন-প্রতিনিধিদের সক্রিয় সহযোগিতা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত তিনটি ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৮ নভেম্বর।। মঙ্গলবার কমলপুর মহকুমার কচুছড়া থানার অন্তর্গত চানকাপ গ্রামে কৃষ্ণ চন্দ্র দাসের বাড়িতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ঘটনায় তাঁর বাড়ির তিনটি ঘর সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত। বাড়ির মালিক কৃষ্ণ চন্দ্র দাস জানান, ঘটনার সময় তিনি তাঁর ছেলেকে নিয়ে ধানের জমিতে ধান কাটতে গিয়েছিলেন। সেই সময় আগুন লাগার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

থানার নাকের ডগায় নগদ ও স্বর্ণালংকার নিয়ে পালালো চোরের দল!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ নভেম্বর।। থানা থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরে স্বরূপানন্দ সরণীতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কৈলাসহর শহরে। গতকাল গভীর রাতে চোরের দল জানালার গ্রিল খুলে এক পরিবারের ঘরে ঢুকে প্রায় ৫ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ ২০ হাজার টাকা লুট করে পালিয়ে যায়।

বাড়ির মালিক দীপাল সিংহ রায় জানান, স্ত্রীকে নিয়ে চিকিৎসার কাজে আগরতলা থেকে দেরিতে বাড়ি ফেরেন তিনি। ফিরে এসে দেখেন ঘরের আলমারি ভাঙা, জানালার গ্রিল খুলে ফেলা সবকিছু ওলটপালট করা। ঘটনার পরপরই তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। খবর পেয়ে রাতেই মোবাইল পেট্রোল ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাড়িটি পরিদর্শন করে। পুলিশের দাবি, ঘটনাটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্গা বাড়িতে কাত্যায়নীর আরাধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। প্রত্যেক বছরই নিয়ম মেনে অগ্রহায়ণ মাসের ১ তারিখ কাত্যায়নী পূজা হয়ে থাকে। রাজ আমল থেকে প্রত্যেক বছরই দুর্গা বাড়িতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

শুক্রবার মায়ের দশমী পূজা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান পুরোহিত জয়ন্ত চক্রবর্তী।

প্রসঙ্গত, কাত্যায়নী হিন্দু দেবী দুর্গার একটি বিশেষ রূপ এবং মহাশক্তির অংশবিশেষ। তিনি নবদুর্গা নামে পরিচিত দুর্গার নয়টি বিশিষ্ট রূপের মধ্যে ষষ্ঠ। নবরাত্রি উৎসবের সময় তার পূজা প্রচলিত।

খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত পতঞ্জলির মহাভাষ্য গ্রন্থে তাকে মহাশক্তির আদিরূপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

খ্রিষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ রচিত মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যম ও একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত দেবীভাগবত পুরাণ গ্রন্থে কাত্যায়নীর দিব্যলীলা বর্ণিত হয়েছে। একাধিক বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ এবং তন্ত্রগ্রন্থেও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 18-11-2025, 23:41

জাগরণ আগরতলা,১৯ নভেম্বর,২০২৫ ইং
২ অগ্রহায়ণ, বুধবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশে মত প্রকাশের অধিকার ক্ষুন্ন

বাংলাদেশের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার ক্ষুন্ন হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। শেখ হাসিনার কোন ধরনের বক্তব্য প্রচারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছে। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া শেখ হাসিনার কোন ধরনের বক্তব্য বা অডিও প্রকাশ করিলে অটো লাইনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার হুঁশিয়ারি দিয়াছে বাংলাদেশ সরকার। স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারের উপর এই ধরনের হুলিয়া খুবই বিপদজনক করিয়া বিভিন্ন দেশ মনে করিতেছে। বাংলাদেশের জনগণ এবং সংবাদ মাধ্যমগুলো কতটা অসহায় হইয়া পড়িয়াছে এই ধরনের কার্য্যকলাপের মধ্য দিয়া তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রকাশ না করিবার জন্য বাংলাদেশের সমস্ত সংবাদমাধ্যমকে এই মর্মে সতর্ক করিল সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকার। সোমবার জুলাই হত্যাকাণ্ডের মামলায় বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে ফাঁসির সাজা শুনাইয়াছে সে দেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল। আর সে দিনই বাংলাদেশের জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি (এনসিএসএ) একটি প্রেস বিবৃতি দিয়া জানাইয়াছে, হাসিনার বক্তব্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকুক দেশের সমস্ত গণমাধ্যম।বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, ‘অপরাধী’ এবং ‘পলাতক’ হাসিনার বক্তব্য হিংসায় প্ররোচনা দিতে পারে। সেই বক্তব্য ছড়াইয়া পড়িলে অপরাধমূলক কাজকর্ম বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়াও বাংলাদেশের সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা হয়। তাই বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা এবং শৃঙ্খলা রক্ষায় এই ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকিবার কথা বলা হইয়াছে।

বিবৃতিতে এ-ও বলা হইয়াছে যে, যে ভাবে কয়েকটি সংবাদমাধ্যম হাসিনার বক্তব্য প্রকাশ বা প্রচার করিতেছে, তাহাতে জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি উদ্বিগ্ন। একই সঙ্গে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ওই সংস্থা সাইবার সুরক্ষা সংক্রান্ত অধ্যাদেশের কথা উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছে, জাতীয় সুরক্ষা, সম্প্রীতি ক্ষতি করে কিংবা ধর্ম বা জাতিগত বিদ্বেষে উস্কানি দেয় এমন বিষয়বস্তুকে ‘ব্লক’ বা মুছে দেওয়া হইতে পারে। মিথ্যা পরিচয় দিয়া কিংবা অবৈধ ভাবে ঘৃণাভাষণ ছড়াইলে দু’বছরের জেল কিংবা ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারে বলিয়াও সতর্ক করা হইয়াছে।

বাংলাদেশের জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি অবশ্য জানাইয়াছে, তারা মতপ্রকাশ এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তবে জাতীয় সুরক্ষার প্রসঙ্গ টেনে আদতে ইউনূস সরকার গণমাধ্যমগুলির উপর নজরদারি চালাইতে চাইছে কি না, তাহা নিয়ে প্রশ্ন উঠিয়াছে।এর আগেও গত অগস্ট মাসে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার জানায়াছিল, হাসিনার বক্তব্য কেউ ভবিষ্যতে প্রকাশ করিলে তৎক্ষণাৎ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। সেই সময়েও একটি বিবৃতি দিয়ে বলা হইয়াছিল, বাংলাদেশের টেলিভিশন, সংবাদপত্র এবং অনলাইন সংবাদমাধ্যমগুলি যদি ফৌজদারি অপরাধ, গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী কার্য্যকলাপে অভিযুক্ত পলাতক আসামি তথা ‘নিষিদ্ধ সংগঠন’ আওয়ামী লীগের নেত্রী শেখ হাসিনার অডিয়ো সম্প্রচার করে, তবে তাহা ২০০৯ সালের সন্ত্রাসবিরোধী আইনের গুরুতর লঙ্ঘন বলিয়া বিবেচনা করা হইবে। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি সংবাদসংস্থা এবং ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দেন হাসিনা। তাহা নিয়াও নিজেদের আপত্তির কথা জানাইয়াছিল ইউনূস সরকার। এমনকি এই বিষয়ে নিজেদের উদ্বেগের কথা জানাইতে বাংলাদেশ বিদেশ মন্ত্রক গত বুধবার তলব করিয়াছিল বাংলাদেশে ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার পবন ভাদেকে। বাংলাদেশ সরকারের এই ধরনের প্রয়াস সেই দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

দুই দিনব্যাপী ন্যাচারাল ফার্মিং ও পিজিএস সার্টিফিকেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হল আজ

আগরতলা, ১৮ নভেম্বর: রিজিওনাল সেন্টার ফর অর্গানিক অ্যান্ড ন্যাচারাল ফার্মিং ইম্ফলের ও স্টেট অ্যাগ্রিকালচার রিসার্চ স্টেশনের উদ্যোগে আজ থেকে স্টেট অ্যাগ্রিকালচার রিসার্চ স্টেশনের কনফারেন্স হলে দুই দিনব্যাপী ন্যাচারাল ফার্মিং ও পিজিএস সার্টিফিকেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জয়েন্ট ডিরেক্টর অব অ্যাগ্রিকালচার (রিসার্চ) ডাঃ উত্তম সাহা এবং রিজিওনাল সেন্টার ফর অর্গানিক অ্যান্ড ন্যাচারাল ফার্মিং ইম্ফলের রিজিওনাল ডিরেক্টর ড. ভি. ওয়াই. দিওঘারে।

দুইদিনের এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ন্যাচারাল ফার্মিং-এর উদ্দেশ্য, নীতি, সুবিধা, পিজিএস সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া, মাটির স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা, ঐতিহ্যবাহী কৃষিজ্ঞান, বীজ সংরক্ষণ, বিপণন, প্রক্রিয়াকরণ, বায়ো-ইনপুট প্রস্তুতকরণ এবং কীট ও রোগ ব্যবস্থাপনার মতো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা বিস্তারিত আলোচনা করেন। কর্মশালায় উপস্থিত আধিকারিকরা সুস্থায়ী কৃষি উৎপাদন ও ন্যাচারাল ফার্মিং-এর প্রসার ঘটাতে এই উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মত প্রকাশ করেন।

ক্রীতদাস থেকে যেভাবে বাংলার স্বাধীন ভূঁইয়া হয়েছিলেন ঈশা খাঁ

সায়েদুল ইসলাম

মুঘলদের বিরুদ্ধে বাংলার যুদ্ধে যে বারভূঁইয়া বা বারো ভূঁইয়াদের নাম শোনা যায়, তাদের তালিকায় সবার আগে আসে ঈশা খাঁর নাম।

তার বীরত্ব আর কৌশলের নানা গল্প ইতিহাস আর লোকগাঁথায় বর্ণিত আছে। ঢাকার অদূরে সোনারগাঁয়ে ছিল তার রাজধানী। পরাক্রমশালী এই ভূঁইয়া বা ভূস্বামী বা জমিদারের জীবন ছিল বৈচিত্রে ভরা। জমিদার পুত্র হিসেবে যার জন্ম, কিন্তু তার শৈশব কেটেছে সুদূর তুরান বা তুর্কমেনিস্তানে একজন ক্রীতদাস হিসাবে। এক সময় তিনি ফিরে এসেছেন বাংলায়। চাতুর্য, বীরত্ব আর কৌশলে উদ্ধার করেছেন পিতার জমিদারি।

কেবল তাই নয়। এক সময় প্রবল প্রতাপশালী মুঘলদের বিরুদ্ধে বাংলার স্বাধীন স্বরের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন ঈশা খাঁ।

ঈশা খাঁর পূর্বপুরুষেরা

ঈশা খাঁর পূর্বপুরুষেরা ভারতের রাজস্থান থেকে ভাগ্যান্বেষণে বাংলায় এসে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের দরবারে কাজ শুরু করেন। ঈশা খাঁর দাদা ভগীরথকে দেওয়ানি দিয়েছেন সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ।

সে সময় আমলা বা সৈনিকদের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া গেলে আর তারা ধর্মান্তরিত হলে নিজেদের কন্যা বা বোনের সাথে বিয়ে দিয়ে রাজকার্যে নানা দায়িত্ব দিতেন মুসলমান শাসকরা। এভাবে ভিনদেশ থেকে আসা এই শাসকদের ক্ষমতার ভিত মজবুত করা হতো। ভগীরথের মৃত্যুর পরে তার ছেলে কালিদাস দেওয়ানির দায়িত্ব পান। তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে আলাউদ্দিন হোসেন শাহের পুত্র গিয়াসউদ্দিন মাহমুদের এক কন্যাকে বিয়ে করেন। তার নতুন নাম হয় সোলাইমান খান। তখন দিল্লির রাজনীতিতে নানা ঘটনা ঘটছিল। শের শাহ ক্ষমতায় আসার পর তিনি বাংলা থেকে গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের বংশ উৎখাত করেন। সে সময় আফগানদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন জমিদার সোলাইমান খান। একপর্যায়ে আফগান বাহিনী তাকে ধরে ফেলে এবং হত্যা করে। এরপর তার দুই নাবালক পুত্রকে ক্রীতদাস হিসাবে তুরান বা তুর্কমেনিস্তানের একজন ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়। ব্যবসায়ীর ক্রীতদাস থেকে পিতার জমিদারি উদ্ধার তুরান বা তুর্কমেনিস্তানের একজন ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেয়ার পর ঈশা খাঁ এবং তার ভাই ইসমাইল খাঁ সেখানেই বড় হতে থাকেন।

এর মধ্যে শের শাহের একজন অন্যতম সেনাপতি তাজ খান কররানি বাংলার সিংহাসন দখল করে নেন। তার অধীনে কাজ করতেন ঈশা খাঁর চাচা কুতুবউদ্দিন। তিনি তুরান থেকে দুই ভ্রাতুষ্পুত্রকে উদ্ধার করে আনেন। ঈশা খাঁ ততদিনে যুবক হয়ে উঠেছেন। সাহসী এবং কৌশলী হওয়ায় কুতুবউদ্দিনের সহায়তায় এক সময়ে তিনি পৈতৃক জমিদারির দখল ফিরে পান।

প্রথমে তিনি সরাইলের জমিদারি পান। পরবর্তীতে কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, শেরপুর, ভাওয়াল, ময়মনসিংহের কিছু এলাকা জুড়ে তার জমিদারি ছড়িয়ে পড়ে। সেসময়কার ঘটনাবলী নিয়ে লেখা ঐতিহাসিকদের লেখা এবং লোকগাথায় ঈশা খাঁর কৌশল ও বীরত্বের নানা বিবরণ পাওয়া যায়।

মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই

ইতিহাসে ঈশা খাঁ পরিচিতি এবং খ্যাতি পেয়েছেন মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কারণে। আফগান শাসকদের পতনের পর যখন বাংলা অঞ্চলে মুঘলরা শাসন বিস্তারের চেষ্টা করছিল, তাদের বিরুদ্ধে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ঈশা খাঁসহ বাংলার বারো ভূঁইয়ারা।

যদিও বারো ভূঁইয়া মানে ১২ জন নন, বরং “বড় ভূঁইয়া” বা একাধিক ভূঁইয়া বোঝানো হয় বলে অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন।

কিন্তু মুঘলদের বিরুদ্ধে সেই যুদ্ধে যারা নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাদের অন্যতম ঈশা খাঁ। তার নেতৃত্বেই বাংলার ভূঁইয়ারা মুঘল নৌবাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছিল। ইতিহাসবিদরা ঈশা খাঁ সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি ছিলেন একাধারে সাহসী, বীরত্বপূর্ণ চরিত্রের পাশাপাশি কপটতা, কৌশলী একজন ব্যক্তি। মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি একাধিকবার সন্ধি করেছেন, আবার সেই সন্ধি ভেঙ্গে লড়াই করেছেন।

“বারভূঁইয়া বা ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস” বইতে আনন্দনাথ রায় ঈশা খাঁ প্রসঙ্গে লিখেছেন, ‘তাহার কমনীয় দেহ যেরূপ একদিকে বীরত্বব্যঞ্জক ও স্বাধীনতা প্রয়াসী ছিল, অপরদিকে সেইরূপ কপটতা, মিত্রদ্রোহিতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি তার অস্থিমজ্জার সাথে জড়িয়ে পড়েছিল....ঈশা খাঁ যে একজন প্রকৃত যোদ্ধা ও স্বদেশ প্রাণ ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।’

ইতিহাসবিদদের মতে, সোনারগাঁ ঘাটিতে থাকা মুঘল নৌ সেনাপতি শাহ বরদীর ওপর আক্রমণ করে সৈন্যসামন্তকে বিতাড়িত করেছিলেন। এই কারণে তখনকার বাংলার আফগান শাসক দাউদ খান কররানি ঈশা খাঁকে মসনদ-ই-আলা উপাধি দেন।

যদিও ইতিহাসবিদ মাহবুব সিদ্দিকীর লেখা “মসনদ-ই-আলা ঈশা খান” বইয়ে লিখেছেন, এ উপাধি ঈশা খাঁ নিজেই নিয়ে থাকতে পারেন।

সে সময় অনেকের নিজে থেকে এরকম উপাধি নেয়ার রীতি ছিল। যদিও তার উত্তরসূরিরা শুধুমাত্র দেওয়ান উপাধি ব্যবহার করেছেন।

এর দুই বছর পরের বর্ষাকালে সুবাদার খান জাহানের নেতৃত্বে বিশাল মুঘল বাহিনী এসে ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে।

বর্তমান কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামের কাছাকাছি কাইথান নামের স্থানে মুঘল বাহিনীর সঙ্গে ঈশা খাঁর বড় ধরনের যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন আশেপাশের এলাকার অন্য জমিদাররাও। এই সম্মিলিত বাহিনীর কাছে মুঘল নৌবাহিনী পরাজিত হয়।

কিন্তু ঈশা খাঁ বুঝতে পেরেছিলেন, এরপর আরও বড় শক্তি নিয়ে আক্রমণ করতে আসবে মুঘল বাহিনী। ফলে তিনি ওই এলাকা ছেড়ে চট্টগ্রামে এক বছরের বেশি সময় অবস্থান করেন। সেই সময় ত্রিপুরার রাজার সাথে তার যোগাযোগ হয়। ত্রিপুরার রাজমালা দিঘি খনন করার সময় আরও কয়েকজন জমিদারের মতো শ্রমিক পাঠিয়েছিলেন ঈশা খাঁ।

সেই সময় অন্য জমিদারদের সঙ্গে নিয়ে আস্তে আস্তে শক্তি বৃদ্ধি করছিলেন ঈশা খাঁ। আশেপাশের এলাকার জমিদারদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ আর সম্পর্ক বৃদ্ধি করছিলেন। ত্রিপুরা রাজের কাছেও তিনি সৈন্য চেয়েছিলেন। অপহরণ করে বিয়ে ঈসা খাঁকে নিয়ে একটা গল্প প্রচলিত আছে। ”বারভূঁইয়া বা ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস” বইতে আনন্দনাথ রায় লিখেছেন, সে সময় বিক্রমপুর অঞ্চলের ফুলবাড়িয়া এবং শ্রীপুরের শাসক ছিলেন দুই ভাই চাঁদ রায় এবং কেদার রায়। কোন এক সময়ে ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলী শ্রীপুরে বেড়োতে আসেন। চাঁদ রায় তাকে যথাসাধ্য অভ্যর্থনা ও খাতির যত্ন করলেও এই ভ্রমণই তাদের বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ এবং মনোমালিন্যের কারণ হয়ে ওঠে।

চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা অসামান্য সুন্দরী স্বর্ণময়ী বা সোনামণিকে ভালো লেগে যায় ঈশা খাঁর। সোনারগাঁয়ে ফিরে আসার পর তিনি সোনামণিকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে দূত পাঠান চাঁদ রায়ের কাছে।

আনন্দনাথ রায় লিখেছেন, ঈশা খাঁর ধারণা ছিল, বিধবা একজন রমণীকে পরিত্যাগ করতে, বিশেষ করে তার মতো একজন ব্যক্তির কাছে বিয়ে দিতে রায় রাজারা অসম্মত হবে না। কিন্তু হিন্দু ধর্মাবলম্বী একজন স্বাধীন রাজার কাছে স্ত্রী, কন্যা বা বোনকে চেয়ে পাঠানো যে কত বড় ধৃষ্ঠতা হবে, তা তিনি বুঝতে পারেননি।

বিয়ের প্রস্তাব পেয়েই দূতকে তাড়িয়ে দিয়ে ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন কেদার রায়।

আক্রমণ করে তারা ঈশা খাঁর কলাকাছিয়ার দুর্গ বিধ্বস্ত করে দেন। ঈশা খাঁ ত্রিবেণীর দুর্গে আশ্রয় নেন। কেদার রায়ের সৈন্যরা খিজিরপুরে আক্রমণ করে।

সেই সময় চাঁদ রায়ের একজন আমলা শ্রীমন্ত রায় ছিলেন খিজিরপুরে। আগে থেকেই তিনি রায় ভাইদের ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি গিয়ে ঈশা খাঁর সাথে হাত মেলান। চাঁদ ও কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুরে এসে শ্রীমন্ত রায় জানান, রাজা এবং কুমার পরাজিত হয়ে ঈশা খাঁর হাতে বন্দী হয়েছে। এখন ঈশা খাঁ সৈন্য নিয়ে শ্রীপুর আক্রমণ করে সোনামণিকে নিতে আসছে। ইতিহাসবিদ আনন্দনাথ রায় লিখেছেন, এই খবর রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়ার সোনামণিকে রক্ষা করার জন্য শ্রীমন্তের পরামর্শে তার সঙ্গেই শ্বশুর বাড়ি চন্দ্রদ্বীপ বা বর্তমানের বরিশালে পাঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। নৌকায় করে রওনা দিয়ে রক্ষক শ্রীমন্ত তাকে সোনারগাঁয়ে নিয়ে এসে ঈশা খাঁর হাতে তুলে দেন। এই খবর জানতে পেরে চাঁদ রায় যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এর কিছুদিন পরে তিনি রাজ্যভার কেদার রায়ের হাতে ছেড়ে দেন। পরবর্তীতে ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর সোনারগাঁয়ে এক লড়াইয়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন স্বর্ণময়ী। ঈশা খাঁর মৃত্যু উড়িষ্যা বিজয়ের পর ১৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার হিসাবে মানসিংহকে দায়িত্ব দেন মুঘল সম্রাট আকবর। দায়িত্ব নেয়ার পরেই বাংলা বিজয়ের দিকে বিশেষ নজর দেন মানসিংহ। পরের বছর ডিসেম্বর মাসে রাজা মানসিংহ বিশাল মুঘল বাহিনী নিয়ে ভাটি বাংলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সে যুদ্ধ চলে পরের বেশ কয়েক বছর ধরে। ভূঁইয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে প্রথমদিকে বেশ কয়েকবার মুঘল বাহিনীকে হোঁচট খেতে হয়েছে।

কিন্তু আস্তে আস্তে বাংলার বিভিন্ন এলাকা তাদের দখলে আসতে থাকে। এই লড়াইয়ে কখনো ঈশা খাঁ সন্ধি করেছেন, কখনো সন্ধি ভেঙ্গে বিদ্রোহী হয়েছেন।

পরবর্তীতে যুদ্ধে মানসিংহের দুই পুত্রও নিহত হয়। শোকাহত মানসিংহ সুবাদারীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইলে সম্রাট আকবর তাকে দিল্লিতে ডেকে নেন।

বিভিন্ন লোকগাথায় ঈশা খাঁয়ের সাথে মানসিংহের সরাসরি তলোয়ার যুদ্ধের কাহিনী শোনা যায়। কিন্তু ইতিহাসবিদদের মতে, মানসিংহের সাথে সামনাসামনি ঈশা খাঁর কোন যুদ্ধ হয়নি। ঈশা খাঁকে বন্দি করে আগ্রায় পাঠানোর কোন ঘটনাও ঘটেনি।

যে সময়ের বর্ণনায় ওই লড়াইয়ের কথা বলা হয়, তার কিছুদিন পরই অর্থাৎ ১৫৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মারা যান ঈশা খাঁ। পরবর্তীতে সোনারগাঁয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ঈশা খাঁর ছেলে মুসা খাঁ। বহু বছর মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ১৬১১ সালে ইসলাম খাঁয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেন মুসা খাঁ।

তরী ভেসে যায় নীলনদে

হিমাদ্রি কিশোর দাশগুপ্ত।। ভ্রমণের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই এমন অভিজ্ঞতা হয় বইয়ের পাতায় পড়ে বা ছবি দেখে একটা জায়গাটা সম্পর্কে যে ধারণা মনের মধ্যে লালিত হয়েছিল, সেই স্থানে যাওয়ার পর তা মিলল না। তখন বেশ আশাহত হতে হয়। সেই কোন ছেলেবেলা থেকে পড়ে এসেছি মিশরকে বলা হয় নীলনদের দান। কাজেই ইজিপ্ট বা মিশর ভ্রমণে গেলে নীলনদ দর্শন যেকোনও পর্যটকের কাছে পিরামিড বা ফিংসের মতোই আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু!

আগের রাতে সদ্য কায়রো শহরের হোটেলে এসে পৌঁছেছি। আমি একলা মানুষ। পায়ে হেঁটে শহরের অনেকটা দেখা হয়ে যায়। কোনও শহরকে পায়ে হেঁটে না দেখলে তার জনজীবনকে ঠিক চেনা যায় না। কায়রো শহরকে কেন্দ্র করে যে জায়গাগুলো দেখতে চাই তার জন্য আগাম একটা পরিকল্পনা মনে মনে ছকে রেখেছিলাম।

আমার হোটেল কায়রো শহরের ডাউন টাউন অঞ্চলে। এ জায়গাটা কায়রো শহরের অপেক্ষাকৃত একটা প্রাচীন অঞ্চল। ইউরোপীয় স্থাপত্যে নির্মিত বেশ কিছু প্রাচীন বাড়ি আছে এ অঞ্চলে। পাঁচ-ছয়তলা বিশাল বিশাল বাড়ি। তাদের গায়ে ঝুলবারান্দাতে দাঁড়িয়ে নীচে রাস্তার জনপ্রবাহ দেখা যায়।

পরদিন সকাল আটটা নাগাদ রিসেপশনে গেলাম কয়েকটা বিষয়ে খোঁজখবর করার জন্য। দীর্ঘদেহী, জোব্বা পরা সাদা দাড়ির এক মিশরীয় ভদ্রলোক রিসেপশনে বসেছিলেন। বেশ অমায়িক, বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার। বললাম, ‘আজ তো কায়রোর বাইরে কোথও যাব না। নীলনদটা দেখে নেওয়া যায় কীভাবে?’

জবাবে তিনি বললেন, ‘এ জায়গা থেকে নীলনদের পাড়ের দূরত্ব বেশি নয়। ট্যাক্সিতে আধঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যাবে। ওদিকে কায়রো টাওয়ারও আছে। তার মাথা থেকে পাখির চোখে দেখা যাবে নীলনদের পাড়ে বিস্তৃত কায়রো শহরকে।’একটা ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হলাম কায়রো টাওয়ার দেখব আর নীলনদের পাড়ে গিয়ে কিছু সময় কাটাব বলে। চালক পরামর্শ দিলেন, আগে কায়রো টাওয়ার যাওয়া দরকার। কারণ, বেলা যত বাড়বে, তত সেখানে ট্যুরিস্টদের ভিড় বাড়বে। টিকিট কেটে সেখানে ওঠার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। টিকিট নম্বর ধরে লিফটে ওঠার ডাক আসে। কায়রো টাওয়ারের দিকেই চললাম প্রশস্ত রাজপথের দু’পাশ দেখতে দেখতে। ইজিপ্টের সরকারি ভবন, আধুনিক হোটেল, ঘর-বাড়ি সব কিছুই প্রাচীন স্থাপত্যের রঙে সাজানো। অর্থাৎ হলদেটে সাদা রং দেখা যায়। আরও দুটো জিনিস কায়রো শহরের রাস্তায় প্রায়শই চোখে পড়াতে বেশ খানিকটা অবাকই হচ্ছিলাম। এক হল হাত রুটি। ঠিক যেমন রুটি আমাদের ঘরে বানানো হয়। ঠিক তেমনই ফুলকো ফুলকো রুটি দোকানের সামনে বাঁশের চালিতে সাজানো আছে বিক্রির জন্য। আর দ্বিতীয় জিনিসটা হল বই। প্রতিটা রাস্তার মোড়ে অন্তত একটা বইয়ের দোকান চোখে পড়বেই। এ সব দেখতে দেখতে একসময় পৌঁছে গেলাম কায়রো টাওয়ারের সামনে।

আরবি নাম ‘বোর্গ এল কাহিরা’। ইংরেজি নাম কায়রো টাওয়ার। এই টাওয়ারটিকে মিশরের গিজার গ্রেট পিরামিডের পর সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ল্যান্ড মার্ক হিসাবে ধরা হয়। এই ‘এল কাহিরা’ শব্দের অর্থ হল ‘বিজয়ী’। ১৮৭ মিটার উচ্চতার এই টাওয়ারটি একসময় আফ্রিকা মহাদেশের সর্বোচ্চ স্থাপত্য ছিল। টিকিট কেটে প্রবেশ করলাম প্রাঙ্গণে। বেলা বেশি হয়নি বলে ভিড় বেশি নেই। টাওয়ারটির বাইরের ভাগের নির্মাণশৈলী জালিকাকার। মাথার উপর দিকে একটি বৃত্তাকার ঘেরা স্থান আছে। যেখানে দাঁড়িয়ে পর্যটকরা নীচের পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ করে। ডিসপ্লে বোর্ডে কিছু সময়ের মধ্যেই আমার টিকিট নম্বর ভেসে উঠল। কয়েক ধাপ অতিক্রম করে কাঠামোর ভিতর প্রবেশ করলাম। আরও কয়েকজন বিদেশি ট্যুরিস্টের সঙ্গে উঠে বসলাম লিফটে। ওপরের জায়গাটা রেলিং দিয়ে ঘেরা। সত্যি যেন নীচে তাকিয়ে হাতের মুঠোতে চলে এল কায়রো শহর। এ দৃশ্য একবার দেখলে যে সারা জীবন মনে থাকবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু নীলনদ? তাকেও দেখতে পেলাম। গঙ্গা বা বড় নদীর মতো প্রশস্ত সে নয়। মাঝে মাঝে নর্তকীর কোমড়ে বিভঙ্গর মতো বাঁক নিয়েছে সে। কিন্তু কায়রো শহরের বড় বড় আধুনিক ঘর-বাড়িগুলো যেন দু’পাশ থেকে তাকে চেপে ধরছে। বইতে পড়া বা ছবিতে দেখা নীল নদের যে বিস্তৃতি তার সঙ্গে কোন মিলই এই নীলনদের। নদীর বুকে কয়েকটা বড় নৌকা বা প্রমোদতরী দেখা যাচ্ছে বটে তবে তারা স্থির অচঞ্চল। নীলনদের একটি অংশই শুধু দেখা যাচ্ছে, বাকি অংশ হারিয়ে গেছে শহরের বহুতলগুলোর আড়ালে। নীলনদের এই শীর্ণ অবস্থা দেখে আমার মনে হল হয়তো বা এত ওপর থেকে দেখছি বলেই তাকে এত শীর্ণ বেগহীন বলে মনে হচ্ছে। নীচে নেমে কাছে গিয়ে দেখলে হয়তো বা ছবিতে দেখা নীলনদের বিশালত্বকে খুঁজে পাব। আধঘন্টার বেশি সময় থাকতে দেওয়া হয় না মিনারের নজর প্রাঙ্গণে।

দুই

নীলনদের গায়ে গাড়ির পার্কিং লটে পৌঁছতে মিনিট দশেক সময় লাগল। গাড়ি থেকে নামার পর ড্রাইভার সামনের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল ওই যে নীলনদ। যে ভাসমান রেস্তরাঁগুলো আছে সেখানে সস্তায় বুফে সিস্টেমে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। লাঞ্চ সেরে নিতে পারেন। পায়ে গিয়ে দাঁড়ালাম নদীর পাড়ে। নদী আমার বড় পছন্দের। কত সভ্যতার জন্মদাত্রী নদী, কত মানুষের জীবিকার উৎস, কবির কাব্যির প্রেরণা। এবার বলি যে কথা দিয়ে এ লেখা শুরু করেছিলাম, অনেক সময়ই জানার সঙ্গে, ভাবনার সঙ্গে সেই নির্দিষ্ট জায়গা চর্মচক্ষে দেখার পর তা মেলে না। তবে সত্যিই নদীনদের পাড়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখে আমি একই সঙ্গে বিস্মিত ও মর্মাহত হলাম। পৃথিবী বিখ্যাত যে নদ-নদীগুলো আমার এ যাবৎকাল দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, তার সঙ্গে এ নদকে কোনওভাবেই যেন মেলানো যায় না! কোথায় তার বইতে পড়া দিগন্ত বিস্তৃতি? কোথায় তার নীল জল? যে জলে একসময় ভেসে বেড়াত প্রাচীন মিশরীয় ফ্যারাওদের প্রমোদ তরী! কোথায় তার প্রবহমানতা? এ যেন মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করে চলা এক নদী! শীর্ণ শরীর নিয়ে সে ধুঁকছে। নদীর তীরে যে ভাসমান হোটেলগুলো রয়েছে, তাদের গঠন জলযানের মতন হলেও তারা অচঞ্চল, স্থির। হোটেল আর কায়রো শহরের আবর্জনা এসে পড়ছে নীলনদের জলে। ভাসছে নানা ধরনের আবর্জনা। জলের রং কালো এবং প্রায় স্থিরই বলা যায়। এ জায়গায় নীলনদকে মজা খাল বললেও অত্যুক্তি হয় না। কায়রো শহরের আধুনিক বাড়ি-ঘর, এসব ভাসমান হোটেলগুলো যেন গলা টিপে মারতে উদ্যত হয়েছে নীলনদকে। অথচ এই নদী না থাকলে এই ঊষর মরুদেশে কোনও সভ্যতারই জন্ম হতো না। সূর্য মাথার ঠিক ওপরে। গরম লাগতে শুরু করছে। কাছেই একদল কাক নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে ট্যুরিস্টদের ফেলে যাওয়া খাবারের প্যাকেটের অধিকার নিয়ে। নদীর পাড়ে ফেলে রাখা আবর্জনার স্তূপ থেকে ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে এসে লাগছে। সে জায়গাতে আর বেশিক্ষণ থাকতে ভালো লাগল না। আবার গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ি আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিল।

রিসেপশনে যখন চাবি নিতে গেলাম তখনও সেখানে সেই ভদ্রলোক বসে আছেন। তিনি জানতে চাইলেন ‘কেমন দেখলেন আমাদের নীলনদ?’ প্রশ্ন শুনে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, ‘একদমই বাজে লেগেছে। শীর্ণ, অপরিষ্কার, গতিহীন। আমার কল্পনা বা দেওয়ালে টাঙানো ছবির সঙ্গে যেন কোনও মিলই পেলাম না।’

আমার কথা শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন বৃদ্ধ। যেন তিনি আমার কথা শুনে মৃদু আহতও হলেন। কারণ এ দেশের সংস্কৃতি-ইতিহাস- ঐতিহ্যর সঙ্গে নীলনদের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, আমাদের ছেলেবেলাতেও এর চেহারা অন্যরকম ছিল। আমরা দল বেঁধে নীলনদে সাঁতার কাটতে যেতাম। তারপর শহর যত বাড়ল, তত ধীরে ধীরে সব কিছু হারিয়ে যেতে বসেছে। তবে এখনও নীলনদের সৌন্দর্য আছে। যে রকম নদী দেখতে চাইছেন আপনি। তবে তার জন্য আপনাকে কায়রো শহরের বাইরে যেতে হবে ক্রুজে করে। তারা তিন দিন নীলনদের বুকে ঘুরে বেড়ায়। নদীতীরের প্রাচীন দ্রষ্টব্যগুলো দেখিয়ে আবার কায়রো ফিরিয়ে আনে। আমি বললাম, আমার ট্যুর প্রোগ্রামে ওই সময় নেই। তাছাড়া শুনেছি ওইসব প্রমোদতরীর ভাড়াও অনেক। বৃদ্ধ মিশরীয় ভদ্রলোক আবারও একটু ভেবে নিয়ে বললেন, তবে আর একটা কাজ করতে পারেন। সন্ধ্যাবেলা এখানে রিভার ক্রুজের ব্যবস্থা আছে। সব মিলিয়ে তিন-চার ঘণ্টার প্রোগ্রাম। রাত্রিবেলা শহরের বাইরে তারাও আপনাকে নীলনদ দেখাতে নিয়ে যাবে। আশা করি আপনার সেটা ভালো লাগবে।

তিন

ঠিক সন্ধ্যায় আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য হোটেলের সামনে গাড়ি এসে দাঁড়াল। প্রমোদতরীরই গাড়ি। রাতে তারাই আবার আমাকে হোটেলে নামিয়ে দেবে এমনই ব্যবস্থা। গাড়িতে উঠে বসলাম। তাতে রয়েছে আরও কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ পর্যটক। কায়রো শহরে এখন সন্ধ্যার ঝলমলে আলো ছড়াচ্ছে। কায়রো টাওয়ারেও আলোর খেলা শুরু হয়েছে। কখনও তা লাল হচ্ছে, কখনও নীল, সবুজ বা হলুদ। আমরা এগচ্ছি সেদিকেই। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম কায়রো টাওয়ারের কাছে নির্দিষ্ট জেটিতে। এখান থেকেই নদী বিহারের জন্য নৈশ প্রমোদতরীগুলো যাত্রা করে। বেশ কয়েকটা প্রমোদতরী নীলনদের বুকে ভাসার জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। খুব সুন্দর করে সাজানো সেগুলো। মাথায় নিয়নের আলোতে তাদের নাম লেখা।

আমাদের প্রমোদতরীর নাম ক্লিওপেট্রা। কাঠের সাঁকো পেরিয়ে তাতে পা রাখতেই প্রাচীন মিশরীয় পোশাক পরা দু’জন ক্রুজ কর্মী স্বাগত জানালেন। প্রমোদতরীর দুটো অংশ। একটি ছাদহীন, রেলিং ঘেরা ডেক। আর অন্য দিকে রয়েছে কাঠের প্যানেল আর কাচ বসানো একটা ব্যাঙ্কোয়েট হলের মতো জায়গা। আমাদের নিয়ে যাওয়া হল কাচের দেওয়াল ঘেরা জায়গাতে। তার ঠিক মাঝামাঝি জায়গাতে একটা মঞ্চ মতো আছে। আর তাকে ঘিরে অতিথিদের বসা আর পানাহারের জায়গা। এক পাশে থরে থরে খাদ্যদ্রব্য সাজানো আছে। টিকিটের মধ্যেই তার দাম ধরা। পছন্দসই একটা জায়গা বেছে নিয়ে আমিও বসে পড়লাম। কিছু লোক আগেই ছিল সে জায়গাতে, বাকি আসনগুলো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পূর্ণ হয়ে গেল। ঠিক সন্ধ্যা সাতটায় একটা ভোঁ দিয়ে কেঁপে উঠে চলতে শুরু করল ক্লিওপেট্রা। একজন সুবেশী কোট-প্যান্ট পরা ভদ্রলোক কর্ডলেস মাইক্রোফোন হাতে মঞ্চে উঠে এলেন। পরিবহন সংস্থার তরফে তিনি অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে বলতে শুরু করলেন, আমরা রওনা হয়ে পড়েছি নীলনদের বুকে এগিয়ে চলার জন্য। আমাদের সৌভাগ্য আজকে পূর্ণিমার রাত। তাই আপনারা নদীবক্ষ থেকে চারপাশে বেশ খানিক দূর পর্যন্ত দেখতে পারেন। হ্যাঁ, এই সেই নীলনদ যা আপনারা বইয়ের পাতায় পড়েছেন, ছবি দেখেছেন। এটি বিশ্বের দীর্ঘতম নদ। যা ইথিওপিয়ার পার্বত্য অঞ্চল থেকে সৃষ্ট হয়ে প্রবাহিত হয়েছে সুদান, উগান্ডা, কঙ্গো, কেনিয়া, তানজেনিয়া, রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি, মিশরসহ আরও বেশ কিছু দেশের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়েছে। আফ্রিকার ধমনীও বলা যেতে পারে এই নদকে। সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে নীলনদের অববাহিকা অঞ্চলে উর্বর জমিতে প্রথমে মানুষের বসবাস শুরু হয়। তাঁর কথা শুনতে শুনতেই এক সময় খেয়াল করলাম কাচের দেওয়ালের ওপাশে কায়রো শহরের আলোকবিন্দুগুলো ধীরে ধীরে অনেকটাই যেন দূরে সরে গেছে। শহরকে পিছনে ফেলে নীলনদের গভীরে এগিয়ে চলেছে ক্লিওপেট্রা।

দেখলাম, সকালে যে নীলনদ দেখে আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল তার সঙ্গে এ নীলনদের কোনও মিলই নেই। আধুনিক সভ্যতা এখনও মিশরের নীলনদকে গ্রাস করতে পারেনি। আমার চোখের সামনে চরাচরহীন জলরাশি। নদের এক পাড় ঘেষে আমাদের প্রমোদতরী চলছে। তবে পাড়ে কোনও জনবসতি নেই। যতদূর চোখ যায় চাঁদের আলোতে দেখা যাচ্ছে ধূসর মরুভূমি আর বালির টিলা। এক অপার্থিব সৌন্দর্য। যখন চন্দ্রালোকিত রাতে নীলনদের বুকে এমনই তরী ভাসাতেন মিশর সুন্দরী ক্লিওপেট্রা। এ যেন আমার স্বপ্নে দেখা নীলনদ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের কনফারেন্স হলে রাজ্যভিত্তিক পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

বিশ্ববিখ্যাত মাওবাদী নেতা মাদভি হিডমা এনকাউন্টারে নিহত

অন্ধ্রপ্রদেশ, ১৮ নভেম্বর: মাওবাদী সংগঠনের প্রখ্যাত নেতা মাদভি হিডমা, যিনি নিরাপত্তা বাহিনী ও সাধারণ মানুষের ওপর ২৬টিরও বেশি সশস্ত্র হামলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, অন্ধ্রপ্রদেশের আল্লুরি সীতারামরাজু জেলার মাড়েদুমিল্লি বনাঞ্চলে এক এনকাউন্টারে নিহত হয়েছেন। এই এনকাউন্টারটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও তেলেঙ্গানা সীমান্তের কাছে।

অন্ধ্রপ্রদেশের ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (ডিজিপি) হরিশ কুমার গুপ্তা জানান, এনকাউন্টারটি সকাল ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে ঘটে। 'গুলির লড়াইয়ে ছয় মাওবাদী নিহত হয়েছে, তাদের মধ্যে একজন শীর্ষস্থানীয় মাওবাদী নেতা ছিল। বর্তমানে একটি ব্যাপক অভিযান চলছে,' তিনি বলেন।১৯৮১ সালে মাধ্যপ্রদেশের সুকমা জেলার একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করা হিডমা, ''পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি''র একটি ব্যাটালিয়ন নেতৃত্ব দেন এবং সিপিআই মাওবাদী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সবচেয়ে কম বয়সী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি বস্তার অঞ্চলের একমাত্র উপজাতি সদস্য ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটিতে। হিডমার মাথার ওপর ৫০ লাখ রুপি পুরস্কার ছিল। তার স্ত্রী রাজকা (রাজাক্কা) এই এনকাউন্টারে নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।হিডমা মাওবাদী হামলার একাধিক বড় ঘটনায় জড়িত ছিলেন, যার মধ্যে ২০১০ সালে দান্তেওয়াদা হামলায় ৭৬ সিআরপিএফ সদস্য নিহত হয় এবং ২০১৩ সালের জিরাম ঘাটির হামলায় ২৭ জন, যার মধ্যে শীর্ষ কংগ্রেস নেতারাও ছিলেন, নিহত হন। তিনি ২০২১ সালের সুকমা-বিজাপুর হামলার অন্যতম মূল হোতা ছিলেন, যেখানে ২২ জন নিরাপত্তা কর্মী প্রাণ হারান।

হিডমার মৃত্যু মাওবাদীদের জন্য এক বড় আঘাত, বিশেষ করে এমন সময়ে যখন তারা নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানের ফলে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এবং বহু মাওবাদী আত্মসমর্পণ করছে।গত মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক বক্তৃতায় বলেন, 'গত ২৪ ঘণ্টায় ৩০০-এরও বেশি মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছে।' তিনি আরও বলেন, 'শেষ ৫০-৫৫ বছরে হাজার হাজার মানুষ মাওবাদী সন্ত্রাসীদের হাতে মারা গেছে। তারা স্কুল, হাসপাতাল নির্মাণ করতে দিতো না, ডাক্তারদের ক্লিনিকে যেতে দিতো না এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতে বোমা হামলা করতো। মাওবাদী সন্ত্রাস ছিল যুবকদের প্রতি অন্যায়।'

প্রধানমন্ত্রী যোগ করেন, 'এ কারণেই সরকার তাদের মূলধারায় ফিরে আসতে সাহায্য করতে কাজ করেছে। আজ দেশ এই প্রচেষ্টার ফলাফল দেখতে পাচ্ছে।'সম্প্রতি আত্মসমর্পণকারী মাওবাদী নেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মল্লোজুলা ভেনুগোপাল রাও (ভূ পতি)। ১৪ অক্টোবর আত্মসমর্পণের পর তিনি তার সক্রিয় সহযোদ্ধাদের অস্ত্র ফেলে মূলধারায় ফিরে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'শক্তির জন্য ও ভূমির জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে জড়িতরা বুঝুক, তাদের কাজ তাদের জনগণের কাছ থেকে দূরে নিয়ে গেছে, যা পথের ব্যর্থতার ইঙ্গিত।'

প্রশান্ত কিশোরের দুঃখপ্রকাশ: বিহার নির্বাচন ফলাফল নিয়ে মুখ খুললেন জন সুরাজের প্রতিষ্ঠাতা

পাটনা, ১৮ নভেম্বর: বিহার বিধানসভা নির্বাচনে একটিও আসন জেতাতে ব্যর্থ হওয়া জন সুরাজের প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর মঙ্গলবার তাঁর দলের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রথমবারের মতো মুখ খুললেন। পাটনায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, নির্বাচনের ফলাফল তাঁর নিজের প্রচেষ্টার ত্রুটিগুলোকেই প্রকাশ করে এবং তিনি পরাজয়ের জন্য পুরোপুরি দায় স্বীকার করেছেন।

প্রশান্ত কিশোর বলেন, 'যদি জনগণ আমাদের প্রতি আস্থা না দেখায়, তবে এর পুরো দায় আমার। আমি ১০০ এই দায় গ্রহণ করি, যে আমি বিহারের মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে পারিনি।'

তিনি জানান, তার প্রচেষ্টা ছিল "সতরফ" তবে "সম্পূর্ণ ব্যর্থ" এবং এতে কোনো দোষ নেই বলে তিনি মনে করেন। কিশোর আরও বলেন, "প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের কথা বাদ দিন; আমরা তো ক্ষমতার পরিবর্তনও আনতে পারিনি,"তবে তিনি দাবি করেন যে জন সুরাজ বিহারের রাজনীতিতে কিছু পরিবর্তন আনতে ভূমিকা রেখেছে।

কিশোর আরও বলেন, 'আমাদের প্রচেষ্টায়, চিন্তায় কিংবা জনগণের কাছে আমাদের বার্তা সঠিকভাবে পৌঁছাতে কিছু ভুল হয়েছে। এই কারণে জনগণ আমাদের নির্বাচিত করেনি।'

নিজের পরাজয়ের জন্য একটি প্রতীকী আছুতি হিসেবে, প্রশান্ত কিশোর ঘোষণা করেছেন যে তিনি ২০ নভেম্বর গান্ধী ভীটিহারওয়া আশ্রমে একদিনের মৌন ব্রত পালন করবেন। তিনি বলেন, 'আমি বিহারের জনগণের কাছে নতুন রাজনৈতিক বিকল্পের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছি। তাই এই পরাজয়ের জন্য আমি একদিনের মৌন ব্রত পালন করব।'

তিনি বলেন, 'আমরা হয়তো কৌশলে ভুল করেছি, কিন্তু আমরা কখনও নৈতিক সীমানা অতিক্রম করিনি। আমরা জাতিভিত্তিক বিষ ছড়াইনি, হিন্দু-মুসলিম রাজনীতি খেলিনি, বা গরিব মানুষের ভোট কিনে তাদের শোষণ করিনি।'

প্রশ্ন করা হলে, বিহার নির্বাচনে জন সুরাজের একটিও আসন না পাওয়ার পর কিশোর কি পদত্যাগ করবেন, তিনি একে মজা করে তোলেন। কিশোর বলেন, 'আমি কী এমন পদে আছি যা থেকে আমি পদত্যাগ করব?' এ কথা বলে তিনি হাস্যরসে সংবাদ সম্মেলনকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলেন।তিনি আরও বলেন, 'আমি বলেছিলাম, যদি জেডি(ইউ) ২৫টি আসনের বেশি পায়, আমি রাজনীতি থেকে অবসর নেব। কিন্তু আমি যে কোনো পদে নেই, তাই পদত্যাগ করার প্রশ্নই আসে না।' তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি বিহার ছাড়বেন না এবং রাজ্যের জনগণের স্বার্থে কাজ করতে থাকবেন।

কিশোর বলেন, বিহারের ফলাফল অবশ্যই সম্মানিত করা উচিত, কারণ জনগণ স্পষ্টভাবে এনডিএকে সমর্থন দিয়েছে। তিনি বলেন, ''এখন নরেন্দ্র মোদি এবং নীতিশ কুমারের ওপর দায়িত্ব এসেছে, যাতে তারা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারেন।''

তবে, তিনি জানান যে, জন সুরাজ এখনো এক বিশাল পরাজয়ের পরও পিছিয়ে আসবে না। 'আমরা পিছিয়ে পড়েছি, তবে ভুলগুলো সংশোধন করে আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরব; আমাদের পিছু হটার কোনো পরিকল্পনা নেই,' বলেন কিশোর।

পিয়ুষ গোয়েল: ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি হবে "ন্যায়সঙ্গত, সমতল ও সঙ্গতিপরায়ণ"

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর : বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পিয়ুষ গোয়েল মঙ্গলবার জানান, ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে ঘোষণা তখনই আসবে, যখন উভয় পক্ষ একটি 'ন্যায়সঙ্গত, সমতল ও সুষম' চুক্তিতে পৌঁছাবে। তিনি বলেন, 'যখন সেই শর্তগুলি পূর্ণ হবে, আপনি একটি সুখবর শুনবেন।'

গোয়েল জোর দিয়ে বলেন, ভারতের প্রতিশ্রুতি কোনো মূলভূত স্থানীয় খাতের ক্ষতি না করে হতে হবে, এবং চুক্তি কৃষক ও মৎসজীবীদের স্বার্থ সুরক্ষিত করবে। তিনি বলেন, আলোচনা একটি বিস্তারিত প্রক্রিয়া, যেখানে ভারতের কৃষক, মৎসজীবী এবং ছোট শিল্পগুলির উদ্বেগের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।'যখন চুক্তি ন্যায়সঙ্গত, সমতল এবং সুষম হবে, আপনি সুখবর শুনবেন,' তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন, যখন তিনি ইনডো-আমেরিকান চেম্বার অফ কমার্স আয়োজিত ইনডো-ইউএস অর্থনৈতিক সম্মেলনে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।

ভারত এবং আমেরিকা মার্চ মাস থেকে এই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে এবং এখন পর্যন্ত ছয়টি রাউন্ড আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে।এ মাসের শুরুতে, গোয়েল একটি সভায় বলেছিলেন, ইউএস ট্যারিফের পরিমাণের ওপর ফোকাস না করে, ভারতের যে কৌশলগত সুবিধা অর্জন করা যাবে তা নিয়ে ভাবনা হওয়া উচিত।'প্রত্যেকটি চুক্তি অন্য দেশগুলির তুলনামূলক সুবিধার উপর দাঁড়ায়,' গোয়েল বলেন। 'এখানে মূল বিষয় ট্যারিফের পরিমাণ নয়। মূল বিষয় হলো - ভারত তার প্রতিযোগীদের তুলনায় কী ধরনের তুলনামূলক সুবিধা পাবে?'বর্তমানে, যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় রপ্তানি পণ্যগুলোর ওপর ৫০ ট্যারিফ আরোপ করে, যার মধ্যে ভারতীয় রাশিয়ান জ্বালানি কেনার কারণে ২৫ শাস্তিমূলক শুল্ক রয়েছে। দুই দেশই একটি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কাজ করছে, যার প্রথম পর্যায় শীঘ্রই শেষ হতে পারে।

গোয়েল উল্লেখ করেন, 'ট্যারিফ ভারতীয়রা পরিশোধ করে না, তারা পরিশোধ করে আমেরিকানরা।' তিনি যোগ করেন যে, আলোচনা লক্ষ্য হলো এমন একটি সুবিধা অর্জন করা যা ভারতের বাণিজ্য সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করবে। ভারতের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পণ্য ও সেবা বাণিজ্য দ্বিগুণ করে ৫০০ বিলিয়ন ডলার করা, যা তিনি একটি সাধ্য অর্জনযোগ্য লক্ষ্য হিসেবে বর্ণনা করেন, বৈশ্বিক বাণিজ্যে ২ ট্রিলিয়ন ডলার অর্জনের বৃহত্তর লক্ষ্যকে সামনে রেখে।

তিনি আরও বলেন, 'মূল সমস্যা চুক্তির আকার নয়।''আমি মনে করি না এটি বড় বা ছোট চুক্তি নিয়ে প্রশ্ন, এটি আমাদের জাতীয় স্বার্থের প্রশ্ন। যেখানে আমরা একটি ভালো চুক্তি, একটি ন্যায়সঙ্গত চুক্তি, একটি সমতল চুক্তি পাব, ভারত সেখানে সই করতে প্রস্তুত থাকবে,' গোয়েল বলেন।

গোয়েল জানান, বর্তমানে অনেক বাণিজ্য আলোচনা শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে।'আমি মনে করি আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা অগ্রসর পর্যায়ে আছি, সম্ভবত ওমান এবং নিউজিল্যান্ডও খুব শীঘ্রই চুক্তি সম্পন্ন করবে,' তিনি বলেন, এবং চিলি চুক্তি সম্পন্ন করতে ইচ্ছুক। 'তাহলে আমি মনে করি এই পাঁচটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি একসাথে চলবে। সময় ও দিন কেমন যাবে দেখা যাক, কিন্তু খুব ভালো অগ্রগতি হচ্ছে।'

গোয়েল আরও বলেন, ভারত এখন উন্নত অর্থনীতির সাথে সমান ভিত্তিতে আলোচনা করছে, এবং তিনি দেশের লক্ষ্য হিসেবে 'উন্নত ভারত ২০৪৭' প্রকল্পে অবদান রাখতে চায়।

দুই সাব-ইনস্পেক্টরের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ, সাসপেন্ড দুই পুলিশ অফিসার

বুলন্দশহর,১৮ নভেম্বর : উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এক ২৮ বছর বয়সী মহিলা, যিনি আগে চারজনের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের অভিযোগ এনেছিলেন, এবার তাঁরই মামলার তদন্তকারী দুই সাব-ইনস্পেক্টরের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করেছেন। তাঁর দাবি, ওই দুই অফিসার দু''দিন ধরে তাঁকে ধর্ষণ করেছেন এবং তাঁর গণধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নাম করে তাঁর কাছ থেকে ৫০,০০০ টাকা ঘুষ নিয়েছেন।

গত সপ্তাহে রাজ্যের ইন্টিগ্রেটেড থ্রিভ্যান্স রিড্রেসাল সিস্টেম পোর্টালে এই অভিযোগ জমা পড়ার পর ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেয়।

বুলন্দশহরের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ দীনেশ কুমার সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে দুই অফিসারকে অবিলম্বে সক্রিয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

এসএসপি দীনেশ কুমার বলেন, 'মহিলা প্রথমে গণধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন এবং একজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। দুই অফিসারের বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের অবিলম্বে সাসপেন্ড করা হয়েছে।' তবে, অফিসারটি এও উল্লেখ করেন যে অভিযোগকারিণী এরপর বেশ কয়েকবার তাঁর বক্তব্য পরিবর্তন করেছেন এবং বর্তমানে অভিযুক্ত অফিসারদের নাম উল্লেখ করে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করতে রাজি নন।

তাঁর বিস্তারিত অভিযোগে, মহিলাটি জানান যে গত বছরের নভেম্বরে তাঁকে চারজন লোক অপহরণ করে, মাদকাসক্ত করে এবং আলিগড় ও সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ৪৮ দিন ধরে আটকে রেখেছিল। এই সময়ে তাঁকে বারবার ধর্ষণ করা হয় এবং জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয় বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি জানান, অভিযুক্তদের মধ্যে একজন প্রথমে ইনস্টাগ্রামে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল, তারপর অন্য জড়িতদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেয়।

পুলিশের কাছে যাওয়ার পর, মহিলাটি অভিযোগ করেন যে একজন সাসপেন্ডেড সাব-ইনস্পেক্টর তাঁকে একটি ব্যক্তিগত বাড়িতে ডেকে পাঠান এবং দু''দিন ধরে একাধিকবার ধর্ষণ করেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, অন্য একজন অফিসার গণধর্ষণের অভিযুক্তদের গ্রেফতার নিশ্চিত করার জন্য ৫০,০০০ টাকা দাবি করেন। অভিযোগকারিণী এও জানান যে তাঁর স্বামীকে একটি মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর হুমকি দিয়ে আটক করা হয়েছিল, যাতে তাঁকে অফিসারদের দাবির কাছে মাথা নত করতে বাধ্য করা যায়।

এসএসপি দীনেশ কুমার জানান, আসল গণধর্ষণের অভিযোগগুলি পরীক্ষা করে তদন্তকারীরা দেখেছেন যে মহিলাটি যে চারজনের নাম বলেছিলেন, তাদের মধ্যে শুধুমাত্র একজনেরই জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে যে ব্যক্তি প্রথমে ইনস্টাগ্রামে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল।

তিনি বলেন, 'আমরা বাকি তিনজনের কল ডিটেইল রেকর্ড এবং অবস্থান পরীক্ষা করেছি এবং তাদের উল্লেখ করা জায়গায় উপস্থিত থাকার কোনো প্রমাণ পাইনি।'বর্তমানে সাসপেন্ডেড অফিসারদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত চলছে।

মিনিস্ট্রি অব ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজির আরও ১৭টি প্রস্তাব অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর: কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সোমবার আরও ১৭টি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে ইলেকট্রনিকস কম্পোনেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং স্কিম (ইসিএমএস) আওতায়, যার মোট বিনিয়োগ ৭,১৭২ কোটি। এই প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে উৎপাদন মূল্য হবে ৬৫,১১১ কোটি এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে ১১,৮০৮টি সরাসরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

এটি পূর্ববর্তী সাতটি প্রকল্পের পরবর্তী ট্রাঞ্চ, যা ৫,৫৩২ কোটি বিনিয়োগের ছিল। নতুন প্রকল্পগুলি গোয়া, গুজরাট, জম্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশে ছড়িয়ে পড়বে, যা ইসিএমএসের আঞ্চলিক বিস্তার বৃদ্ধি করবে এবং সরকারের উচ্চ-দক্ষতা সম্পন্ন উৎপাদনকে মেট্রোপলিটান শহরের বাইরে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

এবারের অনুমোদিত কোম্পানিগুলির মধ্যে রয়েছে জেবিল সার্কিট ইন্ডিয়া এবং জেটচেম সাপ্লাই চেইন সার্ভিসেস, যারা ভারতের প্রথম অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট স্থাপন করবে। রেকন ইন্ডিয়া নিখুঁত অস্কিলেটর উৎপাদন করবে, এবং একিউজ কনজ্যুমার প্রোডাক্টস ল্যাপটপ এবং স্মার্টওয়াচের জন্য ইনক্লোজার তৈরি করবে। এএসইউএক্স সেফটি কম্পোনেন্টস, উনো মিন্দা এবং সিরমা মবিলিটি ক্যামেরা মডিউল উৎপাদন করবে, এবং টি ই কানেক্টিভিটি ইন্ডিয়া ইলেকট্রনিক কানেক্টর তৈরি করবে।

মন্ত্রক জানিয়েছে, অন্য নয়টি প্রতিষ্ঠানও একাধিক লেয়ার প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড (পিসিবি) উৎপাদন করবে, যা স্মার্টফোন, ওয়্যারেবল ডিভাইস, বৈদ্যুতিক যানবাহন (ইভি), টেলিকম, প্রতিরক্ষা ও নবায়নযোগ্য শক্তির মতো বিভিন্ন খাতে ব্যবহৃত হবে। ইসিএমএসের উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্কেল তুলে ধরে, কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিকস ও আইটি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, এই স্কিমটি ভারতের ইলেকট্রনিক্স শিল্পকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে, বিশেষ করে কম্পোনেন্টস এবং সাব-অ্যাসেম্বলি উৎপাদনে। তিনি বলেন, এই স্কিমের মাধ্যমে ভারতকে ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে ৫০০ বিলিয়ন উৎপাদন মান অর্জন করতে সহায়তা করবে।

এছাড়াও, মন্ত্রী আরকো-জি কে টি ১ নামের একটি শক্তি-দক্ষ সিলিকন চিপ উন্মোচন করেছেন, যা সাইএন্ট সেমিকন্ডাক্টরস এবং আজিমুথ এআই দ্বারা তৈরি। এই চিপটি উন্নত কম্পিউটিং কোর, হার্ডওয়্যার এক্সিলারেটর এবং নিরাপদ সেন্সিং প্রযুক্তি একীভূত করে, এবং স্মার্ট ইউটিলিটি, শহর, ব্যাটারি এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইওটি অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ১০ গুণ বেশি পারফরম্যান্স প্রদান করবে।মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আরও জানান, ইসিএমএস ভারতের প্রস্তুতির ইঙ্গিত দেয় যে, দেশটি বৈশ্বিক উৎপাদন শক্তির সাথে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম, এবং এটি দেশের প্রতি বিশ্বস্ত এবং টেকসই সরবরাহ চেইন নির্মাণের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।

অসম বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধনী শুরু

গুয়াহাটি, ১৮ নভেম্বর : অসম নির্বাচন কমিশন মঙ্গলবার, ১৮ নভেম্বর, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধনী প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এই রাজ্যব্যাপী প্রক্রিয়া লক্ষ্য করছে, যাতে যোগ্য প্রত্যেক ভোটার সঠিকভাবে ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকে।সাধারণ সংশোধনী থেকে আলাদা এই বিশেষ সংশোধনীর আওতায়, ব্যাপক মাঠ পর্যায়ে যাচাই-বাছাই করা হবে। বুথ স্তরের কর্মকর্তারা প্রতিটি জেলায় গৃহভিত্তিক পরিদর্শন শুরু করেছে, যাতে ভোটারের তথ্য সঠিকভাবে যাচাই করা এবং যেকোনো প্রয়োজনীয় সংশোধন করা যায়।

নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বিএলও প্রতিটি ভোটারকে জীবিত এবং নিবন্ধিত ঠিকানায় বসবাসরত কিনা তা যাচাই করবেন। যারা মৃত, তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে মুছে ফেলা হবে এবং স্থানান্তরিত ভোটারদের নাম সংশোধন করা হবে। যদি কোনো নাগরিক অসমের বাইরে অন্য কোনো রাজ্যে ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত থাকেন, তবে বিএলও ফর্ম ৮ এর মাধ্যমে অসমের ভোটার তালিকায় তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে সহায়তা করবে।

যারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়েছে, তাদেরও ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য ফর্ম ৮ পূরণ করতে হবে। একবার স্থানান্তরিত হলে, তাদের পূর্ববর্তী ঠিকানায় নাম মুছে ফেলা হবে।

প্রাথমিক যাচাইয়ের সময় যদি কোনো যোগ্য ভোটার পাওয়া না যায়, তবে বিএলও তাদের বাড়ি পরিদর্শন করতে তিনবার পর্যন্ত আসবে। এর পর, সমস্ত তথ্য সঠিকভাবে যাচাই করার পর খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হবে। ভোটারদের চাপ কমাতে, নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, কোনো বুথে ১, ২০০ এর বেশি ভোটার থাকবে না। এর ফলে, প্রায় ১,৮২৬টি নতুন ভোটকেন্দ্র তৈরি করতে হবে, যা জেলার স্তরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করবে।

ব্লিওদের মাঠ পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার পরেও, নাগরিকরা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভোটার তালিকায় তাদের নাম সংশোধন বা যুক্ত করতে পারবেন। নির্বাচন তারিখ ঘোষণা হওয়ার পূর্বে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ভোটারদের আহ্বান জানানো হয়েছে।

খসড়া তালিকা প্রকাশের পর, ভোটাররা ১৫ দিনের মধ্যে তাদের বিস্তারিত সম্পর্কে অভিযোগ জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কাছে জমা দিতে পারবেন। যদি কোনো অভিযোগের সমাধান না হয়, তবে সেটি প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তার কাজকে বাড়ানো যেতে পারে।

অসম নির্বাচন বিভাগের পক্ষ থেকে ৬১,৫৫৩ জন বুথ স্তরের কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে, যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে মনোনীত হয়েছে, এই ব্যাপক যাচাই-বাছাই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের উদ্যোগে মঙ্গলবার শ্রম ভবনে অনুষ্ঠিত হয় চাকুরি মেলা। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

প্রতি শীতে সন্তান প্রচণ্ড ভোগে?

শীতকালে শিশুদের নিয়ে বেশ চিন্তায় থাকেন অভিভাবকেরা। কারণ, শীতকালেই যত সর্দি-কাশি, হাঁচি, জ্বরের সমস্যা দেখা দেয়। এই ধরনের সংক্রমণজাতীয় সমস্যা সবচেয়ে আগে হানা দেয় শিশুদের মধ্যে। কারণ, শিশুদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে। ফলে যে কোনও রোগ সবচেয়ে আগে বাসা বাঁধে শিশুর শরীরে। তাই শিশুকে সুরক্ষিত রাখা অত্যন্ত জরুরি।

শীতে শিশুর প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে স্বাস্থ্যকর খাবার তো খাওয়ানো জরুরি। তবে রোগবালাই থেকে দূরে রাখতে বরং সন্তানকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খাওয়াতে পারেন কিছু পানীয়।

গাজরের রস

শীতকালে গাজরের মতো উপকারী জিনিস খুব কমই আছে। শীতে সন্তানকে ফিট রাখতে বরং ভরসা রাখতে পারেন গাজরের রসে। গাজরে রয়েছে ভিটামিন এ, ক্যারোটিন, ভিটামিন বি৬, পটাশিয়ামের মতো স্বাস্থ্যকর উপাদান। প্রতিটি উপাদানই শিশুর শরীরে পর্যাপ্ত পুষ্টি জোগায়। প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রস ছাড়া অন্য ভাবেও গাজর খাওয়াতে পারেন সন্তানকে।

কমলালেবুর রস

কমলালেবু শুধু স্বাদের নয়, যত্ন নেয় শরীরেরও। কমলালেবুতে রয়েছে ভিটামিন এ, ভিটামিন বি, পটাশিয়াম, অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট। এগুলি শিশুর প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। ফলে যে কোনও রোগের সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত থাকে শিশুরা। কমলালেবুর রস ছাড়াও বিটের শরবতও কিন্তু শিশুদের জন্য অত্যন্ত ভাল।

জাফরন দুধ

শীতে অ্যালার্জির সমস্যা বেশ বাড়াবাড়ি আকার ধারণ করে। শিশুদের মধ্যে এই সমস্যা আরও বেশি দেখা যায়। সন্তানকে সংক্রমণমুক্ত রাখতে বরং খাওয়াতে পারেন জাফরন মেশানো দুধ। জাফরন সংক্রমণের ঝুঁকি কমায়। শিশুরা এমনিতেই দুধ খেতে চায় না। তবে খানিক জাফরন মিশিয়ে দিলে বেশ সুস্বাদু লাগবে। শীতে শিশুকে অবশ্যই এই পানীয় খাওয়ান।

মন, স্বাস্থ্য ভালো রাখতে যে সব পুষ্টিকর খাবার খাওয়া উচিত

বেঁচে থাকার তাগিদে আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন খাবার খেয়ে থাকি। এগুলোর মধ্যে এমন কিছু খাবার আছে যা আমাদের মনের উপর প্রভাব ফেলে। আর মনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী এ খাবারগুলোই কিন্তু আমাদের সুখে থাকতেও সাহায্য করে। সম্প্রতি নতুন এক গবেষণায় এ তথ্যই প্রমাণিত হয়েছে। গবেষকরা বলেছেন, এসব খাবারে এমন কিছু পুষ্টি উপাদান রয়েছে যেগুলো আমাদের শরীর এবং মন উভয়ের জন্যই ভালো। খাবারগুলো আমাদের শরীরকে নানা ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার পাশাপাশি স্থূলতা, ডায়াবেটিস এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি থেকেও রক্ষা করে। কাজেই সুস্থ থাকতে তারা কেবল একটি সুনির্দিষ্ট খাবার খাওয়ার পরিবর্তে বিভিন্ন প্রকারের মিশ্রিত খাবার খাওয়ার উপর জোর দিয়েছেন। গবেষকরা বলেছেন, খাবারগুলো শুধু আপনার মানসিক স্বাস্থ্যকে সুরক্ষা করবে না, একইসঙ্গে সুখে রাখতেও সাহায্য করবে।

মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখে যেসব খাবার-

শিমজাতীয় খাবার

ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ এই খাবারগুলো আপনাকে সুখে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কেননা এসব খাবার ভেতর থেকে শরীরে শক্তি জোগায়। ফলে সহজেই সুখে থাকা সম্ভব হয়। অন্যদিকে এর অভাবে আপনাকে অনেক ক্লান্ত দেখায়। কাজেই মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ডায়েটে নিয়মিত এই খাবারটি রাখুন।

শাকসবজি

যে কোন ধরনের শাকসবজিই আয়রনের চমতার উচিৎ। এটি আপনার কোষে নিরবচ্ছিন্ন অক্সিজেন সরবরাহে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, মেজাজ ভালো রাখতে ভূমিকা রাখে শাক। টমেটো এতে লাইকোপির নামে এমন এক ধরনের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে, যা ফুসফুস এবং কোষের প্রদাহ কমাতে ভূমিকা রাখে। একইসঙ্গে টমেটো মেজাজ উন্নত করে সুখে থাকতে সাহায্য করে।

ডার্ক চকলেট

মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বাড়াতে সাহায্য করে ডার্ক চকলেট। এটি খাওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মন-মেজাজ ভালো হয়ে যায়। ফলে সুখে থাকাও সহজ হয়।

মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করা খাবারগুলোর একটি হলো এই শতমূলী। এতে ট্রিপটোফেন নামে এমন এক ধরনের উপাদান রয়েছে যা মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখে। এছাড়া শতমূলীতে উচ্চ মাত্রার ফলেট রয়েছে, যা হতাশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ফলে সুখে থাকা সম্ভব হয়।

মধু

সব ধরনের সুপার খাবারগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো মধু। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ এই খাবারটি হতাশা কমিয়ে মস্তিষ্ককে ভালো রাখতে সাহায্য করে। কম ক্যালরি থাকায় চিনির পরিবর্তে মধু খাওয়ার বিকল্প নেই। এতে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি সুখে থাকাও সহজ হবে।

ডিম

ডিমে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, জিঙ্ক, ভিটামিন বি প্রভৃতি রয়েছে। প্রোটিন সমৃদ্ধ এই খাবারটি খেলে দীর্ঘসময় ধরে পেট ভরা থাকে। ফলে ক্ষুধাও কম লাগে। এই খাবারটিও সুখে থাকতে সাহায্য করে।

নারকেল

এই খাবারটি ট্রাইগ্লিসারাইডে পূর্ণ থাকে, যা মস্তিষ্ককে শক্তিশালী এবং স্বাস্থ্যবান করতে সাহায্য করে। পরবর্তীতে তা মেজাজের উপরও প্রভাব ফেলে সুখে থাকতে সাহায্য করে। কাজেই প্রতিদিনের ডায়েটে এই খাবারটিও রাখতে পারেন।

বেগুন খেলেই গলা সুড়সুড় করে

খিচুড়ির সঙ্গে বেগুন ভাজা, রুটি বা পরোটার সঙ্গে বেগুন ভর্তা। খেতে তো ভালই লাগে। যদিও পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ফাইবার, পটাশিয়াম, ভিটামিন বি৬ এবং অন্যান্য নানা বায়োঅ্যাক্টিভ যৌগে ভরপুর এই সব্জি রক্ত সঞ্চালন ভাল রাখা থেকে ফ্রি র‍্যাডিকালের হাত থেকে ত্বককে রক্ষা করা সবই করতে পারে বেগুন।

তা সত্ত্বেও কিন্তু অ্যালার্জির ভয়ে অনেকেই বেগুন খেতে পারেন না। সামান্য একটু বেগুন খেলেই গলা চুলকাতে শুরু করে। অনেকেরই শরীরের বিভিন্ন জায়গা ফুলে যায়। শ্বাসরোধ হয়ে আসার মতো সমস্যাও দেখা যায় অনেকের।

বেগুন থেকে অ্যালার্জি হচ্ছে কি না, বুঝবেন কী করে?

খাবার থেকে অ্যালার্জি হলে সাধারণত যা যা হতে পারে, বেগুন খেলেও তা-ই হয়। ত্বকে র‍্যাশ বেরোনো, গলার ভিতর এবং বাইরে অস্বস্তি হওয়া, চোখ লাল হয়ে যাওয়া, শরীরের বিভিন্ন অংশে ফুলে যাওয়ার মতো লক্ষণ দেখা যায়। কারও কারও অ্যালার্জির পরিমাণ এতটাই বেড়ে যায় যে, শ্বাসনালি ফুলে গিয়ে শ্বাসরোধ হয়ে যেতে পারে। চিকিৎসকেরা বলছেন, কিছু ক্ষেত্রে এই অ্যালার্জি কিন্তু প্রাণের ঝুঁকিও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

বেগুন খেলে কাদের অ্যালার্জি হতে পারে? বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁদের টোম্যাটো, আলু এবং বেল পেপারের মতো সব্জি খেলে অ্যালার্জি হয়, তাঁদের বেগুন খেলেও সেই একই রকম সমস্যা হতে পারে। এই ধরনের সব্জিতে "স্যালিসাইলেট" নামক এক ধরনের রাসায়নিক থাকে। যা শরীরে বিষের মতো কাজ করে। চিকিতা পরিভাষায় যাকে "স্যালিলাইলেট টক্সিসিটি" বলা হয়। বেগুন খেয়ে অ্যালার্জি হলে কী করবেন? চিকিতকের পরামর্শ অনুযায়ী "অ্যান্টিহিস্টামিন" জাতীয় ওষুধ খাওয়াই ভাল। তবে তার মাত্রা কেমন হবে, তা নিজে থেকে ঠিক করে নেওয়া উচিত হবে না।

ডায়াবেটিসের অচেনা উপসর্গ

ডায়াবেটিস বা সুগার। ভারতের স্বাস্থ্যভাবনায় সবচেয়ে দুশ্চিন্তায় রাখা অসুখ। মধ্যবিত্ত ঘরে ইদানীং হানা দিচ্ছে সুগার। এই অসুখ শরীরে বাসা বাঁধলে সহজে বোঝা যায় না, রোগী টের পান না ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাই রক্তপরীক্ষার যে প্রয়োজন আছে, সেটাই রোগী বোঝেন না। এটাই ডায়াবেটিসের প্রধান সমস্যা। অথচ এই অসুখ যত দ্রুত ধরা পড়বে, ততই তা রোগীর জন্য শ্রেয়। সাধারণত বারবার জল তেষ্টা, ঘন ঘন প্রস্রাবের প্রকোপে ঘুম ভাঙা, ক্লান্তি বেড়ে যাওয়া, দুর্বলভাব এগুলো ডায়াবেটিসের প্রচলিত উপসর্গ। তবে এই অসুখের বেশ কিছু অপ্রচলিত বা অচেনা উপসর্গও ঘাপটি মেরে থাকে শরীরে। তেমনই কিছু উপসর্গ জেনে রাখুন। ১. অস্টিওপোরোসিস: হাড়ের ঘনত্ব কমিয়ে তাকে ক্ষয়িষ্ণু করে তোলে অস্টিওপোরোসিস। ডায়াবেটিস, বিশেষ করে টাইপ ১ এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিস হাড়ের গঠন ও শক্তিকে প্রভাবিত করে। রক্তে শর্করা বেড়ে গেলে হাড়ের ঘনত্বও হ্রাস পায়। ডায়াবেটিসের প্রভাবে হাড়ের ক্ষয়কারী কোষ বাড়ে। তাই অস্টিওপোরোসিসের অকাল প্রকোপ ডায়াবেটিসের লক্ষণ হতে পারে। এই সমস্যায় অল্প চোটেই হাড় ভেঙে যেতে পারে। ২. গ্যাস্ট্রো প্যারেসিস: পাকস্থলী থেকে ক্ষুদ্রান্ত্র পর্যন্ত খাদ্যের চলাচলের গতি কমে যায় বা বন্ধ হয়ে যায় এই অসুখে। শরীরে অজ্ঞাতসারে দীর্ঘদিন ডায়াবেটিস বাসা বাঁধলে পাকস্থলীর স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে পাকস্থলী খাদ্যকে নীচের দিকে নামাতে পারে না। ফলে বমিভাব, পেট ফাঁপা, বা কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। ৩. মাড়িতে সংক্রমণ: ডায়াবেটিসের প্রভাবে দাঁতের সমস্যা দেখা দিতে পারে। দাঁতের গোড়া আলগা হয়ে দাঁত পড়ে যাওয়া, মাড়িতে নানারকম সংক্রমণ এইসবও ডায়াবেটিসের কারণে হতে পারে। তাই অজ্ঞাতসারে শরীরে ডায়াবেটিস থাবা বসালে দাঁত ও মাড়িতে সংক্রমণ দেখা যায়।

৪. ইউরিনারি ব্লাডারে সমস্যা: ডায়াবেটিস হলে ইউরিনারি ব্লাডারে তার প্রভাব পড়ে। ডায়াবেটিস স্নায়ুর ক্ষতি হয়। ফলে মূত্রাশয়ের পেশি ও স্ফিংটার প্রভাবিত হয়। ফলে ইউরিনারি ব্লাডারে নানা সমস্যা হয় ও ইউরিন নিয়ন্ত্রণ করা যায় না বা প্রস্রাব বাধাপ্রাপ্ত হয়।

সুমেরু বিজয়

চারদিকে বরফের সাম্রাজ্য। কীভাবে খুঁজে পাওয়া গেল উত্তর মেরু? সেই অভিযানের গল্প শোনালেন কালীপদ চক্রবর্তী

সুমেরু হল পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তরের বিন্দু। যা ৯০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, দক্ষিণ মেরুর ঠিক বিপরীত প্রান্তে এর অবস্থান। প্রায় সারা বছরই বরফ থাকে আর্কটিক ওশন বা সুমেরু মহাসাগরে। এই বরফ সাম্রাজ্যের ঠিক মাঝখানে উত্তর মেরুর অবস্থান। সে কারণেই দক্ষিণ মেরুর মতো উত্তর মেরুতে কোনও স্থায়ী ঘাঁটি নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। শুধু তাই নয় উত্তর মেরু বিন্দু খুঁজে বের করাও কঠিন। কারণ মেরু বিন্দু অস্থায়ী ও ভাসমান বরফের ওপর সর্বদা ধাবমান একটি বিন্দু। বরফ খণ্ডের ওপর এমন কোনও বিন্দু নেই, যা দিয়ে বোঝা যেতে পারে যে সেটাই উত্তর মেরু। আর বিন্দুটি ধাবমান হওয়ায় কেউ এখানে খুঁটি পুঁতে রাখেনি। এ বিন্দুটিকে জিপিএস দিয়ে খুঁজে বের করে নেওয়ার নিয়ম। সবথেকে অসুবিধে হল জিপিএস দিয়ে হয়তো বের করা হল এটাই উত্তর মেরু (৯০ ডিগ্রি উত্তর এবং পূর্ব-পশ্চিম রিডিং শূন্য), বরফ চলমান হওয়ার ফলে কয়েক মিনিটেই উত্তর মেরু আবার হারিয়ে যায়। আবার মেরুবিন্দুর সন্ধানে খোঁজাখুঁজি শুরু করতে হয়। ভাসমান বরফের ওপর হেঁটে বেড়িয়ে জিপিএস দিয়ে উত্তর মেরু খুঁজে বের করতে বেশির ভাগ সময় তিন-চার দিন সময় লেগে যায়।

উত্তর মেরুতে একটানা চলে ছ'মাস দিন ও ছ'মাস রাতের রাজত্ব। সেখানে স্থায়ী কোনও লোকবসতি নেই এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে এই মুহূর্তে কোনও দেশ উত্তর মেরু ও সুমেরু মহাসাগরের চারধারে ঘিরে থাকা এলাকার মালিকানা দাবি করতে পারে না। বহুকাল ধরেই উত্তর মেরু জয়ের স্বপ্ন দেখে এসেছে মানুষ এবং এর মূল উদ্দেশ্য ছিল আর্কটিক মহাসাগরের মধ্যে দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পৌঁছনোর একটি জলপথের সন্ধান লাভ করা। প্রথম এই অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন ১৭৭৩ সালে ব্রিটিশ নাবিক কনস্ট্যানটাইন ফিপস। কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে তিনি ৮০ ডিগ্রি ৪৮ মিনিট অক্ষাংশ পর্যন্ত পৌঁছে শেষপর্যন্ত নতিস্বীকার করে ফিরে এসেছিলেন। এর পর চলেছে একের পর এক অভিযান, তবে প্রথম সাফল্যের মুখ দেখেছিলেন ১৯০৯ সালের ৬ এপ্রিল রবার্ট এডউইন পিয়েরি এবং তাঁর দল। পিয়েরি ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ। তাঁর জন্ম হয় ১৮৫৬ সালে পেনসিলভানিয়ার ক্রেসনে। উত্তর মেরু অভিযানের পরে তিনি 'দ্য নর্থ পোল' (১৯১০ সালে) এবং 'সিক্রেটস অব পোলার ট্রাভেল' (১৯১৭ সালে) নামে দু'টি বই লেখেন। ১৯১১ সালে তিনি রিয়ার অ্যাডমিরাল পদ থেকে অবসর নেন এবং ১৯২০ সালে মারা যান। উত্তর মেরু জয় করতে চেয়েছেন অনেকেই এবং উত্তর মেরু জয়ের দাবিদারের সংখ্যাও কম নয়। তবে বেশির ভাগ দাবির সত্যতা নিয়েই নানা প্রশ্ন এবং সংশয় আছে। এমনকী, পিয়েরির মেরু বিজয় নিয়েও আছে সংশয়। ১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়ে মার্কিন অভিযাত্রী ফ্রেডরিক কুক ঘোষণা করেছিলেন, প্রায় দু'বছরের ভ্রমণ শেষে সফলভাবে তিনি উত্তর মেরু জয় করে ফিরেছেন। কুকের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আরও এক মার্কিন অভিযাত্রী রবার্ট পিয়েরি পাল্টা দাবি করলেন, ওই বছর ৬ এপ্রিল তিনি ও তাঁর সঙ্গীরাই প্রথম পা ফেলেছেন উত্তর মেরুতে। কুকের দাবিকে অগ্রাহ্য করে শেষ পর্যন্ত সবাই পিয়েরির দাবিকেই সত্য বলে মেনে নিলেও আজও তাঁদের এই উত্তর মেরু বিজয় পুরোপুরি সংশয়মুক্ত হতে পারেনি। আসল কারণ হল সে সময়ে অভিযাত্রীদের বর্ণনার অস্পষ্টতা এবং ত্রুটিমুক্ত যন্ত্রপাতির অভাব। পিয়েরির নিজের লেখা মেরু বিজয়ের বইও নাকি সে সংশয় দূর করতে পারেনি বলে জানা যায়। কে প্রথম উত্তর মেরু জয় করেন, এ প্রশ্ন যে ভবিষ্যতেও রহস্যের ধূম্রজাল হয়ে থাকবে আমাদের কাছে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

যে ১২টি কারণে প্রতিদিন ১০০ গ্রাম করে পনির খাওয়া উচিত

অনেকেই আছেন দুধ বা দই খাওয়া পছন্দ করেন না। কিন্তু শরীরকে বাঁচাতে এসব খাবার খুবই প্রয়োজন। এসব ভালো না লাগলে রোজ ডায়েটে রাখতে পারেন পনির মাখনি, মটর পনির, শাহি পনির অথবা পালক পনিরের মতো পদ। তা না হলে খুবই বিপদ। কারণ শরীরকে বাঁচাতে এমন কিছু উপাদানের প্রয়োজন পরে, যা দুধ অথবা দুগ্ধজাত খাবারেই বেশি মাত্রায় থাকে।

তাই তো দুধ-দইয়ে অরুচি থাকলে পনিরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

একাধিক কেস স্টাডিতে দেখা গেছে ১০০ গ্রাম পনিরে রয়েছে কম করে ১৮.৩ গ্রাম প্রোটিন, ২০.৮ উপকারি ফ্যাট, ২.৬ গ্রাম মিনারেল, ১.২ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ২৬৫ কেসিএল এনার্জি, ২০৮ এমজিএস ক্যালসিয়াম, ১৩৮ এমজি ফসফরাস এবং আরও কত কী! প্রসঙ্গত, এই সবকটি উপাদানই নানাভাবে শরীরের উপকারে লেগে থাকে। বিশেষত একাধিক রোগকে দূরে রাখতে পনিরের কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে। পনির দিয়ে বানানো নানা পদ খাওয়া শুরু করলে সাধারণত শরীরের যে যে উপকারগুলি হয়, সেগুলি হল.

এনার্জির ঘাটতি দূর হয়: আজকাল কি কারণে-অকারণে বেজায় ক্লান্ত লাগছে? তাহলে বন্ধু রোজের ডায়েটে পনিরকে অন্তর্ভুক্ত করতে দেরি করবেন না যেন! কারণ একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিত পনির খাওয়া শুরু করলে শরীরে এমন কিছু উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যার প্রভাবে এনার্জির ঘাটতি দূর হতে সময় লাগে না। সেই সঙ্গে শরীরও চাঙ্গা হয়ে ওঠে। আর্থাইটিসের মতো রোগের কষ্ট কমে: পনিরে উপস্থিত ওমেগা থ্রী এবং ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিড শরীরে প্রবেশ করার পর এমন খেল দেখায় যে জয়েন্টের সচলতা বৃদ্ধি পেতে যেমন সময় লাগে না, তেমনি আর্থাইটিসের মতো রোগের প্রকোপও কমে। তাই তো বলি বন্ধু, যারা নানাবিধ হাড়ের রোগের শিকার, তারা পনিরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাততে ভুলবেন না যেন!

হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটে: অল্পতেই যাদের গ্যাস-অম্বল হয়ে যায়, তারা নিয়মিত পনির খেলে দারুন উপকার পেতে পারেন। আসলে এই খাবারটিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস, যা হজমে সহায়ক অ্যাসিডের ক্ষরণ বাড়িয়ে দিয়ে ডাইজেশান প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটায়, সেই সঙ্গে কোষেদের কর্মক্ষমতা বাড়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে: শুনতে অবাক লাগলেও একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে পনিরে উপস্থিত পটাশিয়াম, হার্টের কর্মক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে রক্তচাপকে স্বাভাবিক রাখতেও এই ডেয়ারি প্রডাক্টের কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে। তাই দীর্ঘদিন যদি হার্টকে চাঙ্গা রাখতে হয়, তাহলে নিয়মিত পনির খেতে ভুলবেন না যেন! ফলেটের ঘাটতি মেটে: গর্ভাবস্থায় ভাবী মায়েদের শরীরের গঠনে এই উপাদানটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। শুধু তাই নয়, দেহের অন্দরে লোহিত রক্ত কণিকার ঘাটতি দূর করতেও ফলেট বিশেষ ভূমিকা নেয়। তাই তো শরীরকে সুস্থ রাখতে এই উপাদানটির কোনও সময় যাতে ঘাটতি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত। আর এই কাজে আপনাকে সাহায্য করতে পারে পনির। কীভাবে? বেশ কিছু গবেষণা অনুসারে এই দুগ্ধজাত খাবারটির শরীরে মজুত রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ফলেট, যা দেহের অন্দরে এই উপকারি উপাদানটির চাহিদা মেটাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। হাড় শক্তপোক্ত হয়: শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দিলে একদিকে যেমন হাড় দুর্বল হতে শুরু করে, সেই সঙ্গে কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। তাই তো প্রতিদিন এক গ্লাস করে দুধ খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিতকেরা। কারণ দুধে এই খনিজটি রয়েছে প্রচুর মাত্রায়, যা হাড়ের পুষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু সমস্যাটা হল আপনি তো দুধ খেতে পছন্দ করেন না। তাহলে করবেন কী? সেক্ষেত্রে নিয়মিত পনির খাওয়া মাস্ট! কারণ দুধের মতো অত পরিমাণে না হলেও পনিরেও রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ক্যালসিয়াম, যা শরীরে এই খনিজটির ঘাটতি মেটাতে দারুনভাবে সাহায্য করে থাকে। মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়: পনিরে থাকা ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এবং রাইবোফ্লেবিন ব্রেন পাওয়ার বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে শরীরে যাতে এনার্জির ঘাটতি না হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখে। প্রসঙ্গত, রাইবোফ্লেবিনের পাশাপাশি পনিরে প্যানটোথেনিক অ্যাসিড, থিয়ামিন, নিয়াসিন এবং ফলেট নামেও বিশেষ কিছু উপাদানের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এই উপাদানগুলি হজম কক্ষমতার উন্নতি ঘটাতে, রক্তে শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে, বাজে কোলেস্টরলের পরিমাণ কমাতে এবং হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হয়: পেশীর উন্নতিতে যেমন কাজে লাগে, তেমনি শরীরের অন্দরে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ যাতে ঠিক মতো হয় সেদিকে খেয়াল রাখে প্রোটিন। তাই তো দেহে যাতে এই উপাদানটি ঘাটতি কোনও ভাবেই না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা একান্ত প্রয়োজন। আর এই কাজটিতে আপনাকে সাহায্য করতে পারে পনির। তাই যাদের মাছ-মাংস খাওয়ার সেভাবে সুযোগ নেই, তারা পনির খাওয়া শুরু করতে পারেন। দেখবেন উপকার মিলবে।

ক্যান্সারের মতো রোগকে দূরে রাখে: পনিরে উপস্থিত ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি শরীরের অন্দরে এমন খেল দেখায় যে ব্রেস্টে ক্যান্সার সেল জন্ম নেওয়ার সুযোগই পায় না। প্রসঙ্গত, হাওয়ার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথের একদল গবেষক টানা ১৬ বছর ধরে এই বিষয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন। পরীক্ষাটি চলাকালীন তারা লক্ষ করেছিলেন ব্রেস্ট ক্যান্সার প্রতিরোধে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আর এই দুটি উপাদান প্রচুর মাত্রায় রয়েছে পনিরে। তাই এই দুগ্ধজাত খাবারটি সপ্তাহে বার দুয়েক খেলে কী উপকার মিলতে পারে, তা নিশ্চয় আর বলে দিতে হবে না। ওজন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে: অতিরিক্ত ওজনের কারণে কি চিন্তায় রয়েছেন? তাহলে রোজের ডায়েটে পনিরের অন্তর্ভুক্তি মাস্ট! কারণ প্রটিন সমৃদ্ধ এই খাবারটি খেলে বহুক্ষণ পেট ভরা থাকে। ফলে বারে বারে খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে। ফে ওজন নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে সময় লাগে না। প্রসঙ্গত, পনিরে লাইনোলেইক অ্যাসিড নামে একটি উপাদানও রয়েছে, যা শরীরের ইতি-উতি জমে থাকা মেদকে দ্রুত গলিয়ে ফেলতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। ফলে দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়া কোনও আশঙ্কাই থাকে না। ডায়াবেটিসের মতো রোগ দূরে থাকে: পনির রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ম্যাগনেসিয়াম। এই খনিজটি শরীরের অন্দরে বিশেষ কিছু এনজাইমের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়, যা একদিকে যেমন হাড়ের গঠনে সাহায্য করে, তেমনি ব্রেন ফাংশনে উন্নতি ঘটায় এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতেও বিশেষ ভূমিকা নেয়। প্রসঙ্গত, একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে ম্যাগনেসিয়ামের কারণে শরীরে ক্ষরিত হওয়া এনাজইমগুলি রোগ প্রতিরোধ ক্ষণতার উন্নতিতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। দাঁত শক্তপোক্ত হয়ে ওঠে: যেমনটা আগেও আলোচনা করা হয়েছে যে পনিরে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ক্যালসিয়াম, যা শরীরে প্রবেশ করার পর হাঁড়কে যেমন শক্তপোক্ত করে, তেমনি দাঁতের স্বাস্থ্যের উন্নতিতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে মুখ গহ্বর সংক্রান্ত একাধিক রোগকে দূরে রাখতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

মেদ ঝরানো থেকে আর্থাইটিসের ব্যথা কমানো, কী ভাবে ঘি খেলে মিলবে উপকার?

গরম ভাতের সঙ্গে এক চামচ ঘিয়ের মেলবন্ধনে অপূর্ব স্বাদ তৈরি হয়। তবে ঘি যে শুধু স্বাদে এবং গন্ধে অতুলনীয়, তা নয়। ঘিয়ের স্বাস্থ্যগুণও বিপুল। ঘিয়ে রয়েছে সুস্থ থাকার মন্ত্র। অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, ভিটামিন, মিনারেলস সমৃদ্ধ ঘি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে, শরীরের প্রতিটি পেশি শক্তিশালী করে, বাড়তি মেদ ঝরায়, হাড় মজবুত করে, শরীরের প্রতিটি কোষ সচল রাখে।

এক চামচ ঘি কিন্তু জীবন বদলে দিতে পারে। সুস্থ থাকতে তাই ঘি হতে পারে অন্যতম ভরসা।

বিরিয়ানি, পোলাও, নিরামিষ নানা তরকারির অন্যতম উপকরণ হল ঘি। মাঝেমাঝেই এই ধরনের খাবার রেস্তরাঁ অথবা বাড়িতে খাওয়া হয়ই। তবে তার মানে এই নয় যে, ঘি দিয়ে রান্না করা খাবার খেলেই সুস্থ থাকা সম্ভব। ঘি শুধু খেলেই হবে না। খেতে হবে নিয়ম মেনে। তবেই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। আর্থাইটিসের ব্যথা কমবে। দূরে থাকবে রোগবালাই। কী ভাবে ঘি খেলে তবেই মিলবে উপকার? ঘি খেতে হবে খালি পেটে। তবে সবচেয়ে বেশি উপকার পাওয়া যাবে। খালি পেটে ঘি খেলে ঠিক কী কী উপকার পাওয়া যায়? ১) হজম ক্ষমতা শক্তিশালী করতে ঘি উপকারী। ঘিয়ে থাকা বাইটিরিক অ্যাসিড হজমক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। ফলে ঘি খেলে হজমের সমস্যা হয়, এ কথা মোটেই ঠিক নয়। বরং হজমক্ষমতা উন্নত করতে ঘিয়ের জুড়ি মেলা ভার। ২) শরীরের বাড়তি মেদ ঝরাতে ঘিয়ের জুড়ি মেলা ভার। ঘি ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। ওজন হাতের মুঠোয় রাখতে ঘি সত্যিই উপকারী। ঘি মেদ গলাতে সাহায্য করে। ৩) দৃষ্টিশক্তি ভাল রাখতেও ঘি বেশ উপকারী। চোখ জ্বালা, চোখ থেকে জল পড়ার মতো সমস্যা থেকে বাঁচতে ঘি হতে পারে অন্যতম উপকরণ। ৪) পেশি এবং হাড় মজবুত করে ঘি। রোজ এক চামচ করে ঘি খাওয়ার অভ্যাস থাকলেও বার্ধক্যে হাঁটু ব্যথা, পায়ে ব্যথা নিয়ে ভাবতে হবে না।

এনএসএস'র উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার। ছবি নিজস্ব।

হর্নবিল উৎসব ২০২৫-এর জন্য এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসকে অফিসিয়াল ট্রাভেল পার্টনার হিসেবে ঘোষণা

কোহিমা, ১৮ নভেম্বর নাগাল্যান্ড সরকার ২০২৫ সালের হর্নবিল উৎসব উপলক্ষে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস-কে আনুষ্ঠানিক যাতায়াত সহযোগী (অফিশিয়াল ট্রাভেল পার্টনার) হিসেবে ঘোষণা করেছে, যা রাজ্যের বৃহত্তম সাংস্কৃতিক উৎসবের সঙ্গে সংযোগ বাড়াবে এবং এয়ারলাইনটির সাংস্কৃতিক উদ্যোগ 'টেলস অব ইন্ডিয়া'-কে আরও শক্তিশালী করবে।

এ সংক্রান্ত ঘোষণাটি সোমবার গুরুগ্রামে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের সদর দপ্তরে এক যৌথ অনুষ্ঠানে করা হয়। এতে নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা এবং নাগাল্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এর চেয়ারম্যান আবু মেথা, এবং এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলোক সিংহ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া নাগাল্যান্ড সরকারের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, যেমন থেজা মেরু, মিউজিক অ্যান্ড আর্টস টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান, এবং আবাবে এজুং, ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের ওএসডি, উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী নেফিউ রিও এই সহযোগিতাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এই অংশীদারিত্ব নাগাল্যান্ডের সংযোগ বৃদ্ধি করবে, দর্শনার্থীদের অভিজ্ঞতা উন্নত করবে এবং রাজ্যের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে বিশ্বব্যাপী তুলে ধরতে সাহায্য করবে। তিনি বলেন, "এই সহযোগিতা আমাদের জাতি গঠনের একত্রিত দৃষ্টিভঙ্গিকে শক্তিশালী করবে এবং পর্যটন, সাংস্কৃতিক বিনিময়, এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে।"

এ অংশীদারিত্বের অংশ হিসেবে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস তাদের নতুন বোয়িং ৭৩৭-৮ বিমানে সুংকোটেপসু থিমে একটি নতুন লিভারি উন্মোচন করেছে। এই শিল্পকর্মটি আও নাগা জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং এটি এয়ারলাইনের নতুনভাবে রেট্রোফিটেড কেবিনের প্রথম বিমান। আগামী ২২ নভেম্বর নাগাল্যান্ডের দিমাপুর বিমানবন্দরে এই বিমানটি মুখ্যমন্ত্রী রিও দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হবে।

এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস ২০ থেকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে বুকিং করা যাত্রীদের জন্য ডিমাপুরে এক্সপ্রেস ফ্লাইটে ১৫ ছাড় ঘোষণা করেছে, যার যাত্রা সময়কাল ২০ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে। প্রোমো কোড হর্নবিল ব্যবহার করে এই ছাড় পাওয়া যাবে। এয়ারলাইনটি উৎসবের শিল্পী ও আয়োজকদের যাতায়াতের সুবিধা দেবে এবং দিমাপুর বিমানবন্দরে একটি হর্নবিল এক্সপেরিয়েন্স কিয়স্ক স্থাপন করবে।

এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলোক সিংহ বলেন, "এই অংশীদারিত্ব আমাদের সাংস্কৃতিক কাহিনীগুলির উদযাপনে এয়ারলাইনটির প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। হর্নবিল উৎসব নাগাল্যান্ডের জীবন্ত এবং শিল্পসমৃদ্ধ সংস্কৃতির প্রতীক। 'টেলস অব ইন্ডিয়া' উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা স্থানীয় শিল্পকলা তুলে ধরতে এবং যাত্রীদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করতে চাই।"

এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস বর্তমানে ডিমাপুর-গুয়াহাটি রুটে প্রতিদিনের সেবা পরিচালনা করছে, এবং দিল্লি, বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ, জয়পুর, কলকাতা, এবং পাটনা সহ প্রধান শহরগুলির জন্য এক-স্টপ সংযোগ প্রদান করছে। একই বিমান ডিমাপুর-গুয়াহাটি-দিল্লি রুটে চলাচল করে, ফলে যাত্রীদের বিমান বদল ছাড়াই সোজা গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব।

এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের ফ্লিটে বর্তমানে আক্যোবি, মৈরং ফী, সাপহী লানফী (মণিপুর), গামোসা ও জাপি (আসাম), আইডু মিশমি (অরুণাচল প্রদেশ), খনেং (মেঘালয়), এবং পুয়াংচেই (মিজোরাম) সহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হচ্ছে।

শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের বিপক্ষে আমাদের অবস্থান জাতিসংঘের মহাসচিব

ঢাকা, ১৮ নভেম্বর : জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বাংলাদেশে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায়কে তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর মুখপাত্র স্টেফান দুজারিক এক প্রেস ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন, 'আমরা সকল পরিস্থিতিতেই মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে,' এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকির তুর্কের সাথে একমত প্রকাশ করেন। দুজারিক বলেন, 'আমরা সম্পূর্ণভাবে সহমত যে, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার এই মুহূর্তটি বাংলাদেশে গত বছর হওয়া প্রতিবাদ দমন অভিযানের শিকারদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।'

বাংলাদেশের একটি স্থানীয় আদালত, যেটি 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল' হিসেবে নিজেকে পরিচিত করেছে, শেখ হাসিনাকে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' এবং 'রাষ্ট্রদ্রোহিতার' অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেয়। এই আদালত মূলত পাকিস্তানি সেনা এবং তাদের বাংলাদেশি সহযোগীদের বিচার করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যা চালিয়েছিল।

তবে, শেখ হাসিনা এবং তার সহযোগীরা অভিযোগ করেছেন যে, এই ট্রাইব্যুনালটি তার রাজনৈতিক বিরোধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। গত বছর ছাত্র আন্দোলন দমন করার পর, শেখ হাসিনা ভারতেও পালিয়ে গেছেন।

জাতিসংঘের মানবাধিকার মুখপাত্র রাভিনা শামদাসানি জেনেভায় একটি বিবৃতিতে বলেছেন, 'শেখ হাসিনা এবং তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের বিরুদ্ধে দেওয়া এই রায়গুলো প্রতিবাদ দমনের শিকারদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত,' তবে তিনি আরও বলেন, 'আমরা এই বিচার প্রক্রিয়ার বিষয়ে অবগত নই এবং নিশ্চিতভাবে বলছি যে, এই ধরনের বিচার আন্তর্জাতিক মানের ন্যায্যতা ও সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার আওতায় হওয়া উচিত, বিশেষত যখন তা অনুপস্থিতিতে এবং মৃত্যুদণ্ডের ঝুঁকি নিয়ে করা হয়।'

এদিকে, বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে চাপ বাড়ছে। অনেক দেশ এবং মানবাধিকার সংগঠন হত্যাকাণ্ডের মতো দণ্ডনির্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে।

বিজ্ঞপ্তি

Ref. : - Baikhora Police Station GDE No. 25 dated 11/11/2025.

পাশের ছবিটি একটি অপরিচিত পুরুষ যার আনুমানিক বয়স ৫০ বৎসর, উচ্চতা আনুমানিক ৫ ফুট ৬ ইনি গঠন-হালকা পাতলা, গায়ের রঙ-শ্যামলা, পরনে বিভিন্ন রং মিচ্ছিত চাদর। মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনো পাওয়া যায় নাই। সনাক্ত করনের জন্য তার মৃত দেহ শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে।

উপরে উল্লেখিত অপরিচিত মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য বা তাহার নিকট আত্মীয় বিলোনিয়া থানায় আসিয়া মৃত দেহ গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

যোগাযোগের ঠিকানা)

১) এস পি (ডি আই বি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া ফোন নম্বর:-7628007079

২) বাইখোরা থানা : ফোন নম্বর:- 7085878885

ICA/D-1369/25

Superintendent of Police
South Tripura District

NOTICE INVITING TENDER

Notice inviting tender in prescribed form and in sealed cover on behalf of the Eklavya Model Residential School, Khumulwng is hereby invited from the authorized firm / distributor / dealer / supplier for supply of Woolen Sweaters for boys' & girls' students.

The prescribed tender form along with detailed description of item, quantity and terms & conditions are available in the office of the under-signed. Interested firm / distributor dealer / supplier may collect the tender form on cash payment of 200/- (Rupees two hundred only) [non-refundable] per form during office hours on all working days w.e.f. 19th November, 2025 to 27th November, 2025. The last date of submission of the tender is on 27th November, 2025 up to 02:00 P.M. positively.

The tender will be opened by the undersigned on 28.11.2025 at 11:00 A.M. in presence of the tenderers / representative of the tenderers.

Sd/-
B.N. CHAUDHURI
Principal,
EMRS Khumulwng

ICA/C-3007/25

NOTIFICATION

The Tripura Electrical Licensing Board (TELB) is going to conduct interview for awarding the License to Electrical Contractors (2nd spell) and practical examination for the candidates who have passed the written examination for Certificate of Competency to Supervising Workman and Operative Electrical Workman conducted by TELB on September, 2025 for the year 2025 as per Tripura Electrical Licensing (Contractors/ Supervisors/ Workman) (Amendment) Procedure, 2024. In this regard, Form D for applying for License to Electrical Contractors (2nd spell) & Form A for applying for practical examination will be issued from this office on payment of Rs 10/- w.e.f. 20/11/2025 to 05/12/2025 from 11 a.m. to 4 p.m. Last date of submission of duly filled in application form in all respects is 10/12/2025 at 4.30 p.m.

Debashis Paul
Ex-Officio Secretary,
TELB (Electrical Inspector)
Tripura, Agartala

ICA/D-1364/25

PNIeT No:-22/EE/DWS-I/2025-26 dated 15-11-2025

Single bid percentage rate e-tender is invited for 4(four) nos. works viz.

1. Operation & maintenance of WTP at Bordowali during the year 2025- 2026/Construction of Temporary Bundh at Howrah river near Intake Well of 4 MGD SWT Plant, Bordowali under DWS Sub-Division No.-II, Milansangha, Agartala during the year 2025-26. Job No. TR 13/CE/TJB/2025-26. (2nd call)
DNIET No.: 20/EE/DWS-I/2025-26
2. Operation & maintenance of 6.2 MLD Ground Water Treatment Plant at Matripally during the year 2025-2026/SH: Renovation of 3(three) nos. filter bed of 6.2 MLD GWTP at Matripally under DWS Sub Division No.-II, Milansangha, Agartala during the year 2025-26.Job No.TR 14/CE/TJB/2025-2026. (2nd call)
DNIET No.: 21/EE/DWS-I/2025-26
3. Operation & running mtc. of 3 MGD, SWTP at Collegetilla under the DWS, Sub- division-I, Collegetilla, Agartala, during the year 2024-25/ SH:- Repairing and mtc. of different centrifugal & V.T pump spare parts, mechanical components/equipments like sluice valve, gear boxes etc. in/c. other allied works complete in all respect under the DWS, Sub-division-I, Collegetilla, Agartala. Job No. 23/CE/TJB/2025-2026. (2nd call)
DNIT No: 22/EE/DWS-I/2025-26
4. Operation and mtc. of IRP within the jurisdiction of DWS Division-I for the year 2025- 2026 & 2026-27/ Operation of package type IRP in/c 5000 GPh capacity pump complete at Sonartori State Guest House under DWS Sub-Divn-III, Kunjaban Agartala during the year 2025-26 (Deposit work).
DNIET No.: 36/EE/DWS-I/2025-26

Deadline for online bidding:-Up to 15:00 hrs. 21-11-2025
Any subsequent corrigendum will be available in the website only. For more details please visitwww.tripuratenders.gov.in.
For query please e-mail:dwsdivagartalal@gmail.com.

(For and on behalf of Governor of Tripura)
Executive Engineer
DWS Division Agartala-.I
Agartala, Tripura (W).

ICA/C-3003/25

CORRIGENDUM - RETENDER NOTICE

PNIET NO: 16/EE/KD/2025-26 **Date: 13-11-2025**

In continuation of this office Press Notice Inviting e-Tender No. PNIET NO: 16/EE/KD/2025-26 dated 23-10-2025, it is hereby informed to all concerned that due to administrative reasons, the following works are being retendered with the same terms and conditions as mentioned in the original PNIT. The revised schedule for Downloading and Bidding and Bid Opening is given below."

The date of opeing of Bid 20-11-2025

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of Bid FEE	Last date and time for document downloading and bidding		Time and date of Opening of I Bid		Document downloading and biding
1	Construction of Morgue at Kumarghat Sub-Divisional Hospital during the year 2025-26/SH: Balance work. (2nd call). DNIT NO:-76/EE/KD/2025-26	12,30,989.00	24,620.00	120(One hundred twenty) Days	Rs. 1,000.00	Upto 3.00 PM on	20/11/2025	At 4.00 Pm on	20/11/2025	https://tripuratenders.gov.in

The bid forms and other details including online activities should be done in the eprocurement portal https://tripuratenders.gov.in The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

Executive Engineer
PWD(R&B), Kumarghat Division
Kumarghat, Unakoti Tripura

ICA/C-2991/25

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

PNIET NO: 18/EE/KD/2025-26 **Date: 14-11-2025**

The Executive Engineer, Kumarghat Division, PWD(R&B), Kumarghat, Unakoti District, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD/MES / Railway for the following work through e-procurement portal:

The date of opeing of Bid 21-11-2025

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of Bid FEE	Last date and time for document downloading and bidding		Time and date of Opening of I Bid		Document downloading and biding
1	Urgent mtc of road from Rajkandi market to Pusparam para(HSCL-Pmgsy road) (L-6.77km) and Pusparam para BOP to Sagaldema school border fencing road (L-20.45km)/SH: Jungle clearing, Patch brick soling,Brick bats filling and landslide clearing etc. DNIT NO:-78/EE/KD/2025-26	23,29,969.00	46,599.00	10 (Ten) Days	Rs. 1,000.00	Upto 3.00 PM on	21/11/2025	At 4.00 Pm on	21/11/2025	https://tripuratenders.gov.in

The bid forms and other details including online activities should be done in the eprocurement portal https://tripuratenders.gov.in The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

Executive Engineer
PWD(R&B), Kumarghat Division
Kumarghat, Unakoti Tripura

ICA/C-2992/25

PRESS NOTICE INVITING eTENDER No: 22/EE/AGRI/N/2025-26

On behalf of the Government of Tripura the Executive Engineer(Agri), Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate etender on Single bid system from the eligible bidders for the following works:-

Sl No.	Name of work	e-DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money (In Rs)
1	2	3	4	5
1	Construction of Farmers' Knowledge Centre at Raishyabari under GandaTwisa Agri. Sub- Division. S/H Construction of boundary fencing with Gate including yard soling and arrangement of drinking water storage and lifting facilities at Raishyabari Farmers' Knowledge centre under GandaTwisa Agri. Sub- Division, Dhalai District (2nd call).	12/EE/AGRI/ NORTH/ 2024-25 (2nd call)	4,32,181.00	8,644.00

Last date and time for documents downloading and bidding upto 15:00 Hrs on 20/11/2025 and time and date of opening of bid at 15:30 Hrs on 20/11/2025 (if possible). Any, subsequent corrigendum will be available in the website only.

For more information please kindly visit: tripuratenders.gov.in

For & on behalf of Governor of Tripura

[Er. Sudhir Chandra Das]
Executive Engineer(North)
Department of Agriculture & F.W
Dharmanagar, North Tripura

ICA/C-2994/25

সিঙ্গাপুরে গায়ক জুবিন গার্গের মৃত্যুকাণ্ডে আইনগত পদক্ষেপের অনুমোদন,কেন্দ্রের সম্মতি পেয়ে চার্জশিট দাখিলের পথ সুগম

গুয়াহাটি, ১৮ নভেম্বর আসাম মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজ ঘোষণা করেছেন যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সিঙ্গাপুরে প্রয়াত সংগীতশিল্পী জুবিন গার্গের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নিতে আবশ্যিক কেন্দ্রীয় অনুমোদন প্রদান করেছেন।এই অনুমোদন ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা -র ২০৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে, যা দেশটির বাইরে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে আদালতকে মামলা গ্রহণের আগে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক করে।মুখ্যমন্ত্রী শর্মা জানান, এই অনুমোদন পাওয়ার ফলে আসাম সরকার এখন আইনানুগভাবে চার্জশিট দাখিল করতে পারবে এবং বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে সক্ষম হবে। তিনি বলেন, ২০২৫ সালের ১০ ডিসেম্বরের আগে চার্জশিট দাখিল করা হবে।শর্মা এই উন্নয়নকে "গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ" হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, কেন্দ্রের অনুমোদন মামলার আইনগত ভিত্তিকে আরও মজবুত করেছে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে এগিয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করেছে।দিনটি আসামের জন্য বিশেষ আবেগময় উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ মহান শিল্পী জুবিন গার্গের ৫৩তম জন্মবার্ষিকী, যে দিনটি তাঁর সংগীত, কণ্ঠ এবং অসামান্য অবদানের স্মৃতিকে আরও গভীর করে তোলে।মুখ্যমন্ত্রী শর্মা বলেন, "আজ আমাদের প্রিয় জুবিন গার্গের ৫৩তম জন্মদিন তাঁর সুর, তাঁর কণ্ঠ এবং আসামের হৃদয়ে তাঁর অমলিন স্থানকে স্মরণ করার দিন। আমরা তাঁর জন্য ন্যায়বিচার আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

মোদির ভাষণের প্রশংসায় শশী থারুর , বললেন "প্রগতির জন্য ভারতকে উদ্বিগ্ন হতে হবে"

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর : কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষণের প্রশংসা করেছেন, যা তিনি সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শোনেন। বিহারের এনডিএ-এর বিপুল জয়ের পর প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের উল্লেখ করে থারুর বলেন, মোদির ভাষণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয়েছে এবং তিনি ভারতকে "প্রগতির জন্য উদ্বিগ্ন হতে" আহ্বান জানিয়েছেন।

একটি বিস্তারিত পোস্টে শশী থারুর এক্স প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু উল্লেখ করে বলেন, "আমি দুঃখিত হলেও এবং খারাপ সর্দি-কাশি নিয়ে উপস্থিত থাকলেও ভাষণটি শোনার জন্য আনন্দিত।"থারুর তার পোস্টে লিখেন, 'ভাষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ম্যাকৌলির ২০০ বছরের "দাসত্ব মনোভাব" বাতিল করার ওপর। প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতীয় ঐতিহ্য, ভাষা এবং জ্ঞানব্যবস্থায় গর্ব ফেরাতে ১০ বছরের জাতীয় মিশনের আহ্বান জানান।' এটি ছিল ভারতের এক্সপ্রেস আয়োজিত ষষ্ঠ রামনাথ গোয়েঙ্কা ভাষণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের উল্লেখ।অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন, 'আমি পুরো দেশকে আহ্বান জানাতে চাই: আগামী দশ বছর, আমরা আমাদের উপর ম্যাকৌলি যে দাসত্বের মনোভাব চাপিয়ে দিয়েছিল, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। এই ১০ বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

থারুর ভাষণটির প্রশংসা করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী আরো উল্লেখ করেছেন যে ভারত এখন বিশ্বের জন্য একটি "উদীয়মান মডেল" এবং দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর জোর দিয়েছেন।'প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন, তাঁকে সবসময় "নির্বাচনী মোডে" থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু তিনি আসলে "ভাগ্যবান মোডে" আছেন জনগণের সমস্যা সমাধান করতে,' থারুর তার পোস্টে লেখেন।এটি প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ ছিল, যা বিহার নির্বাচনে এনডিএ-র বিশাল জয়ের পর অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে বিজেপি একটি বড় ভূমিকা পালন করে, ২৪৩টি আসনের মধ্যে ২০২টি আসনে জয়ী হয়। অন্যদিকে শশী থারুরের কংগ্রেস দল ৬১টি আসন নিয়ে ৬টি আসনে জয়ী হয়, যা ব্যাপক পরাজয়ের ইঙ্গিত দেয়।এমনকি কংগ্রেসে শশী থারুরের প্রতি সমালোচনার ঝড় উঠেছে, বিশেষত যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদী বা সরকারের প্রশংসা করেছেন। কয়েক মাস আগে, সরকার শশী থারুরকে বিদেশে 'অপারেশন সিনডুর' মিশন নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মনোনীত করলে দলটি তাঁর নাম প্রস্তাব করেনি, যা দলের অভ্যন্তরীণ অশান্তির প্রকাশ ছিল।থারুর, যিনি দেশের বাইরে দলীয় প্রতিনিধিত্ব করেছেন, ফিরে এসে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে তার শক্তি এবং গতিশীলতার জন্য ভারতের জন্য একটি বড় সুবিধা হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, ভারতকে আরো বড় সমর্থন প্রাপ্য।

মঙ্গলবার অল ত্রিপুরা অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেসের উদ্যোগে তিন দফা দাবিতে কংগ্রেস ভবনে অনুষ্ঠিত হয় গণঅবস্থান। ছবি নিজস্ব।

প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ডায়ালাইসিস কর্মসূচির অধীন খোয়াই জেলা হাসপাতালে কিডনি রোগীদের বিনামূল্যে ডায়ালাইসিস পরিষেবার সুবিধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর: রাজ্যে কিডনি রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরিষেবা হল প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ডায়ালাইসিস কর্মসূচি। খোয়াই জেলা হাসপাতালে ২০২২ সালের আগস্ট মাস থেকে এই প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ডায়ালাইসিস কর্মসূচি পরিষেবাটি চালু হয়। খোয়ই জেলায় এই ডায়ালাইসিস পরিষেবা সেন্টারটি শুরু হওয়ার পর থেকে কিডনি রোগীরা খুবই উপকৃত হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ডায়ালাইসিস কর্মসূচির অধীন এই পরিষেবাটি সম্পূর্ণরূপে বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে, যা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল রোগীদের জন্য খুবই সহায়ক হয়েছে। এর আগে খোয়াই জেলার কিডনি রোগীদের ডায়ালাইসিসের জন্য আগরতলায় যেতে হত, যা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ ও কষ্টকর ছিল। জেলার কিডনি রোগে আক্রান্ত রোগীরা বিনামূল্যে স্বচ্ছ ও সুন্দর পরিবেশে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও দক্ষ কর্মীদের দ্বারা এই ডায়ালাইসিস পরিষেবা পেয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। খোয়াই জেলা হাসপাতালে এই পরিষেবাটি চালু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত মোট ৯,২১০টি ডায়ালাইসিস সেশন সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

বর্তমানে, ২৪ জন ডায়ালাইসিস রোগী নিয়মিতভাবে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এখানে এই পরিষেবা গ্রহণ করছেন। এদের মধ্যে ১৭ জন পুরুষ এবং সাতজন মহিলা রোগী। উক্ত পরিষেবা প্রদানে নিয়েজিত রয়েছেন খোয়াই জেলা হাসপাতালের ডায়ালাইসিস ইউনিটের নোডাল অফিসার হিসাবে চিকিৎসক ডাঃ অর্ণব দেববর্মা, ডায়ালাইসিস টেকনিশিয়ান এর তত্ত্বাবধানে রয়েছেন অভিজিৎ দাস, পুষ্পা দেব, প্রজ্ঞা বণিক এবং হাউস কিপিং স্টাফ টুটন দাস। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সুষ্ঠ ও সফলভাবে এই ডায়ালাইসিস পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। খোয়াই জেলা হাসপাতালে বিনামূল্যে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ডায়ালাইসিস কর্মসূচির অধীন উক্ত ডায়ালাইসিস পরিষেবা চালু হওয়ায় কিডনি রোগীরা স্বাস্থ্য দপ্তরের পাশাপাশি খোয়াই জেলা হাসপাতালের সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এনএসএস ক্যাম্পের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর:মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এনএসএস ক্যাম্পের অঙ্গ হিসেবে আজ এক মহতী রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে সাত দিনব্যাপী স্পেশাল এনএসএস ক্যাম্পে আয়োজিত হয় মেগা রক্তদান শিবির।

উক্ত রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যভিত্তিক ওপেন এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার মলয় লস্কর, স্কুলের প্রধান শিক্ষক টিটু সাহা, মহাত্মা গান্ধীর মেমোরিয়াল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের প্রোগ্রাম অফিসার সীমা চাকমা সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীরা। মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করতে এবং অন্যরা যেন এই রক্তদান শিবির দেখে রক্তদানে এগিয়ে আসে সেদিকে লক্ষ্য রেখে আজকের এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন বলে জানায় অতিথিরা। প্রতিবছরে এধরনের রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকে স্কুলের এমএমএস ইউনিট। আজকের এই রক্তদান শিবিরে প্রায় ৩০ ইউনিটের উপর রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের আত্মনির্ভর করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা কাজে লাগাতে হবে: বনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর: রাজ্য সরকারের যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে অবহিত হয়ে এর সুবিধা সমূহ ভোগ করতে হবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের আত্মনির্ভর করার ক্ষেত্রে এই প্রকল্পগুলি কাজে লাগাতে হবে। আজ তুলাশিখর ব্লকের পশ্চিম চাম্পাছড়া ভিলেজের সীতেশ স্মৃতি কমিউনিটি হলে দুইদিনব্যাপী কর্মশালার সূচনা করে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা একথা বলেন।

বনদপ্তর, ত্রিপুরা স্টেট কাউন্সিল ফর সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এবং সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব মেডিসিনাল এন্ড অ্যারোটমেটিক প্ল্যান্টের যৌথ উদ্যোগে ঘর মোছা জীবানুনাশক ও মশা নিরোধক লিকুইড সরঞ্জাম ব্যবহারের উপর দুই দিনের কর্মশালা শুরু হয়েছে। এই কর্মশালার সূচনা করে বনমন্ত্রী বলেন, একটি কর্মশালা শুধু প্রশিক্ষণই নয়, দূর দূরান্ত থেকে আসা মানুষদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রেও বড় ভূমিকা নিয়ে থাকে। তিনি বলেন, আজকের দিনের ভাবনা হল নিজের পায়ে দাঁড়ানো। টিআরএলএম”র সহায়তা নিয়ে অনেক মহিলাই আজ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে গেছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেকটি পরিবার যাতে আগর চাষ করে লাভবান হতে পারে সেজন্য বনদপ্তর আগরের চারা তৈরীর ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তিনি বলেন, এক কানি জমিতে আগর চাষ করলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে তা থেকে ৪-৫ কোটি টাকা আয় করাও সম্ভব।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের প্রধান সচিব চৈতন্য মূর্তি বলেন, ঔষধিগুণ সম্পন্ন বিভিন্ন গাছের বাগান তৈরী করে সমাজের যেমন উপকার করা যায় তেমনি নিজেরও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনা যায়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের অধিকর্তা মহেন্দ্র সিং। সভাপতিত্ব করেন তুলাশিখর বিএসি”র চেয়ারম্যান প্রদীপ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তুলাশিখর বিএসি”র ভাইস চেয়ারম্যান সুতাম্বর দেববর্মা, খোয়াই জোনালের ভাইস চেয়ারম্যান খগেশ দেববর্মা, তুলাশিখরের বিডিও স্বদেশ দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অংশগ্রহণকারীদের হাতে একটি করে সাইট্রোনলা গাছের চারা তুলে দেন অতিথিগণ। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে জেলার ৬টি ব্লক এলাকার বিভিন্ন স্বসহায়ক দল থেকে ২১০ জন অংশ নিয়েছেন।

অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে শরীরে গভীর ক্ষত ও অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে প্রায় ঘরবন্দি কাঞ্চনমালার নিত্যলাল পাল, সরকারি সাহায্যের আর্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর:শরীরে গভীর ক্ষত ও অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে প্রায় ঘরবন্দি কাঞ্চনমালার নিত্যলাল পাল। অজানা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে অসহায় হতদরিদ্র নিত্যলাল পাল সরকারের কাছে চিকিৎসার আর্জি জানিয়েছেন।

জানা গেছে, কাঞ্চনমালা এলাকার দুই নং ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা অসহায় হতদরিদ্র নিত্য লাল পাল গত একমাস ধরে এক অজানা দুরারোগ্য রোগে ভুগছেন। তিনি একটি জর্দা তৈরীর কোম্পানিতে কাজ করে যে সামান্য কিছু টাকা উপার্জন করতেন তা দিয়ে দুবেলা দুই মুঠো ভাত খেয়ে বাঁচতেন। কিন্তু গত একমাস ধরে উনি অজানা দুরারোগ্য এক ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তখন থেকে উনি কর্মহীন অবস্থায় বাড়িতে একেবারে গৃহবন্দী।

উনার এই অজানা ভয়ংকর রোগটি দেখলে মনে হয় কুষ্ঠ রোগীর মত, গোটা শরীরের চামড়া ফেটে সেই চামড়া শরীর থেকে উঠে যাচ্ছে। যদিও তিনি বেশ কিছুদিন আগে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছিলেন। কিন্তু সেই চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হননি। বরং দিনের পর দিন এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। দিনরাত বাড়িতেই বসে থাকতে হচ্ছে উনাকে।

আর বাড়ির বাইরে বের হলে মানুষ ছোঁয়াছুঁয়ি রোগ ভেবে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে যাচ্ছে যার ফলে উনাকে একমতো গৃহবন্দী হয়ে থাকতে হচ্ছে। অসুস্থ নিত্যলাল পাল অর্থের অভাবে ভালো চিকিৎসা করাতেও পারছেন না। নিত্যলাল পালের শরীরে এই ভয়ংকর অজানা রোগটি এলাকার কেউ আগে কখনো দেখেনি।

আজ সকালে অসুস্থ নিত্য লাল পাল সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে উনার এই অসুস্থতার কথা জানাতে গিয়ে বলেছেন উনি কি রোগে আক্রান্ত তা তিনি নিজেও জানেন না এবং কাউকে এই রোগে আক্রান্ত হতেও কখনো দেখেননি। দিনরাত এই রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করছেন তিনি। এই অবস্থায় অসুস্থ নিত্যলাল পাল রাজ্য সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছেন সরকার যেন উনাকে এই রোগ থেকে বাঁচতে চিকিৎসার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

প্রেসিডেন্ট দ্রৌপদী মুর্মুর আহ্বান জল সুরক্ষা ও সংরক্ষণে সকলের অংশগ্রহণ অপরিহার্য

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর : প্রেসিডেন্ট দ্রৌপদী মুর্মু সকলকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন যে, জল সুরক্ষা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে, এবং আজকের সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন জলচক্রে প্রভাব ফেলছে। নিউ দিল্লিতে ৬ষ্ঠ জাতীয় জল পুরস্কার ২০২৪ এবং প্রথম জল সঞ্চয় জনভাগীদারি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট বলেন, দেশের জন্য জল ব্যবহারের দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ জনসংখ্যা বিবেচনায় দেশের জলসম্পদ সীমিত। তিনি জল সংরক্ষণে অবদান রাখা পুরস্কৃতদের অভিনন্দন জানান এবং উল্লেখ করেন যে, 'জলের অভাবে কেউ বাঁচতে পারবে না।'

প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, গত বছর শুরু হওয়া জল সংরক্ষণে জনগণের অংশগ্রহণ কর্মসূচির অধীনে ৩.৫ মিলিয়নেরও বেশি ভূগর্ভস্থ জল পুনঃ চার্জ কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে জল শক্তি মন্ত্রী সি. আর. প্যাটিল, জল শক্তি মন্ত্রী (রাষ্ট্রপতির) ভি. সোমান্না এবং রাজভূষণ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। ১০টি ক্যাটাগরিতে ৪৬ জন বিজয়ীকে পুরস্কৃত করা হয়, এর মধ্যে সেরা জেলা, সেরা গ্রাম পঞ্চায়েত, সেরা শহর স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেরা বিদ্যালয় এবং সেরা ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০২৪ সালের ৬ষ্ঠ জাতীয় জল পুরস্কারে সেরা রাজ্য হিসেবে প্রথম স্থান অর্জন করে মহারাষ্ট্র, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে গুজরাত এবং হরিয়ানা।

বাংলাদেশে সংঘর্ষ ও অগ্নিসংযোগ, শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের রায়ের পর তীব্র উত্তেজনা

ঢাকা, ১৮ নভেম্বর: আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) রায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশের পর দেশব্যাপী তীব্র বিক্ষোভ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার রাতে ঢাকা ও দেশের পাঁচটি জেলায় বিভিন্ন যানবাহন পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং প্রতিবাদকারীরা রাজপথে নেমে আসে।

আইসিটি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে শেখ হাসিনাকে দায়ী করে এই রায় দেয়। এছাড়াও, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং সাবেক পুলিশ প্রধান চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল-মামুনকেও দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তবে, মামুনকে ক্ষমা দেওয়া হয়েছে, তবে আদালত বলেছে যে তিনি 'হালকা শাস্তি' পাবেন এই গুরুতর অভিযোগের কারণে।

রায়ের পর রাজধানী ঢাকার ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, যা বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন অবস্থান। সেখানে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষে অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছে। সংঘর্ষের পর, প্রতিবাদকারীরা ঢাকা ও অন্যান্য জেলা জুড়ে প্রধান সড়কগুলো অবরোধ করে এবং মার্চ শুরু করে, যা নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে রূপ নেয়। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিপেটা, আওয়াজ গ্রেনেড এবং টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করে।

জাতীয় প্রেস ডে উপলক্ষে বক্সনগর প্রেসক্লাবের দুই দিনব্যাপী শীতবস্ত্র বিতরণ ও সামাজিক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৮ নভেম্বর: জাতীয় প্রেস ডে উপলক্ষে বক্সনগর প্রেসক্লাবের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন রবিবার সকালে প্রেসক্লাবের সদস্যরা ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য স্বর্গীয় ত্রিদীপ করের প্রতিচ্ছবিতে পুষ্পার্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাঁর অবদান স্মরণ করে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়। এরপর প্রেসক্লাবের সদস্যরা বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে চিকিৎসাধীন রোগী ও তাঁদের পরিজনদের হাতে ফল ও মিষ্টি তুলে দেন। এ সময় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ইনচার্জ ডা. দীপ্তনীল নাথ সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। রোগী ও তাঁদের আত্মীয়রা প্রেসক্লাবের এই মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনের পর সাংবাদিকরা কলমচৌড়া আরক্ষা প্রশাসনে যান এবং সেখানে কর্মরত পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেন। প্রেস ডে উপলক্ষে পুলিশ কর্মীদের মিষ্টি উপহার দিয়ে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার বার্তা প্রদান করা হয়। একই দিনে দুপুরিয়াবান্দ এলাকার অসুস্থ যুবক জলিল মিয়ার চিকিৎসার জন্য প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে পাঁচ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।দ্বিতীয় দিন সোমবার সন্ধ্যায় প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রভাত ঘোষের সভাপতিত্বে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলাকার মাননীয় বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন, সমাজসেবক অনিল চন্দ্র দাস, বিশালগড় প্রেসক্লাবের সম্পাদক তাজুল ইসলাম এবং সভাপতি ভবতোষ ঘোষ।এই দিনে ব্লকের অন্তর্গত বারোটি পঞ্চায়েতের প্রায় একশো জন অসহায়, গরিব ও দুঃস্থ মানুষের হাতে প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এবং বিধায়কের সহযোগিতায় শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। তিনজন পত্রিকা বিতরণকারীকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়, পাশাপাশি স্থানীয় সাংবাদিক ও আমন্ত্রিত অতিথিদেরও সম্মাননা জানানো হয়। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে বক্সনগরের নবনির্মিত প্রেসক্লাব ভবনের উদ্বোধন করেন বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন। তিনি বক্সনগর প্রেসক্লাবের এ ধরনের সামাজিক উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং প্রেসক্লাবকে পঞ্চাশ হাজার টাকার আর্থিক অনুদানের ঘোষণা দেন।

তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে আবারও গাঁজা পাচারের চক্র সক্রিয়, উদ্ধারের পরেও অভিযুক্তরা পলাতক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ নভেম্বর: তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ফের সক্রিয় হল গাঁজা পাচার চক্র। হাসপাতালের নির্জন পেছনদিককে আশ্রয় করে দিনেদুপুরে রমরমিয়ে চলছিল গাঁজা পাচারের চেষ্টা। দুই যুবতীসহ চার যুবক একটি ইকো গাড়ি ও একটি বাইকে করে হাসপাতালে আসে বলে জানা গেছে।

হাসপাতালের সিকিউরিটি গার্ডদের সন্দেহ হওয়ায় তারা যুবক-যুবতীদের পিছু নিলে অভিযুক্তরা দ্রুত সরে পড়ে। তড়িঘড়ি পালানোর সময় তারা গাঁজাভর্তি দুটি ব্যাগ হাসপাতালের ভেতরে ফেলে দেয়। চার যুবক ইকো গাড়ি ও বাইকে চেপে সটকে পড়ে এবং দুই যুবতী হাসপাতালের সামনের দিক দিয়ে পালিয়ে যায়।

এদিকে, পালানোর পথে এক যুবক ব্যাগ দুটি উদ্ধার করার চেষ্টা করলে হাসপাতাল চৌমুহনী এলাকার কিছু যুবক তাকে ধরে ফেলে। কথাবার্তায় অসংলগ্নতা ও সন্দেহজনক আচরণ লক্ষ্য করে তারা খবর দেয় পুলিশকে। তবে পুলিশ আসছে শুনেই ওই যুবক দৌড়ে পালিয়ে যায়।

পরে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুটি ব্যাগ থেকে মোট ১৬ প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

কৈলাসহের ঠিকাদার

● প্রথম পাতার পর

নিন্দা জানিয়ে বলেন, বাইরে থেকে দুই গোষ্ঠী এসে শান্ত টিলাবাজারের পরিবেশ নষ্ট করেছে। তাদের দাবিযারা বাজারের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে, পুলিশের উচিত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া। এলাকায় উত্তপ্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ, পরিস্থিতি নজরদারিতে রাখা হয়েছে। ঘটনায় এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

জল সংরক্ষণে সেরা জেলার

● প্রথম পাতার পর

এবং সাধারণ মানুষের আন্তরিক অংশগ্রহণ এই তিনের সমন্বিত প্রচেষ্টা উত্তর ত্রিপুরাকে আবারও জাতীয় মানচিত্রে বিশেষ মর্যাদা এনে দিল। জেলা কর্তৃপক্ষের মতে, এই সাফল্য ভবিষ্যতে আরও টেকসই জল ব্যবস্থাপনার পথে বড় প্রেরণা জোগাবে।

থানার নাকের ডগায়

● প্রথম পাতার পর

অত্যন্ত পরিকল্পিত, এবং অপরাধীরা এলাকার ভূগোল সম্পর্কে জানতো বলেই এমন সাহস দেখাতে পেরেছে।

ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, থানার এত কাছাকাছি এলাকায় এমন চুরি নিরাপত্তা ব্যবস্থার বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। দ্রুত অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও তদন্তে গতি আনার দাবি জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

দুর্গা বাড়িতে কাত্যায়নীর

● প্রথম পাতার পর

কাত্যায়নীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া, খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রচিত কালিকা পুরাণে বলা হয়েছে, উড্ডীয়ন বা ওড্রদেশ দেবী কাত্যায়নী ও জগন্নাথের ক্ষেত্র।কাত্যায়নী পূজা অতি প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। আর. জি. ভাণ্ডারকরের মতে, কাত্য জাতির পূজিতা ছিলেন বলে দেবী কাত্যায়নী নামে অভিহিতা হন। রাজ্যেও আগরতলার দূগা বাড়িতে ক্যাত্যায়নী পূজা চলছে। শুক্রবার মায়ের দশমী। মায়ের কাছে সকলের মঙ্গল কামনা করেন পুরোহিত জয়ন্ত চক্রবর্তী।

বঙ্গে জঙ্গলরাজের

● প্রথম পাতার পর

কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার আসার পর দেশ কিভাবে শক্তিশালী হচ্ছে সেটা মানুষ প্রত্যক্ষ করছেন।

ডাঃ সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী হচ্ছে। আগে আমাদের সেনা জওয়ানরা আক্রমণের মুখে পড়লেও তৎকালীন সরকার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। ২০১৪ সালের আগেও অশান্তি বিরাজ করছিল। উত্তর পূর্বেও একই অবস্থা ছিল। কিন্তু ২০১৪ সালের পর সবকিছু পরিবর্তন হয়। ত্রিপুরাতেও অনেকে ভুলপথে চলার চেষ্টা করছে। তাদেরকে ভুল বুঝানো হচ্ছে। বিভিন্নভাবে প্রলোভনের মাধ্যমে তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি তাদের কাছে আবেদন রাখবো যে এখনো সময় আছে, আপনারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে এসে যোগদান করুন। আপনাদের জন্য দরজা খোলা আছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি একমাত্র পার্টি যারা জনজাতিদের কল্যাণে কাজ করে। এরআগে সিপিএমের শাসনামলে ত্রিপুরায় খুন, সন্ত্রাস, অগ্নিসংযোগের ঘটনা প্রত্যক্ষ হয়েছে। আমরা কংগ্রেস ও সিপিএম এর শাসন দেখেছি এবং বিহারেও তাদের দেখেছি। আগামী দিনে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গেও জঙ্গলরাজের অবসান ঘটাতে সরকার গঠন করবে। আমরা শান্তি চাই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জনজাতি অংশের সার্বিক উন্নয়নকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আর সেই দিশায় কাজ করছে আমাদের রাজ্য সরকারও।

এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, সিপাহীজলা জেলার উত্তর জোনের সভাপতি বিপ্লব চক্রবর্তী, মান্দাই মন্ডলের সভাপতি অভিজিত দেববর্মা, গোলাঘাটি মন্ডলের সভাপতি নারায়ণ দেবনাথ, টাকারজলা সভাপতি নির্মল দেববর্মা সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব।

সন্তানকে নিয়ে

● প্রথম পাতার পর

মোবাইলে খোয়াইয়ের লালটিলা এলাকার যুবক নয়ন দাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ লক্ষ্য করেন স্বামী। এই বিষয় নিয়ে দম্পতির মধ্যে বিবাদ বাড়তে থাকে।

এরই মাঝে গত কয়েকদিন আগে দেড় বছরের সন্তানকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান গৃহবধু সাগরী দেবনাথ। পরবর্তীতে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে পরিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করে। গৃহবধুর মা ও পরিবার জানিয়েছেন তাঁরা তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। তিনি যেখানে আছেন, সুস্থ ও নিরাপদ থাকলেই তাঁদের আপত্তি নেই। তবে অন্তত একবার যোগাযোগ করার আবেদন জানান পরিবারের সদস্যরা।

নয়ন দাসের পরিবারের সূত্রে জানা গেছে, তাঁর মা আগরতলার মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকায় গৃহকর্মীর কাজ করেন এবং সেই সুবাদে খোয়াই থেকে আগরতলায় থাকেন। ঘটনা তদন্তে নেমেছে এয়ারপোর্ট থানা। নিখোঁজ গৃহবধু ও শিশুর সন্ধানে পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সমাজবিদদের মতে, পরিবারের ভাঙন ও দাম্পত্য অশান্তি ক্রমশ বাড়ছে যা সমাজের মধ্যে সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা আরও বাড়িয়ে তুলছে।

বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক

● প্রথম পাতার পর

রয়েছে যে বিহারের দীর্ঘমেয়াদি মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার আবারও মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিতে পারেন।

জেডি-ইউ’র কার্যনির্বাহী সভাপতি সঞ্জয় কুমার ঝা বলেন, “নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত হবে, যা আগামী প্রজন্মের উন্নয়ন লক্ষ্যে এনডিএ সরকারের কাছে জনগণের যে বিশাল প্রত্যাশা রয়েছে, তা পূরণ করতে সহায়তা করবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় বিজেপির শীর্ষ নেতারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।’

বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত

● প্রথম পাতার পর

বাড়িতে ছুটে এলেও আর কিছুই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

স্থানীয়রা দ্রুত সালেমা ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন।

তবে ফায়ার সার্ভিস পৌঁছানোর আগেই তিনটি ঘর সম্পূর্ণ পুড়ে যায়।

পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং পার্শবর্তী বাড়িগুলোকে রক্ষা করতে সক্ষম হন।

ক্ষতির পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকার বেশি বলে জানিয়েছেন কৃষ্ণ চন্দ্র দাস।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

বিশ্ববাজারে নতুন

● প্রথম পাতার পর

এক্সপো ২০২৫ পরিদর্শন করেন।

বিশ্বজুড়ে শীর্ষ অর্গানিক উৎপাদক, ক্রেতা, বিনিয়োগকারী, প্রযুক্তি উদ্ভাবক ও সরকারি প্রতিনিধিদের মিলনমেলায় ত্রিপুরার অর্গানিক সম্ভাবনা প্রদর্শনের এ উদ্যোগ ব্যাপক সাড়াও ফেলে।

মিডিল ইস্ট ন্যাচারাল অ্যান্ড অর্গানিক প্রোডাক্টস এক্সপো ২০২৫—এ ত্রিপুরার অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক দর্শকদের নজর কাড়ে।

রাজ্যের জিআই-স্বীকৃত কুইন আনারস, কাঁঠাল , সুগন্ধি কালিখাসা ও হরিনারায়ণ ধান, বার্ডস আই চিলি, সুগন্ধি গন্ধরাজ লেবু, সাদা তিল ও কাউন (ফক্সটেইল মিলেট) তাদের উচ্চগুণমান, স্বাদ ও রপ্তানিযোগ্যতার জন্য প্রশংসা কুড়ায়।

জিসিসি অঞ্চল, ইউরোপ, জাপান, কোরিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আমদানিকারক ও বৈশ্বিক রিটেইলাররা এসব পণ্য সংগ্রহে আগ্রহ দেখিয়ে দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

বিশ্ববাণিজ্য, উদ্ভাবন ও অংশীদারিত্বের এই মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক আসরে নিজের বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী নেতৃত্বে ত্রিপুরা আজ দেশের অন্যতম অগ্রসর অর্গানিক কৃষি রাজ্য হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে আমাদের ২৬,৪০০ হেক্টর ভূমি সার্টিফায়েড অর্গানিক চাষের আওতায়, যেখানে ২৬,৮০০—এরও বেশি কৃষক প্রচলিত চাষ থেকে টেকসই পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়েছেন। কৃষকদের ক্ষমতায়ন ও মূল্য শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করতে আমরা কাজ করছি।

তিনি জানান, রাজ্যজুড়ে ৫৩টি অর্গানিক কৃষক উৎপাদক কোম্পানি (এফপিসি) গঠিত হয়েছে। এই এফপিসি-গুলোই আমাদের কৃষিখেত ও বৈশ্বিক বাজারের মধ্যে সংযোগ তৈরি করছে, যেখানে সংগঠন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্র্যান্ডিং ও সরাসরি বিপণনের মতো কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। আমাদের জি আই-ট্যাগযুক্ত কুইন আনারস বিশ্ববিখ্যাত ১৬ থেকে ২০ ব্রিক্স প্রাকৃতিক মিষ্টত্বের কারণে এটি টেবল ফ্রুট ও ডেজার্টের জন্য আদর্শ। আর কিউ জাতের আনারস (১০—১৩ ব্রিক্স) প্রক্রিয়াজাত শিল্পের জন্য উপযুক্ত।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে, কৃষিমন্ত্রী গন্ধরাজ লেবু, সুগন্ধি কালিখাসা ধান, স্টিকি রাইস (স্থানীয় ব্রাউন ভ্যারাইটি) এবং হ্যাঙ্গার প্রজাতির কালো চালের কথা উল্লেখ করেন।

তিনি জানান, কালো চাল অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ, এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কমযা স্বাস্থ্যসচেতন বৈশ্বিক বাজারে এর চাহিদা বাড়াচ্ছে। আমাদের অর্গানিক চাষের আওতায় আদা, হলুদ, বার্ডস আই চিলি, তিল ও কাউনও রয়েছে যা ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্যাপক রপ্তানি সম্ভাবনা রাখে।

তিনি বলেন,ভারতের অর্গানিক খাদ্য বাজার প্রতিবছর ১৫—২০ু হারে বাড়ছে। জৈববৈচিত্র্য, প্রাচীন কৃষিজ্ঞান ও সরকারি সহায়তার সমন্বয়ে ভারত বিশ্ব জৈব রপ্তানি বাজারে নেতৃত্ব নেওয়ার পথে।

মন্ত্রী ত্রিপুরার বিখ্যাত আগর উড, আগর অয়েল, আগর পারফিউম ও বাঁশ করুল কথাও তুলে ধরেন এবং বলেন এগুলো প্রকৃতির সম্পদ। আমরা বিশ্ব বিনিয়োগকারী, আমদানিকারক ও অংশীদারদের আহ্বান জানাই ত্রিপুরায় আসুন, সহযোগিতা করুন, বিনিয়োগ করুন এবং ত্রিপুরা অর্গানিক এর সঙ্গে উন্নতির পথে হাঁটুন।

সবশেষে মন্ত্রী আন্তর্জাতিক ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীদের ত্রিপুরায় আগামী জানুয়ারি ২০২৬-এ অনুষ্ঠিতব্য অর্গানিক বায়ার—সেলার মিট-এ অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান এবং রাজ্যের দ্রুত বর্ধনশীল জৈব খাতে বিনিয়োগের সুযোগগুলো অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করেন। ত্রিপুরা অর্গানিক মিশনের মিশন ডিরেক্টর রাজীব দেব বর্মা এ সফরে মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন।

রাজ্য সরকারের

● আটের পাতার পর

লক্ষ্য হচ্ছে নাগরিকদের উন্নত জীবন মান নিশ্চিত করা। ২০১৯ সাল থেকে আগরতলা শহর এলাকায় অনেক পুকুর, লেইক, জলাশয় সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে। যদিও সেটা অনেকের চোখে ধরা পড়ছে না। ডাঃ সাহা জানান, টুডা”র মাধ্যমে একাধিক টাউনশিপ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। গত ২৯ আগস্ট একটি প্রকল্পের উদ্বোধন হয়েছে। প্রায় ৪৮টি ফ্ল্যাট উদ্বোধনের আগে বুকিং হয়ে যায়। ভগৎ সিং যুব আবাস এলাকাতেও প্রায় ৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ৭২টি ফ্ল্যাট নির্মাণের প্রক্রিয়া চলছে। যা প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। খুব সুলভ মূল্যে সেই ফ্ল্যাট গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। টুডা”র মাধ্যমে আগরতলায় একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করতে চাইছে সরকার। টুডা”র মাধ্যমে লাইট হাউজ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সরকার। খুব সম্ভব কিছুদিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের লাইট হাউজ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হবে। জনসাধারণের মতামতকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরবর্তী উড়ালপুল তৈরির চিন্তাভাবনা করছে সরকার। গায়ের জোরে কিছু করা হবে না। পুরাতন মোটরস্ট্যান্ডে নির্মীয়মান মাল্টি লেভেল কার পার্কিং এ একটি স্টার হোটেল খোলার প্রক্রিয়া চলছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, পুর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারম্যান রত্না দত্ত, নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, ত্রিপুরা জল বোর্ডের সিইও মিহির কান্তি গোপ সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও পদস্থ আধিকারিকগণ।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
19-11-2025, 00:16

ক্রীড়াঙ্গন

অভিষেকের শতক : নিয়ম রক্ষার ম্যাচে শত দলকে হারালো মর্ডান কোচিং সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লীগ পর্যায়ের খেলায়, নিয়ম রক্ষার ম্যাচে মডার্ন ক্রিকেট কোচিং সেন্টার হারালো শতদল সংঘকে। দুইশোর অধিক রান করলো শতদল সংঘ। দলের পক্ষে অভিষেক রায়চৌধুরী ১০৯ রানে রইলো অক্ষত। এছাড়া বিভাস দাস করলো ৫০ রান। এরপরও এই ম্যাচে পরাজয় হজম করতে হলো শত দল সংঘকে। মঙ্গলবার তালতলা স্কুল মাঠে শতদল সংঘ মুখোমুখি হয় মডার্নের। রোমাঞ্চকর এই ম্যাচে মডার্ন শিবির চার উইকেট এর ব্যবধানে হারিয়ে দিলো শত দল সংঘকে। প্রথমে ব্যাট করে ম্যাচে শতদল সংঘ স্কোরবোর্ড এ সংগ্রহ করে ৫০ ওভারে ৪ উইকেটের বিনিময়ে ২৩৬ রান। ব্যাট হাতে দলের পক্ষে অভিষেক রায়চৌধুরী ১০৯ ,রাজবীর দাস ১৯ রানে উইকেটে অক্ষত থাকে। এছাড়া বিভাস দাসের ব্যাট থেকে আসে ৫০ রান। শ্রীমান অতিরিক্ত সাহেব যোগায় ৩৯ রানের ভরসা। সব মিলিয়ে বেশ ভালো স্কোর করেছিল শতদল সংঘ। জয়ের জন্য এই ম্যাচে মডার্নের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ২৩৭ রানের। যদিও এই রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা খুব একটা ভালো হয়নি মডার্নের। তবে দলের পক্ষে দুইজন ব্যাটসম্যান উজ্জ্বল দেব এবং শুভম দাসরা উইকেট আগলে স্কোরকে টানতে থাকে। এই দুজন ব্যাটসম্যানের সঙ্গে কিছুটা ভরসা যোগায় অর্ঘ্য দেবের ১২ , শুভম দেবের ২৭ এবং শিবম সাহার ২৫ রান। যোগ্য সঙ্গ দেয় শ্রীমান অতিরিক্ত। ৪৬ রান পায় শ্রীমান অতিরিক্ত থেকে মর্ডান। ব্যাট হাতে দলের পক্ষে শুভম দাস ৫৮ এবং উজ্জ্বল দেব ৬১ রানে উইকেটে অক্ষত থাকে। যার সুবাদে ৪০ দশমিক পাঁচ ওভার খেলেই ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের রান হাসিল করে নেয় মডার্ন শিবির। শতদল সংঘের পক্ষে একা অঙ্কিত দাস চারটি উইকেট নেয়। একটু উইকেটে ভাগ বসায় তনয় দেবনাথ। বাকি তিনজন বোলার খুব একটা ভালো বল করতে পারেনি। যার ফলে দুর্দান্তভাবে এই ম্যাচ থেকে জয় ছিনিয়ে নিলো মর্ডান শিবির। বলে ব্যাটে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে শুভম পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে নিলেশ, ঋদ্ধিমানের পারফরম্যান্সে অনুরাগীকে হারালো কর্নেল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করলেও, কর্নেল কোচিং সেন্টারের কাছে আটকে গেলো ক্রিকেট অনুরাগী। মঙ্গলবার টি আই টি গ্রাউন্ডে ঘটলো এই ঘটনা। এই ম্যাচে কর্নেল শিবির ২৫ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিল ক্রিকেট অনুরাগীকে। টস ভাগ্যটা যেমন সঙ্গ দিলো কর্নেলের তেমনি আখেরে ম্যাচ ভাগ্যটা ও সঙ্গ দিলো একই দলের। প্রথমে ব্যাট করে কর্নেল শিবির ৪৭ ওভারে সহ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১৬৩ রান। এর মধ্যে একা নিলেশ সূত্রধর ৭৩ রান করে দলের পক্ষে। এছাড়া কৌশিক দত্ত ২৬, ঋদ্ধিমান দাস ১৩ ,রুদ্র প্রতাপ শর্মা ১৪ রান করে। শ্রীমান অতিরিক্ত সাহেব যোগ্য সঙ্গ দেয় ২৬ রানের। বল হাতে ক্রিকেট অনুরাগের পক্ষে দেবজ্যোতি চক্রবর্তী ৩০ রানে চারটি উইকেট নেয়। এছাড়া প্রিন্স ঘোষ দুইটি এবং একটি করে উইকেট নেয় অভিরূপ দাস ও স্বরূপ দাশগুপ্তরা। জয় পেতে হলে এই ম্যাচে ক্রিকেট অনুরাগীর প্রয়োজন ছিল ১৬৪ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে দল শেষ পর্যন্ত ৫০ ওভার খেলে সব উইকেট হারিয়ে ১৩৮ রান ই করতে সক্ষম হয়। ক্রিকেট অনুরাগের পক্ষে অভিরূপ দাস ৩৪, অনুপম ঘোষ ২৪ ,দেবরাজ মজুমদার ১৯ রান করে। এছাড়া চতুর্থ রান কারি হলো শ্রীমান অতিরিক্ত সাহেব। তার কাছ থেকে দল পেলো ২৫ রানের ভরসা। তবে ততক্ষণে ম্যাচের ওভার সংখ্যা সব ফুরিয়ে গেল। বিজয়ী দলের পক্ষে ঋদ্ধিমান দাস ২৩ রানে চারটি উইকেট নেয়। দুইটি উইকেটে হাত পাখায় ঈশান দাস ও সায়ন শীল। সুবাদে ২৫ রানের ব্যবধানে ম্যাচ থেকে জয় হাসিল করে নিলো কর্নেল শিবির। দারুন বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে ঋদ্ধিমান দাস পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে তরুণ সংঘকে হারিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয় এ ডি নগরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গুরুত্বপূর্ণ জয়লাভ করে এডি নগর প্লে সেন্টার কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার আশা জিইয়ে রেখেছে। সদর অনুর্ধ ১৫ ক্রিকেটে মঙ্গলবার জয়লাভ করলো এডি নগর প্লে সেন্টার। এদিন নীপকো মাঠে এডি নগর শিবির মুখোমুখি হয় তরুণ সংঘের। এই ম্যাচে এডি নগরের ক্রিকেটাররা ১২ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিল তরুণ সংঘকে। টসে জয় লাভ করে এদিন এডিনগর শিবির প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও পুরো ওভার খেলতে পারেনি এডি নগর। ২৯ ওভার খেলে সব উইকেট হারিয়ে এডি নগরের স্কোর দাঁড়ায় ১৩৩ রানে। এর মধ্যে অনবদ্য মেজাজে ব্যাটিং করে আবির ভট্টাচার্য। আবির ৫৪ বল খেলে শেষ পর্যন্ত ৫৮ রানে উইকেটে অক্ষত থাকে। এছাড়া দলের পক্ষে সায়ন দে ১৬, তীর্থ চক্রবর্তী ১২, মোহিত দেববর্মা ১০ এবং পৃথ্বীরাজ পাল ১১ রান করে। শ্রীমান অতিরিক্ত সাহেব দলকে ভরসা যোগায় ২৫ রানের। বল হাতে তরুণ সংঘের পক্ষে চারটি করে উইকেট নেয় রাজদীপ দাস ও পিউস দাসরা। একটি করে উইকেটে ভাগ বসায় ধ্রুবজীত সৌম এবং সায়ন্তন রায়রা। জয়ের জন্য তরুণ সংঘের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১৩৪ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে দল ৩২.১ ওভার খেলে সব উইকেট হারিয়ে শেষ পর্যন্ত ১২১ রানই করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে ব্যাট হাতে শুভ্রজিত সাহা ২৪, শুভম সাহা ১৪, পিউস দাস ২২, দীপক কলই উল্লেখযোগ্য ১৩ রান করে। এক্সট্রা রান পায় দল ৩৬। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেল। বিজয়ী দলের পক্ষে বল হাতে তীর্থ চক্রবর্তী চারটি আবির ভট্টাচার্য তিনটি এবং একটি করে উইকেট নেয় অস্মিত দাস, পৃথ্বীরাজ পাল ও রনিত সাওরা। সুবাদে এই ম্যাচ থেকে জয় হাসিল করে নিলো এডি নগর প্লে সেন্টার। আবির ভট্টাচার্য পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

কোচবিহার ট্রফি : হরিয়ানা জয়ের লক্ষ্যে ত্রিপুরার সামনে ৩৩১ রানের কঠিন টার্গেট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। হাতে উইকেট ১০ টি। জয়ের জন্য টার্গেট ৩৩১ রানের। সারা দিনে ৯০ ওভার খেলার সুযোগ রয়েছে। হিসেব করলে রানের গড় সাড়ে তিন-এর কাছাকাছি। চতুর্থ দিনে উইকেটের চেহারা অনেকটাই ব্যাটার্স বান্ধব। এখন শুধু প্রয়োজন দৃঢ়তা পূর্ণ ব্যাটিং। উইকেট কামড়ে রানের গড় মাথায় রেখে, ঠান্ডা মাথায় এক দিবসীয় ম্যাচের আদলে টার্গেটে পৌঁছে ঘরের মাঠে ম্যাচটা জিতে নেওয়া। এ ধরনের সরাসরি জয়ের হাতছানি রয়েছে ত্রিপুরা দলের সামনে। দ্বিতীয় ইনিংসে কিন্তু সফরকারি হরিয়ানা, রাজ্য দলের সামনে এক শক্ত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। ১৭২ রানে প্রথম ইনিংস গুটিয়ে যাওয়া দল হরিয়ানা দ্বিতীয় ইনিংসে সাত উইকেটে ৩৮১ রানে ইনিংস ঘোষণা করে একপ্রকার চ্যালেঞ্জিং পদক্ষেপ নিয়েছে। দিনের খেলা শেষে ত্রিপুরা দলের ওপেনিং জুটি দীপঙ্কর ভাটনগর নয় রানে ও জয় চক্রবর্তী ১৭ রানে উইকেটে টিকে থেকে লড়াইয়ের মানসিকতা নিয়ে নাইট ওয়াচম্যানের ভূমিকায় রয়েছে। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় সফরকারি হরিয়ানা বিশেষ করে ওপেনার যশ আধানার ৫৪ রান, মোক্ষ মাদগিলের ৬৯ রান, গরিশ দাহিয়ার ৫৫ রান, দলনেতা রুদ্রাক্ষ নারোয়ালের ৬৯ রান, আলী মালিকের ৪৫ রান এবং সামি কাদিয়ানের অপরাজিত ৩৬ রান দলের স্কোর অনেকটা সমৃদ্ধ করেছে। ত্রিপুরার বোলার দ্বীপ দেব ৪১ রানে এবং আরিফ মিয়া ৬৬ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছিল। রিয়াদ হোসেন পেয়েছে একটি উইকেট। আগামীকাল ম্যাচের চতুর্থ তথা অন্তিম দিনের প্রথম বেলায় ত্রিপুরার ব্যাটার্সদের ভূমিকা সংকেত দেবে ম্যাচের ফলাফলের।

রঞ্জি : ব্যাটিং ব্যর্থতায় রেলওয়েজের কাছেও ইনিংসে পরাজয় ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আশঙ্কাটাই বাস্তবায়িত হল। রেলওয়েজ ম্যাচ নিয়ে। রঞ্জি ট্রফির পঞ্চম রাউন্ডের খেলায়। অনেকটা প্রথম ম্যাচে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে পরাজয়ের মতোই রেলওয়েজ এর কাছেও ত্রিপুরা দল ইনিংস সহ ১১৭ রানের ব্যবধানে পরাজয় স্বীকার করে ঘরে ফেরার টিকিট কেটে নিয়েছে। তাও চার দিনের ম্যাচ একদিন বাকি থাকতেই পরাজয়ের ডঙ্কা বাজিয়ে দিয়েছে। গুজরাটের বালসাডে ১৬ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া রঞ্জি ম্যাচে। ত্রিপুরা প্রথম ইনিংসে ১৩৬ রান সংগ্রহ করলে জবাবে রেলওয়েজ প্রায় দেড় দিন খেলে ১২৭ ওভারে নয় উইকেটে ৪৪৬ রানে ইনিংস ঘোষণা করে দেয়। অতঃপর আজ, মঙ্গলবার ম্যাচের তৃতীয় দিনে ত্রিপুরার ব্যাটার্সরা কিছুটা উন্নত ব্যাটিং প্রদর্শন করালেও তা অপরিমিত ঠেকে। ৬৮.৩ ওভার খেলে ১৯৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। রেলওয়েজের আর কে চৌধুরী ৩৫ রানের বিনিময়ে একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, শিবম চৌধুরী পেয়েছে তিনটি উইকেট ১৯ রানের বিনিময়ে। ত্রিপুরা দলের হয়ে পেশাদারি স্বপ্নীল সিং সর্বাধিক ৪১ রান পায়। এছাড়া, বাবুল দে-র ৩৬ রান এবং সেন্টু সরকারের ৩০ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। প্রথম ইনিংসেও আর কে চৌধুরী চারটি উইকেট পেয়েছিল ৩০ রানের বিনিময়ে। ব্যাটিং লাইন আপে রেলওয়েজের বি. মেরাইয়ের ১৬০ রান এবং মোহাম্মদ শঈফের ১৫৮ রান বেশ উল্লেখযোগ্য হলেও দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে আর কে চৌধুরী পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

দাদাদের পথে ভাইয়েরাও! ছোটদের এশিয়া কাপেও পাক ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলালেন না ভারতীয় ক্রিকেটারেরা

সকলের নজর ছিল দু'দলের ক্রিকেটারদের দিকে। টসের পর দুই অধিনায়ক বা জাতীয় সঙ্গীতের পর দু'দেশের ক্রিকেটারেরা হাত মেলাবেন কি না, তা নিয়ে বেশ কয়েক দিন ধরে আলোচনা চলছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, দাদাদের পথেই এগোলেন ভাইয়েরা। ছোটদের এশিয়া কাপেও পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলালেন না ভারতীয় ক্রিকেটারেরা।

দোহার মাঠে টস করতে নামেন ভারত অধিনায়ক জিতেশ শর্মা ও পাকিস্তানের অধিনায়ক ইরফান খান। টসের পর দেখা যায়, জিতেশ সোজা ডাগ আউটের দিকে যাচ্ছেন। ইরফানের সঙ্গে হাত মেলাননি তিনি। পরে জাতীয় সঙ্গীতের পরেও দেখা যায়, ভারতীয় ক্রিকেটারেরা হাত না মিলিয়ে চলে যাচ্ছেন। পাকিস্তানের ক্রিকেটারেরাও হাত মেলানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেননি ম্যাচের মধ্যেও উত্তাপ নজরে পড়ে। ভারতের বৈভব সূর্যবংশী ও নমন ধীরকে আউট করার পর পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের শরীরী ভাষা ছিল আগ্রাসী। ব্যাটারদের হাতের ইশারায় ডাগ আউটে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন তাঁরা। দেখে মনে হচ্ছিল, জবাব দেওয়ার জন্য এই ম্যাচকে বেছে নিয়েছে পাকিস্তান। ভারতের তুলনায় তাদের আগ্রাসন ছিল অনেক বেশি।পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা ও তার পর ভারতের 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর থেকে দু'দেশের সম্পর্ক আরও উত্তপ্ত হয়েছে। তার প্রভাব পড়েছে ক্রিকেট মাঠেও। এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তিনটি ম্যাচ খেলে ভারত।

চিত্র সাংবাদিকের মাতৃবিয়োগ জেআরসি-র শোক জ্ঞাপন

আগরতলা, ১৮ই নভেম্বর।। জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্য তথা স্যন্দন টিভির চিত্র সাংবাদিক বিষ্ণুপদ বণিকের মাতা মিলন রানি বণিক সোমবার রাত আনুমানিক ১০টা নাগাদ প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে ওনার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। ওনার প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব। অসুস্থতার কারণে বিগত কিছুদিন ধরে উনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ পুত্র এক কন্যা সহ অগণিত গুণমুগ্ধদের রেখে গেছেন। শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সকল সদস্যবৃন্দ গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। জেআরসি-র সম্পাদক অভিষেক দে এক শোকবার্তায় এ খবর জানিয়েছেন।

'সবাই জায়গা বাঁচাতে ভয়ে ভয়ে খেলছে'

ঘরের মাঠ, পছন্দসই পিচ, অল্প রানের লক্ষ্য। তারপরও কেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হারল টিম ইন্ডিয়া? গৌতম গম্ভীরের মত, ইডেন গার্ডেন্সের টার্নিং পিচে রান করার মতো মানসিক দৃঢ়তা ছিল না। কিন্তু প্রাক্তন ক্রিকেটারদের অনেকেই সহমত নন। যেমন মহম্মদ কাইফ আরও গভীর সমস্যা খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর মতে, ভারতীয় ব্যাটাররা ভয়ে ভয়ে খেলছেন। নিজেদের জায়গা বাঁচানোর জন্য খেলছেন। তাহলে কি গম্ভীর-জমানা ত্রাসের সৃষ্টি করছে?

ভারতীয় ব্যাটিংয়ের তিন নম্বরে কখনও সাই সুদর্শন, কখনও ওয়াশিংটন সুন্দর খেলছেন। আবার ঘরোয়া ক্রিকেটে পারফর্ম করে সুযোগ পাচ্ছেন না অভিমন্যু ইশ্বরণ বা সরফরাজ খান। সেটাই সামনে রেখে কাইফ বলেন, "যেই খেলতে নামুক না কেন, যেন মনে হচ্ছে তাঁদের পাশে কেউ নেই। সবাই ভয়ে ভয়ে খেলছে, যেন দল তাঁদের সমর্থন করছে না। কেউ সাহস নিয়ে স্বাধীনভাবে খেলছে না।"

তাঁর সংযোজন, "১০০ রান করেও সরফরাজ খানের জায়গা নিশ্চিত নয়। সেঞ্চুরি করার পরও দলে তার জায়গা হয় না। সাই সুদর্শন ৮৭ রান করেছে। তাকে পরের টেস্ট ম্যাচে খেলানো হল না। আমার মনে হয় এই দলে অনেক ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে।" দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ের পরও কাইফ লিখেছিলেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকা দেখিয়ে দিয়েছে, দু'জন ভালো স্পিনার খেলিয়ে ভারতে টেস্ট জেতা যায়।' সেখানে ভারত চার স্পিনারে নেমেছিল। কারণ, গম্ভীর টার্নিং পিচ চেয়েছিলেন।

আবার টেস্ট শুরুর দিনই তিনি লিখেছিলেন, '৮৭ করার পরও সাই সুদর্শনকে বসানোর কারণ বুঝতে পারছি না। আমাদের জানানো হয়েছিল, বয়সের জন্য রোহিতকে অধিনায়কের পদ থেকে সরানো হচ্ছে। আর এখন তরুণদের উপর ভরসা করা হচ্ছে। ড্রেসিংরুমের জন্য যা একেবারেই ভালো লক্ষণ নয়।'

নিজেকে বাঁচাতে ভারত অধিনায়ককে ঢাল করলেন বাংলাদেশের অধিনায়ক জ্যোতি

সতীর্থদের মারার অভিযোগ উঠেছে নিগার সুলতানা জ্যোতির বিরুদ্ধে। অভিযোগ করেছেন তাঁরই এক সময়ের সতীর্থ জাহানারা আলম। এই অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে ভারতের মহিলা দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরকে টেনে আনলেন জ্যোতি। ২০২৩ সালে বাংলাদেশ সফরে গিয়ে একটি ম্যাচে আউট হওয়ার পর রাগে ব্যাটের আঘাতে স্টাম্প ভেঙেছিলেন হরমনপ্রীত। নিজেকে বাঁচাতে সেই ঘটনা টেনে হরমনকে ঢাল করেছেন বাংলাদেশের মহিলা দলের অধিনায়ক।

'ডেইলি ক্রিকেট'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জ্যোতি বলেন, "আমি কেন সতীর্থদের মারব? আমি কেন ব্যাটের আঘাতে স্টাম্প ভাঙব? আমি কি হরমনপ্রীত যে স্টাম্প ভেঙে বেড়াব? আমি কি হরমনপ্রীত যে সতীর্থদের মারব?" রাগ হলে তিনি অন্য কাউকে মারার বদলে নিজেকেই আঘাত করবেন বলে জানিয়েছেন জ্যোতি। তিনি বলেন, "রাগ হলে আমি ব্যাট অন্য জায়গায় ছুড়ে দেব। বা আমার হেলমেটেই ব্যাটের আঘাত দেব। কিন্তু অন্য কারও সঙ্গে লড়াই করব না। অন্য কেউ করে বলে আমিও তা করব না। দলের ক্রিকেটারদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন, আমি কোনও দিন এ রকম কিছু করেছি কি না।"

২০২৩ সালের বাংলাদেশ সফরে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচে হরমনপ্রীতকে এলবিডব্লিউ আউট দেন আম্পায়ার। সেই সিদ্ধান্ত ভাল ভাবে নেননি হরমন। রাগে ব্যাটের আঘাতে স্টাম্প ভেঙে দেন তিনি। আম্পায়ার ও বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সঙ্গে তর্কে জড়ান। পরে সিরিজ জিতে ট্রফি নেওয়ার সময়ও আম্পায়ার ও বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের খোঁচা মারেন তিনি। সেই রাগে বাংলাদেশের ক্রিকেটারেরা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বয়কট করেন। সেই প্রসঙ্গ এত দিন পর আবার টেনেছেন জ্যোতি।

বাংলাদেশের দলে গত কয়েক বছর সুযোগ পাননি জাহানারা। এখন অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন তিনি। সেখান থেকেই জাহানারা অভিযোগ করেছেন, তাঁকে ফোন করে দলের কেউ কেউ জানিয়েছেন, জ্যোতি তাঁদের মারধর করছেন। জ্যোতির জবাব, তিনি কাউকে মারধর করলে কেন তাঁরা জাহানারাকে ফোন করে বলবেন? বাংলাদেশের অধিনায়ক বলেন, "আমি ও রকম মেয়েই নই। শুনলাম, জাহানারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। ওকে নাকি অস্ট্রেলিয়ায় ফোন করে কেউ বলেছে, আমি ওদের মারধর করছি। যে ছয়-সাত বছর খেলেনি, অস্ট্রেলিয়ায় থাকে, তাকে কেন কেউ ফোন করবে? দরকার হলে ম্যানেজমেন্টকে বলবে। আমিই কি তা হলে এখন সর্বেসর্বা? তাই কাউকে কিছু না বলে সকলে জাহানারাকে জানিয়েছে।"চলতি বছর জ্যোতির নেতৃত্বেই মহিলাদের এক দিনের বিশ্বকাপ খেলতে নেমেছিল বাংলাদেশ। গ্রুপ পর্বে তারা একটি ম্যাচই জিতেছে। পাকিস্তানকে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছে। বাকি সব ম্যাচ হেরেছে তারা। ফলে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হয়েছে জ্যোতিদের।

ইডেনে ভারতের অনুশীলনে নেই শুভমন, দ্বিতীয় টেস্টে অধিনায়কের খেলার সম্ভাবনা ক্রমশ কমছে

রবিবার সন্ধ্যায় হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও শুভমন গিল যে গুয়াহাটিতে দ্বিতীয় টেস্টে অনিশ্চিত, তা আগেই জানিয়েছিল আনন্দবাজার ডট কম। সেই সম্ভাবনা ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। ভারত অধিনায়কের খেলার সম্ভাবনা ক্রমশ কমছে। মঙ্গলবার সকালে ইডেনে ভারতের অনুশীলনে দেখা গেল না শুভমনকে।

মঙ্গলবার সকালে কলকাতার ইডেনে অনুশীলন ছিল ভারতের। সেখানে গোটা দল এলেও শুভমন আসেননি। অনুশীলনে ছিলেন ধ্রুব জুরেল, আকাশদীপ, ওয়াশিংটন সুন্দর, সাই সুদর্শনেরা। মূলত, দলের তরুণেরাই অনুশীলনে এসেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন কোচিং স্টাফেরা। কিন্তু ভারত অধিনায়ককে দেখা যায়নি। জানা গিয়েছে, শুভমনের ঘাড়ে এখনও ব্যথা রয়েছে। আপাতত তিন-চার দিন বিশ্রাম নিতে বলা হয়েছে তাঁকে। ফলে বুধবার দলের সঙ্গে গুয়াহাটি যাচ্ছেন না তিনি। পরেও তাঁর যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই। দরকার পড়লে চিকিৎসার জন্য শুভমনকে মুম্বই নিয়ে যাওয়া হতে পারে।

শুভমন না খেললে ভারতের অধিনায়কত্ব করবেন ঋষভ পন্থ। ইডেনেও শুভমনের অনুপস্থিতিতে সেই দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। অধিনায়ক না খেললে দলে বদল হবে। যা পরিস্থিতি, তাতে মিডল অর্ডারে সাই সুদর্শনের ঢোকার সম্ভাবনা রয়েছে। গুয়াহাটিতে সিরিজ বাঁচানোর লড়াই ভারতের। গুরুত্বপূর্ণ এই মাচে শুভমনকে না পেলে চাপ বাড়বে গৌতম গম্ভীরদের।

বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছিল, শনিবার ঘুম থেকে ওঠার পরেই শুভমন ঘাড়ে ব্যথা অনুভব করেন। তার জন্য তিনি ব্যথা কমানোর ওষুধ খেয়েছিলেন। তাতেও লাভ হয়নি। ব্যাট করতে নামার আগেও তিনি ব্যথা কমানোর ওষুধ খেয়েছিলেন। নিজের তৃতীয় বলে সাইমন হারমারকে স্লগ সুইপ মারতে গিয়ে ঘাড়ে আবার ব্যথা শুরু হয়েছিল শুভমনের। সঙ্গে সঙ্গে মাঠে চলে এসেছিলেন ফিজিয়ো। পরীক্ষা করার পর শুভমনকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মাত্র তিন বল ক্রিজে ছিলেন শুভমন। সমস্যা এতটাই যে, ঘাড় ঘোরাতেই পারছিলেন না তিনি। মেরুদণ্ডেও সমস্যা রয়েছে বলে জানা গিয়েছিল।

হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর এমআরআই হয়েছিল শুভমনের। সেখানেও ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। এক বছর আগে এমনই একটি চোট পেয়েছিলেন শুভমন। তখনও এমআরআই করানো হয়েছিল। তখনকার এবং এখনকার এমআরআই-এর ফলাফলের মধ্যে মিল রয়েছে।

রবিবার সন্ধ্যায় হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয়েছিল শুভমনকে। টিম হোটেলে ফিরে গিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সূত্রে খবর, রবিবার হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই দলের হার দেখেছিলেন শুভমন। ভারত যে ভাবে ইডেন গার্ডেন্সে আড়াই দিনে টেস্ট হেরেছে তাতে মনমরা তিনি। শুভমন হয়তো ভাবছিলেন, তিনি থাকলে খেলার ফল অন্য হতে পারত। কারণ, দুই ইনিংসেই ১০ জনে ব্যাট করতে হয়েছে ভারতকে। সেই কারণে দলের হারে আরও কষ্ট হয়েছে অধিনায়কের।

রবিবার খেলা শেষে উডল্যান্ডস হাসপাতালে শুভমনকে দেখতে গিয়েছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বাংলার ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি প্রথমে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে শুভমনের সঙ্গে ১০-১৫ মিনিট কথা হয় তাঁর। বাংলার ক্রীড়া সংস্থা সূত্রে খবর, সৌরভকে শুভমন জানিয়েছেন, হাসপাতালে দমবন্ধ লাগছে তাঁর। এই কঠিন সময়ে দলের সঙ্গে থাকতে চান তিনি। তাই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয়েছে। তবে এখনই তাঁর খেলার সম্ভাবনা কম।

'৮৩-র বিশ্বজয়ের সঙ্গে তুলনাই হয় না'

ভারতের বিশ্বকাপ জয় নিয়ে উচ্ছ্বাস এখনও চলছে। দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটাররাও তাতে শামিল। সুনীল গাভাসকর তো ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার জেমাইমা রডরিগেজের সঙ্গে গান করতে পর্যন্ত প্রস্তুত। কিন্তু ভারতের এই জয় কি ১৯৮৩-র বিশ্বকাপ জয়ের সমান? সেটা মনে করেন না গাভাসকর। হঠাৎ কেন ভিন্নমত পোষণ করছেন সানি?

পুরুষদের ক্রিকেটে কপিল দেবের নেতৃত্বে ১৯৮৩-র বিশ্বজয়ের পর ভারতের ক্রিকেটে একটা জোয়ার আসে। মনে করা হচ্ছে, এবারে মহিলাদের সাফল্য ঠিক সেই কাজটা করবে। এর আগে ২০০৫ ও ২০১৭ সালে বিশ্বকাপ ফাইনালে গিয়ে হারতে হয়েছিল ভারতীয় মহিলা দলকে। স্বপ্নভঙ্গ সহ্য করতে হয়েছে ঝুলন গোস্বামী, মিতালি রাজদের। ফলে হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বে এবারের জয়টা 'স্পেশাল'। তবে ১৯৮৩-র বিশ্বজয়ী দলের সদস্য গাভাসকরের মতটা অন্য রকম। তিনি বলছেন, "কিছু লোক এই জয়কে ১৯৮৩ সালের পুরুষ দলের বিশ্বকাপ জয়ের সঙ্গে তুলনা করার চেষ্টা করেছিলেন। পুরুষরা তার আগের বিশ্বকাপগুলিতে কখনও গ্রুপ পর্বের বেশি যেতে পারেনি। তাই নকআউট পর্ব থেকে শুরু করে সবকিছুই তাদের কাছে নতুন ছিল। কিন্তু মহিলাদের ইতিমধ্যেই ভালো রেকর্ড রয়েছে। এবারের দুর্দান্ত জয়ের আগে দুটি ফাইনালে খেলেছিল।"

তার মানে এই নয় যে গাভাসকর এবারের বিশ্বজয়কে ছোট করে দেখছেন। মহিলাদের ক্রিকেটকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে সাহায্য করবে এবারের সাফল্য। তিনি আরও জানাচ্ছেন, "এই জয় মহিলা ক্রিকেটের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আরও বেশি মেয়েদের খেলায় নিয়ে আসবে। মহিলা প্রিমিয়ার লিগ ইতিমধ্যেই সেই প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। কারণ বাবা-মায়েরা এখন ক্রিকেটকে তাদের মেয়েদের জন্য একটা বিকল্প ক্যারিয়ারের হিসেবে দেখছেন। তাদের সমর্থন করে আরও বেশি এগিয়ে আসছেন।" স্পষ্টতই গাভাসকর শুধু তুলনায় বিশ্বাসী নন।

রাজ্য সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে নাগরিকদের উন্নত জীবন মান নিশ্চিত করা: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৮ নভেম্বর: রাজ্য সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে নাগরিকদের উন্নত জীবন মান নিশ্চিত করা। মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলি নিরসনের জন্য কাজ করতে হবে। সেই সঙ্গে বৃষ্টির জলকে যথাযথ উপায়ে সংরক্ষনের জন্য গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে।

আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আম্রুত ২.০ এর অধীনে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১ অক্টোবর, ২০২১ এ অটল মিশন ফর রিজুভেনেশন এন্ড আরবান ট্রান্সফরমেশন অর্থাৎ আম্রুত প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন। এর মূল উদ্দেশ্য শহরগুলিকে আত্মনির্ভর করে তোলা। বিশেষ করে পানীয় জলের উৎস সুনিশ্চিতকরণ, সবুজায়ন, পার্ক সৌন্দর্যায়ান ইত্যাদি ব্যবস্থা সহ নাগরিক জীবনকে উন্নয়ন করা এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য হচ্ছে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, ড্রেইন নিষ্কাশনী ব্যবস্থা, পয়:প্রণালীর যথাযথ ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত করা। আম্রুত ২.০ এবং স্বচ্ছ ভারত অভিযান - এই দুটো প্রকল্প প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত সুন্দর মিশন। আজ সারা ভারতবর্ষ সহ আমাদের রাজ্যেও এই দুটো মিশনের সফল বাস্তবায়ন হচ্ছে। এখন বাইরে থেকেও মানুষ আসলে আগরতলা শহরের সৌন্দর্য দেখে প্রশংসা করেন।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী যেভাবে মার্গ দর্শন করছেন সেভাবেই আমরা কাজ করার চেষ্টা করছি। যদিও উন্নয়ন নিয়ে নিন্দুকেরা অনেক কিছু বলে থাকেন। মানুষ এখন বুঝতে পারছেন যে নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্যতার জন্য যা যা দরকার এই সরকার করে চলছে। আজ পুর নিগম এলাকায় আম্রুত ২.০ স্কিমে নগরোন্নয়ন দপ্তরের অধীনে ত্রিপুরা জল বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন একটা উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। রাজ্য সরকার প্রতিনিয়ত একের পর এক উন্নয়নমূলক কাজ করে চলছে। ১১১.৯২ কোটি অর্থাৎ প্রায় ১১২ কোটি টাকার প্রকল্প রূপায়ণ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, জল মানুষের অন্যতম একটা মৌলিক চাহিদা। জল ছাড়া কোন অবস্থায় মানুষ বাঁচতে পারে না। আর আজকের এই উদ্বোধনের মাধ্যমে সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নে সমস্ত অংশের মানুষের কাছে একটা বার্তা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। মানুষ এখন আমাদের উপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখছেন। জল বোর্ড হওয়ার সুবাদে নাগরিকদের যথাযথ স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই দপ্তর কাজ করছে। মানুষের সমস্যাগুলি যাতে ১০০ু নিরসন করা যায় সেই লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরায় মাটিতে জলের স্তর অনেক বেশি (উপরে) রয়েছে। যা অন্যান্য মূল ভূখণ্ডে এই সুবিধা নেই। এর পাশাপাশি বৃষ্টির জলকে যথাযথ উপায়ে সংরক্ষনের জন্যও গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে। আমরা চাই আগরতলা শহরকে একটা পরিবেশ বান্ধব ও নাগরিক বান্ধব শহর হিসেবে গড়ে তোলার। সেই সঙ্গে রাজ্যের অন্যান্য আরো ১৯টি নগর পঞ্চায়েত ও পুর এলাকাতেও এধরণের চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।

আজ বিভিন্ন ওয়ার্ডে ডিপ টিউবওয়েল, মোডিফাইড আয়রন রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট, প্যাকেজ টাইপ আয়রন রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট এবং প্রায় ২০৬ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপ লাইন সম্প্রসারনের মাধ্যমে ১৬,২২৪টি বাড়িতে নতুনভাবে পানীয় জলের সংযোগ আজকে উদ্বোধন হয়েছে।

অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারের অন্যতম ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাধামাধব মন্দির উৎসবে যোগ দিলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ নভেম্বর:: কৃষ্ণপুর বিধানসভার গামাইবাড়ি রাধামাধব মন্দিরে আয়োজিত উৎসব উপলক্ষে মঙ্গলবার উপস্থিত হন উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। উৎসব মঞ্চে পৌঁছে তিনি ভক্ত-সমর্থকদের সঙ্গে ধর্মীয় ভাব বিনিময় করেন এবং সকলের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করেন। উৎসব কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা রাধামাধবের পূজা-অর্চনায় অংশ নেন এবং এলাকাবাসীর সার্বিক শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য প্রার্থনা করেন। মন্দির প্রাঙ্গণে তাঁর আগমন ঘিরে স্থানীয় ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দের পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়।

গ্রামবাসীরা জানান, দীর্ঘদিন পর তাঁদের মধ্যেই একজন জনপ্রতিনিধিকে সামনে পেয়ে তাঁরা আনন্দিত। উৎসবের সার্বিক আয়োজনেরও প্রশংসা করেন মন্ত্রী।

ঊনকোটিতে শিল্পায়ন প্রকল্পে বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ নভেম্বর:আজ কৈলাশহরের ঊনকোটি কলা ক্ষেত্রে ঊনকোটি জেলা শিল্প কেন্দ্রের উদ্যোগে এক দিবসীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। 'উত্তর-পূর্ব রূপান্তরমূলক শিল্পায়ন প্রকল্প'-এর সুবিধা ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে ব্যবসায়ী মহলকে অবগত করাই ছিল এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য।

কর্মশালায় জানানো হয়, উত্তর-পূর্ব ভারতের যে কোনো রাজ্যে কোনো ব্যবসায়ী বা সংস্থা যদি মাঝারি বা ভারী শিল্প স্থাপন বা কারখানা খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে, তবে ভারত সরকার সেই প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ভর্তুকি প্রদান করবে। শিল্পায়নকে গতিময় করতেই কেন্দ্র সরকারের এই বিশেষ উদ্যোগ বলে কর্মশালায় তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন বড় ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও শিল্পপতিরা উপস্থিত ছিলেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, কৈলাশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন শ্রীমতি চপলা দেবরায়, জেলা শিল্প কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ গোলাম সাদেক মিয়া এবং 'উন্নতি ২০২৪' প্রকল্পের ম্যানেজার শুভদীপ সাহা।

কর্মশালা জুড়ে সরকারি সুযোগ-সুবিধা, শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয় নথি, সম্ভাব্য বিনিয়োগ ক্ষেত্র এবং উদ্যোক্তাদের সমস্যাবলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ধর্মনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের উদ্যোগে আজ অনুষ্ঠিত হলো 'ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম—২০২৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ নভেম্বর: ধর্মনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের উদ্যোগে আজ অনুষ্ঠিত হলো 'ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম—২০২৫'। কলেজের দর্শন, পদার্থবিদ্যা ও গণিত বিভাগের চতুর্থ সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এই বিশেষ ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজে অনুষ্ঠিত হলো 'ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ধর্মনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজ প্রাঙ্গণে। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীরা ইন্টার্নশিপের অংশ হিসেবে ধর্মনগর শহরে ট্রাফিক দপ্তরের কার্যপ্রণালী প্রত্যক্ষ করেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে মাঠপর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এদিনের কর্মসূচিতে সহযোগিতা করে উত্তর জেলার ধর্মনগর সপি অফিস।কলেজের অধ্যাপক ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ জানান, শিক্ষার্থীদের বাস্তবমুখী জ্ঞান, গবেষণা মনোভাব ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সিপাহিজলা জেলায় মেগা গাঁজা বিরোধী অভিযান

ধ্বংস করা হলো প্রায় ১২ লক্ষ গাছ, বাজারমূল্য প্রায় ৫০ কোটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ নভেম্বর: সিপাহিজলা জেলাজুড়ে অবৈধ গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে বৃহৎ আকারের ধ্বংস অভিযান পরিচালনা করল জেলা প্রশাসন ও পুলিশ। মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত এই বিশেষ অভিযান চলে জেলার বিভিন্ন এলাকায়। এই অভিযানে যুক্ত ছিল জেলা পুলিশ, ১ম ব্যাটালিয়ান টিএসআর, ৭ম ব্যাটেলিয়ন টিএসআর, ১১তম ব্যাটেলিয়ন টিএসআর, ১৪তম ব্যাটেলিয়ন টিএসআর, সিআরপি, উইমেন টিএসআর, জেলা সিভিল প্রশাসন এবং বনদপ্তর। পুরো অভিযানটির নেতৃত্ব দেন সেপাহিজলা জেলার পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা। বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয় সুতারমুড়া, চিত্তা রামবাড়ি, উক্যামুড়া, তুলামুড়া কমলনগর এবং ঘটিঘর এলাকায়। এসব অঞ্চল বিশ্রামগঞ্জ, বিশালগড়, কালামচৌরা, সোনামুড়া ও মেলাঘর থানার অধীনস্থ।

অভিযানের সময় প্রায় ১২ লক্ষ অর্ধ-পাকা গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৫০ কোটি টাকা। জেলাজুড়ে অবৈধ মাদক চাষ ও পাচার চক্রের বিরুদ্ধে এটি বড়সড় সাফল্য বলে দাবি করেছে পুলিশ প্রশাসন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভবিষ্যতেও এ ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ড রুখতে ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালানো হবে।

তপশিলিজাতি ভুক্ত অংশের মানুষের উন্নয়ন যাতে কোনভাবেই ব্যাহত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে: তপশিলিজাতি কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর:রাজ্যের তপশিলিজাতি ভুক্ত অংশের মানুষের কল্যাণে রাজ্যের বর্তমান সরকার কাজ করে চলেছে। শুধু রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্প নয় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলিও কাজে লাগিয়ে তপশিলিজাতি অংশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের কনফারেন্স হলে তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের রাজ্যভিত্তিক পর্যালোচনা সভায় তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন। তিনি বলেন, এই অংশের মানুষের উন্নয়ন যাতে কোনভাবেই ব্যাহত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

চলতি অর্থবছরের বরাদ্দকৃত অর্থ যাতে সঠিক সময়ের মধ্যে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয় সেদিকে দপ্তরের আধিকারিকদের নজর রাখতে হবে। তপশিলিজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড প্রদান নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। প্রতি বছরের বরাদ্দকৃত স্টাইপেন্ড যাতে যথা সময়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে যায় সেবিষয়ে বিশেষভাবে নজর দিতে তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী দপ্তরের আধিকারিকদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন।

বৈঠকে জানানো হয় গত ২-৩ বছর ধরে তপশিলিজাতিভুক্ত অংশের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য ৩১টি বিষয়ের উপর তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তর এককালীন অর্থ ছাত্রছাত্রীদের প্রদান করছে। বৈঠকে তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব, অধিকর্তা এবং বিভিন্ন পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

তন দফা দাবিতে অল ত্রিপুরা অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেসের গণঅবস্থান, স্মারকলিপি পেশ মিশন ডিরেক্টরের কাছে

আগরতলা, ১৮ নভেম্বর: বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে মঙ্গলবার কংগ্রেস ভবনের সামনে গণঅবস্থান পালন করলো অল ত্রিপুরা অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেস। পরে তারা জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন ডিরেক্টরের নিকট তিন দফা দাবি সহ একটি স্মারকলিপি জমা দেয়।

কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা ও আর্থিক দুরবস্থার কথা তুলে ধরে সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে কর্মরত ডিডিটি কর্মীরা বছরে মাত্র পাঁচ মাস কাজ পান। এই সামান্য কর্মসংস্থানে তাঁদের পরিবার পরিজনের ভরণপোষণ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করা কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠছে। এছাড়া রাজ্যের রেগা শ্রমিকদের প্রতিনিয়ত বঞ্চনার শিকার হতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ করা হয়। তাদের দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি ও বছরে ন্যূনতম ২০০ দিনের কাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও তা বাস্তবায়নে উদাসীন বর্তমান সরকার দাবি সংগঠনের। এর ফলে চরম আর্থিক সংকট, অনটন ও পারিবারিক কলহের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে রেগা শ্রমিকদের। পাশাপাশি রাজ্যের মিড-ডে-মিল কর্মী ও আশা কর্মীদের এখনও নিয়মিত করা হয়নি বলেও সংগঠনের অভিযোগ। তারা উল্লেখ করেন, সরকার পরিবর্তনের পর বিজেপি সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারীকে নিয়মিত করা হবে, যার আওতায় মিড-ডে-মিল কর্মী ও আশা কর্মীরাও থাকবেন। কিন্তু এত বছর পরেও সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি বলে অভিযোগ। এই তিন দফা দাবির দ্রুত নিষ্পত্তি না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে সংগঠনটি। এদিনের গণঅবস্থানে উপস্থিত ছিলেন অল ত্রিপুরা অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেসের চেয়ারম্যান শান্তনু পাল, সদর জেলা কংগ্রেস সভাপতি তন্ময় সাহা, কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তীসহ অন্য নেতৃবৃন্দ।

ঊনকোটিতে ইউনিটি মার্চ: আত্মনির্ভর, স্বচ্ছ ও নেশামুক্ত ভারতের বার্তা ছড়িয়ে পদযাত্রা

কৈলাসহর, ১৮ নভেম্বর : সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে মঙ্গলবার সকাল ৭টায় কৈলাসহর ঊনকোটি কলাক্ষেত্র প্রাঙ্গন থেকে শুরু হলো জেলা-স্তরের ইউনিটি মার্চ। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর, ভারত সরকার এবং মাই ভারত কেন্দ্রের সহযোগিতায় ঊনকোটি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই পদযাত্রায় জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন।

পদযাত্রার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী টিংকু রায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। এছাড়া অনুষ্ঠানে যোগ দেন ঊনকোটি জেলার জেলা শাসক তমাল মজুমদার (আইএএস), জেলা সভাধিপতি অমলেন্দু দাস এবং পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেব রায় সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

ঐক্য ও জাতীয় সংহতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে আয়োজিত এই ইউনিটি মার্চে জেলার বহু ছাত্রছাত্রী, যুব সমাজ এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, সর্দার প্যাটেলের আদর্শ নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতেই দেশব্যাপী একতা যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, যাত্রার মূল লক্ষ্য আত্মনির্ভর ভারত, স্বচ্ছ ভারত এবং নেশামুক্ত সমাজ গঠন।

জানা গেছে, রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এই কর্মসূচি চলমান এবং আগামী ২৪ নভেম্বর এই পদযাত্রা শেষ হবে। পাশাপাশি সর্বভারতীয় একতা যাত্রায় দেশের প্রতিটি জেলা থেকে দু'জন প্রতিনিধি সর্দার প্যাটেলের জন্মস্থানে পৌঁছাতে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পথ পদযাত্রা করবেন।

ঊনকোটির এই ইউনিটি মার্চ তাই জাতীয় সংহতি ও ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

বিশালগড়ে ফের নিশিকুটুম্বের হানা, ন্যায্য মূল্যের দোকানে চুরি পুলিশের টহল ব্যবস্থায় প্রশ্ন

বিশালগড়, ১৮ নভেম্বর : পুলিশের রাতের টহলকে কার্যত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ফের চুরির ঘটনা ঘটল বিশালগড়ে। গতরাতে রতননগরে একটি ন্যায্য মূল্যের দোকানে হানা দেয় চোরের দল। টিনের চাল কেটে বিপুল পরিমাণ রেশনসামগ্রী নিয়ে পালিয়েছে বলে অভিযোগ দোকান মালিকের।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে ন্যায্যমূল্যের দোকানের মালিক এসে চুরি যাওয়া বিষয়টি দেখতে পান। সাথে সাথে তিনি পুলিশকে খবর দিয়েছেন।

কর্মী চাই

বক্সনগর হাসান হোসাইন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে একজন মহিলার ল্যাব টেকনিশিয়ান। ইচ্ছুক প্রার্থী অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।
৯৬১২৭৭২৪২০
৬০০৯৪৩২৪৯৮.

চিত্র সাংবাদিক বিষ্ণুপদ বণিকের মাতৃবিয়োগ : শোক

আগরতলা, ১৮ নভেম্বরঃ আগরতলা প্রেস ক্লাবের সদস্য তথা স্যন্দন টিভির চিত্র সাংবাদিক বিষ্ণুপদ বণিকের মাতা মিলন রানি বণিক সোমবার রাত আনুমানিক ১০টা নাগাদ প্রয়াত হয়েছেন।মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। উনার অকাল প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত আগরতলা প্রেস ক্লাব।

অসুস্থতার কারণে বিগত কিছুদিন ধরে উনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ পুত্র এক কন্যা সহ রেখেগেছেন অগণিত গুণমুগ্ধদের। শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে আগরতলা প্রেস ক্লাব।

খোয়াই জেলাভিত্তিক ইউনিটি মার্চ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর: জেলা প্রশাসন এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে আজ খোয়াইর সুভাষ পার্কে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মর্মর মূর্তির পাদদেশ থেকে খোয়াই জেলাভিত্তিক ইউনিটি মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচি অনুযায়ী নেতাজীর মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহরায় (দত্ত)।

ইউনিটি মার্চ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় (দত্ত), সহকারি সভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস, খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশিস নাথ শর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিনয় দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় (দত্ত) বক্তব্য রাখতে গিয়ে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জীবনী নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের আদর্শকে পাথেয় করে ভাবী প্রজন্মকে দেশ সেবায় গড়ে তুলতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

আগরতলায় প্রাইভেট কোম্পানিতে নিয়োগের জন্য জব ফেয়ার, ১৩৫ জন যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান

আগরতলা, ১৮ নভেম্বরঃ ভারত সরকারের ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মডেল কেরিয়ার সেন্টার ও ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, আগরতলার উদ্যোগে আজ অফিস লেইনস্থিত শ্রম ভবন প্রাঙ্গণে প্রাইভেট কোম্পানিতে নিয়োগের জন্য জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত হয়।

এই জব ফেয়ারে লাইফ ইন্সুরেন্স, সিকিউরিটি এজেন্সি, ফোন পে লিমিটেডসহ মোট পাঁচটি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়।

৮টি ক্যাটাগরিতে ১৩৫ জন যুবক-যুবতীকে নিয়োগ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

জব ফেয়ার সম্পর্কে অধিকর্তা অসীম সাহা জানান, রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে নিয়মিত এ ধরনের জব ফেয়ার আয়োজন করা হয়। রাজ্যের যুবসমাজের দক্ষতা দেখে বহিরাজ্যের কোম্পানিগুলিও নিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে তিনি জানান।

তিনি আরও জানান, আগামী ডিসেম্বর মাসে মেগা জব ফেয়ার আয়োজন করা হবে, যেখানে বহিরাজ্যের বড় বড় সংস্থাগুলি অংশগ্রহণ করবে।

অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ থেকে শুরু করে বি-টেক, এম-টেকসহ বিভিন্ন শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরির সুযোগ প্রদান করা হবে। রাজ্যের বেকার যুবসমাজকে সেই মেগা জব ফেয়ারে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান অধিকর্তা এবং আশা প্রকাশ করেন, নির্বাচিত যুবক-যুবতীরা ভবিষ্যতে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করবে।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক যুব উৎসব ও বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৮ নভেম্বর: যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আজ বিলোনীয়ার পুরাতন টাউন হলে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক যুব উৎসব ও বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সভাধিপতি দীপক দত্ত বলেন, যুব উৎসব সুপ্ত প্রতিভা অন্বেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

দেশের যুবরা আজ সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের মেলে ধরে দেশ সেবায় নিয়োজিত করছে।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং যুবদের নেশা আসক্তি থেকে নিজেকে দূরে রেখে সমাজের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক হেমন্ত দেববর্মা। অনুষ্ঠান মঞ্চে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভারতচন্দ্রনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পুতল পাল বিশ্বাস, ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শম্ভুনাথ কর, বিলোনীয়া পুরপরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সমাজসেবী নকুল পাল প্রমুখ।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা ক্রীড়া আধিকারিক ঋতেশ শীল। আজকের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে টাউনহল প্রাঙ্গণে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়। অতিথিগণ এই প্রদর্শনী স্টলগুলি ঘুরে দেখেন এবং ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলেন। আজকের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিলোনীয়া পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ।

উল্লেখ্য, যুব উৎসবে বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। লোক গীতি প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় বিলোনীয়া পুরপরিষদ, লোকনৃত্যে প্রথম স্থান পায় রূপাইছড়ি ব্লক, স্টোরি রাইটিং-এ প্রথম স্থান অধিকার করে বকাফা ব্লকের কৃপানন্দ দেবনাথ, পেইন্টিং-এ প্রথম শান্তিরবাজার পুরপরিষদের জয়ন্ত দাস, ডিক্লেমেশন-এ প্রথম বিলোনীয়া পুরপরিষদের সোনালী ধর, পোয়েট্রিতে প্রথম স্থান পায় জোলাইবাড়ি ব্লকের শিবাঞ্জন বণিক এবং বিজ্ঞান মেলায় প্রথম স্থান দখল করে সাতচাঁদ ব্লকের হরিনা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

অফিসটিলা সংলগ্ন মুরাবাড়িতে নাবালিকা বিয়ে রুখল মহকুমা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, প্রতিনিধি, ১৮ নভেম্বর: অবশেষে প্রশাসনিক তৎপরতায় বন্ধ হলো নাবালিকা বিয়ে। মঙ্গলবার বিকেলে বিশালগড়ের অফিসটিলা সংলগ্ন মুরাবাড়ি এলাকায় এক নাবালিকা কন্যার বিয়ে রোধ করে মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকরা।

সূত্রে জানা গেছে, নাবালিকা মেয়েটির বাড়ি আগরতলার বণিক্য চৌমহনী এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মহকুমা প্রশাসনের একটি প্রতিনিধি দল। অভিযানের সময় মেয়েটির কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোনও উদ্ধার করে প্রশাসন।

ঘটনার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মহকুমা প্রশাসনের ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস জানান, নাবালিকা বিয়ের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়ার পরই প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। তিনি এ ধরনের অবৈধ ও ক্ষতিকর প্রবণতার বিরুদ্ধে ভবিষ্যতেও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন।

বিশালগড় আদালতে 'আগুন' আতঙ্ক

বিশালগড়, ১৮ নভেম্বর: সোমবার রাতে বিশালগড় আদালতে আগুন লাগার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় হুলস্থুল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ও অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা তৎপর হয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দেন। তবে আদালতে পৌঁছে তাঁরা ভিন্ন চিত্র দেখতে পান।

সূত্রের খবর, আদালতের নৈশপ্রহরী মশা তাড়ানোর জন্য ধোঁয়া দিচ্ছিলেন। সেই ধোঁয়াকেই আগুনের ধোঁয়া বলে কেউ দমকল বিভাগে ফোন করে আগুন লাগার খবর দেয়। আর সেই ভুল তথ্যের জেরেই ব্যাপক দৌড়ঝাঁপ শুরু হয় পুলিশ ও দমকল কর্মীদের।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2
19-11-2025, 00:08